প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ

এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত শোধপ্রবন্ধ

গবেষিকা

মমতা বাঁক

Examination Roll No. MPSA194004

Registration No. – 119307 of 2012 – 13

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ চিন্ময় মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা ৭০০ ০৩২

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭ – ১৯

DECLARATION

Certified that the thesis entitled. **"প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ"** submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Sanskrit** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree / diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar / conference at Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M. Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

(Name or Signature of the M. Phil Student
with Roll Number and Registration Number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Mamata Bank** entitled **"প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ"** is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Sanskrit** of Jadavpur University.

Head (Department of Sanskrit)	Suvervisor & Convener of RAC	Member of RAC

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
● কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I
● সংকেতসূচী	II - III
● ভূমিকা	ক – ঘ
● প্রথম অধ্যায় ঃ সমানতন্ত্রীয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ	১ – ২৮
● দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বৈশেষিক দর্শনে *প্রশস্তপাদাচার্য* ও তাঁর ভাষ্যের অবদান	২৯ – ৩৬
● তৃতীয় অধ্যায় ঃ শিবাদিত্য ও তাঁর রচিত *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণ	৩৭ – ৪৩
● চতুর্থ অধ্যায় ঃ পদার্থতত্ত্বনিরূপণে *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা	৪৪ – ৯৮
● উপসংহার	৯৯ – ১০১
● গ্রন্থপঞ্জী	১০২ – ১০৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরমেশ্বরের কৃপাধন্য হয়ে আমি আমার এই গবেষণাসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হওয়ায় প্রথমে তাঁর চরণারবিন্দে জানাই শতসহস্র প্রণাম।

এরপরেই আমার বাবা-মা ও শ্রদ্ধেয় পরিজনবর্গের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম, যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতাতেই আমার আলোচ্য সন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে।

এরপর আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শোধপ্রবন্ধের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় ডঃ চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়কে। তিনি বহু কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার শোধপ্রবন্ধের বিষয়নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাকার্যের প্রতি পদক্ষেপে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান ও সক্রিয় দিক্ নিদর্শন করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত আমার পক্ষে এই গবেষণা সন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব ছিল না। তাই অধ্যাপক মহাশয়ের শ্রীচরণযুগলে রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এরপর সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমাকে গবেষণাসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাননীয় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রীচরণযুগলে রইল আমার শতসহস্র প্রণাম, যিনি উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকেই বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থাবলী, উপদেশ প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। এরূপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত সাহিত্য পর্ষদ্ ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যাঁরা গবেষণোপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রদানের মাধ্যমে আমার গবেষণাকার্যে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন।

শ্রীমান আশিষ কুমার হাজরা মহাশয়ের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমার এই গবেষণাসন্দর্ভটিকে লেখ্যরূপ প্রদানে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও যাঁরা আমার এই গবেষণাসন্দর্ভটিকে গ্রন্থরূপ প্রদানে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বিনীতা

মমতা বাঁক

সংকেতসূচী ঃ

অর্থ.	———	অর্থশাস্ত্র
ঋ. সং.	———	ঋক্‌সংহিতা
ঐ. উ.	———	ঐতরেয় উপনিষদ্
কিরণা.	———	কিরণাবলী
জিন. টী.	———	জিনবর্দ্ধনী টীকা
তর্ক.	———	তর্কসংগ্রহ
তর্ক. দী.	———	তর্কসংগ্রহ দীপিকা
ত. ভা.	———	তর্কভাষা
নৈষধ.	———	নৈষধচরিত
ন্যা. দ.	———	ন্যায়দর্শন
ন্যা. সূ.	———	ন্যায়সূত্র
পা. সূ.	———	পাণিনীয়সূত্র
প্রশস্ত.	———	প্রশস্তপাদভাষ্য
বা. ভা.	———	বাৎস্যায়নভাষ্য
বৃ. উ.	———	বৃহদারণ্যোপনিষদ্
বৈ. সূ.	———	বৈশেষিকসূত্র
ব্র. সূ.	———	ব্রহ্মসূত্র

ভাষা. ———————— ভাষাপরিচ্ছেদ

মনু. ———————— মনুসংহিতা

মন্বর্থ. ———————— মন্বর্থ মুক্তাবলী

মিত. টী. ———————— মিতভাষিণী টীকা

মিত. পা. টী. ———————— মিতভাষিণী পাদটীকা

শ্বে. উ. ———————— শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

সন্দ. টী. ———————— সন্দর্ভ টীকা

সপ্ত. ———————— সপ্তপদার্থী

সাং. সূ. ———————— সাংখ্যসূত্র

ভূমিকা

জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন দর্শন শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান'। আবার 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় যোগে যে দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তার অর্থ হল দেখা বা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ। দর্শন শব্দটি শাস্ত্ররূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শাস্ত্ররূপ দর্শন শব্দটি করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হওয়ায় এটি জ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত। ভারতীয় দর্শনকে মূলত দুইটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয় – আস্তিক ও নাস্তিক। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও আস্তিক ও নাস্তিক সম্পর্কিত – 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' এই সূত্রটির [১] উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে এই আস্তিকত্ব ও নাস্তিকত্ব স্বীকৃত অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করায় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত আস্তিক দর্শন এবং বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক দর্শন বলে বিবেচিত। এর মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্রীয় দর্শনরূপে বিবেচিত, কারণ এই দুইটি দর্শনে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ন্যায় দর্শনের উপর প্রচুর গবেষণাত্মক কাজকর্ম দৃষ্ট হলেও বৈশেষিক দর্শনে সেরূপ গবেষণাত্মক কাজকর্ম দৃষ্ট হয় না। তাই আমি বৈশেষিক দর্শনকে অবলম্বন করে রচিত *প্রশস্ত পাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক আলোচনাতে প্রয়াসী হয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়বিষয়ক আমার এই গবেষণাসন্দর্ভটিকে আমি *'প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' – এই নামে নামাঙ্কিত করেছি। আমার গবেষণাটিকে আমি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। আমার গবেষণালব্ধ সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনটি নিম্নরূপ –

প্রথম অধ্যায় ঃ সমানতন্ত্রীয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বৈশেষিক দর্শনে *প্রশস্তপাদাচার্য* ও তাঁর ভাষ্যের অবদান।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শিবাদিত্য ও তাঁর রচিত *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পদার্থতত্ত্বনিরূপণে *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা।

১। পা. সূ. – ৪ / ৪ / ৬০

নিম্নে অধ্যায়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শিত হল ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ সমানতন্ত্রীয় ন্যায়–বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ

প্রশস্তপাদভাষ্যে বৈশেষিক মতাদর্শ অবলম্বন করা হলেও *সপ্তপদার্থীতে* যেহেতু ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় মতাদর্শই অনুসৃত হয়েছে, তাই এই গবেষণাসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনসম্মত পদার্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের আদিগ্রন্থ, তার সূচনা, পাশ্চাত্যদর্শনের সাথে ভারতীয় দর্শনের পার্থক্য, ভারতীয়দর্শনের পরম্পরা প্রভৃতি প্রদর্শনপূর্বক ষড়্বিধ আস্তিকদর্শনের অন্যতম ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে সমানতন্ত্রীয়রূপে পরিগণিত, তা আলোচ্য অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে প্রথমে ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শনপূর্বক ন্যায়সম্মত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর বৈশেষিকদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপনপূর্বক এই অধ্যায়ে বৈশেষিকদর্শনসম্মত দ্রব্যাদি ষট্ভাবপদার্থ ও অভাবপদার্থের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষে ন্যায়সম্মত ১৬টি পদার্থের বৈশেষিক স্বীকৃত ৭টি পদার্থে অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শনপূর্বক আলোচ্য দুই দর্শন সম্প্রদায়ের সমানতন্ত্রীয়তা উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বৈশেষিক দর্শনে প্রশস্তপাদাচার্য ও তাঁর ভাষ্যের অবদান

বৈশেষিকদর্শনে *প্রশস্তপাদভাষ্যের* অবদান অপরিসীম। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রাবলীর উপর রচিত প্রাচীন ভাষ্যরূপে আলোচ্য ভাষ্যটিই আমাদের হস্তগত হয়। ভাষ্যটিকে ভাষ্যকার 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামে অভিহিত করেছেন। ভাষ্যকারকে প্রশস্তপাদরূপেই জানা যায়। ভাষ্যের শেষে 'প্রশস্তপাদবিরচিতং দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থভাষ্যং সমাপ্তম্'[২] এই পুষ্পিকা অংশ থেকে ভাষ্যকারের প্রশস্তপাদরূপেই পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি প্রশস্তকর, প্রশস্তমতি, প্রশস্তদেব, ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ। *প্রশস্তপাদভাষ্যকে* অবলম্বন করে *কিরণাবলী, ন্যায়কন্দলী, ন্যায়লীলাবতী* প্রভৃতি টীকা রচিত হওয়ায় ভাষ্যের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বিষয়ে সংশয়ের

২। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মৈধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ.৫৩৮

কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য ভাষ্যটি মূলত দুটি প্রকরণে বিভক্ত। একটি হল উদ্দেশপ্রকরণ ও অপরটি হল সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণ। এর মধ্যে উদ্দেশপ্রকরণে দ্রব্যটি ছয়টি ভাবপদার্থকে নিঃশ্রেয়সের হেতুরূপে উল্লেখ করার পর যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের উদ্দেশসাধন করা হয়েছে। সেখানে দ্রব্যাদি ৪টির ভেদ প্রদর্শনপূর্বক বিশেষ ও সমবায়ের স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণে পদার্থসমূহের সাধারণধর্ম ও বিশেষধর্ম প্রদর্শনপূর্বক দ্রব্যাদি পদার্থ ও তাদের ভেদগুলির লক্ষণ ও পরীক্ষা নিরূপিত হয়েছে। *প্রশস্তপাদভাষ্যের* আদি ও অন্তিম মঙ্গলাচরণে মহর্ষি কণাদের চরণবন্দনা পরিলক্ষিত হয়। *প্রশস্তপাদভাষ্য* মহর্ষি কণাদের সূত্রাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ হওয়ায় একদিকে যেমন সূত্রস্থ অর্থ সরলীকৃত হয়েছে তেমনি অপরদিকে এই ভাষ্যের উপর বহু টীকা, টিপ্পনী রচিত হওয়ায় বৈশেষিক মতের প্রসারেও *প্রশস্তপাদভাষ্যের* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শিবাদিত্য ও তাঁর রচিত *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণ

শিবাদিত্য রচিত *সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থটি বৈশেষিকদর্শনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরূপে বিবেচিত। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বৈশেষিকমতাদর্শের সাথে সম্মিলিতভাবে ন্যায় মতাদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। *সপ্তপদার্থীকে* উপজীব্য করেই পরবর্তীকালে *তর্কসংগ্রহ, ভাষাপরিচ্ছেদ, তর্কভাষা* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। ফলে ন্যায়–বৈশেষিক সম্মিলিত ধারার পথিকৃৎরূপে *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থটির ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও শিবাদিত্যের নামে প্রসিদ্ধ *হেতুখণ্ডন, লক্ষণমালা, উপাধিবার্ত্তিক ও অর্থাপত্তিবার্ত্তিক* নামক গ্রন্থচতুষ্টয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবাদিত্যের রচনাবলীর মধ্যে *সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। গ্রন্থটিতে সর্বসাকুল্যে ১৬৩টি সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলিকে মূলতঃ উদ্দেশপ্রকরণ ও লক্ষণপ্রকরণরূপ দুটি প্রকরণে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে উদ্দেশপ্রকরণে পদার্থসমূহ ও তাদের ভেদসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। শিবাদিত্যের মতে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের আলোচনার দ্বারাই পদার্থসমূহের পরীক্ষা নিরূপিত হয় বলে *সপ্তপদার্থীতে* পরীক্ষাপ্রকরণ নামক পৃথক্ প্রকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলতঃ গ্রন্থের অধিকাংশ সূত্রই লক্ষণপ্রকরণের অন্তর্গত।

সপ্তপদার্থীর উপর *মিতভাষিণী, পদার্থচন্দ্রিকা, সন্দর্ভ* ও *জিনবর্দ্ধনী* নামক চারটি টীকা পাওয়া যায়। সুতরাং *সপ্তপদার্থীকে* উপজীব্য করে রচিত এই সমস্ত টীকা ও পূর্বোক্ত তর্কসংগ্রহাদি গ্রন্থগুলি *সপ্তপদার্থীর* জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পদার্থতত্ত্বনিরূপণে *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা

আমরা গবেষণার মূল বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে *প্রশস্তপাদভাষ্য* পূর্বে রচিত, তাই পদার্থতত্ত্ববিষয়ক *প্রশস্ত–পাদভাষ্যের* মতটি আলোচ্য অধ্যায়ে পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ভাষ্যের সাপেক্ষে *সপ্তপদার্থীতে* যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা পরে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাহেতুক এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে অর্থাৎ *সপ্তপদার্থীতে* উক্ত মতের পূর্বে উপস্থাপন ও তৎপশ্চাৎ প্র*শস্তপাদভাষ্যসম্মত* মতের উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যালোচনাত্মক এই অধ্যায়ে প্রথমেই উভয় গ্রন্থের মধ্যে দ্রব্যবিষয়ক পৃথিবী ও দিকের বৈসাদৃশ্য নিরূপিত হয়েছে। অপরাপর দ্রব্যগুলির মধ্যে যে ভেদ উভয়গ্রন্থের পর্যালোচনায় দৃষ্ট হয় তা আমার মতে উল্লেখযোগ্য বলে পরিগণিত না হওয়ায় উপস্থাপিত হয়নি। দ্রব্যের পর গুণবিষয়ক পর্যালোচনায় রস ও বুদ্ধির যে বৈসাদৃশ্য উভয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তা উপন্যস্ত হয়েছে। এরপর কর্ম, সামান্য ও অভাববিষয়ক বৈসাদৃশ্যগুলি ক্রমানুসারে প্রদর্শিত হয়েছে। বিশেষ ও সমবায়ের পর্যালোচনা উভয়গ্রন্থের মধ্যে লক্ষণ, শব্দচয়ন প্রভৃতি বিষয়ক ভেদ পরিলক্ষিত হলেও যেহেতু তা উল্লেখযোগ্যরূপে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তাই *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থীর* তুলনামূলক পর্যালোচনে বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থদ্বয় বিষয়ক কোন বৈসাদৃশ্য আলোচনা এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়নি।

প্রথম অধ্যায় ঃ

সমানতন্ত্রীয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্বনিরূপণ

'দৃশ্যতে জ্ঞায়তে তত্ত্বং যেন তদেব দর্শনম্' – এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন দর্শন শব্দটি শাস্ত্ররূপ অর্থের দ্যোতক। আবার জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন দর্শন শব্দটি জ্ঞানরূপ অর্থকেও দ্যোতিত করে। ভারতীয় দর্শনকে মূলতঃ আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়। পাণিনীয় *অষ্টাধ্যায়ীতেও* আস্তিক ও নাস্তিক সম্পর্কিত 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ'[১] এই সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে 'অস্তি ইতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ' এবং 'নাস্তি ইতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যথাক্রমে অস্তি অর্থাৎ আছে এরূপ বুদ্ধি যাদের বা অস্তিত্ববিষয়ে যারা বিশ্বাসী, তারা আস্তিক এবং নাস্তি অর্থাৎ নেই এরূপ বুদ্ধি যাদের বা অস্তিত্ববিষয়ে যারা অবিশ্বাসী, তারা নাস্তিক বলে পরিগণিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত আস্তিক দর্শন বলে এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক দর্শন বলে বিবেচিত। সাংখ্যাদি দর্শন সম্প্রদায়গুলির এই আস্তিকত্ব ও নাস্তিকত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বাবলম্বী নয়, বরং বেদের প্রামাণ্যাবলম্বী। কেননা নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত জৈন দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে। আবার আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বর স্বীকার করলেও কেউ কেউ আবার ঈশ্বর স্বীকার করেননি। ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্বানুযায়ী যদি আস্তিক-নাস্তিক এই ভেদ স্বীকৃত হত, তাহলে জৈন এবং সাংখ্যদের মধ্যে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তারা আস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হত এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সাংখ্যগণ নাস্তিক বলে বিবেচিত হত। কিন্তু তা হয়নি। তাই ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ও নাস্তিকরূপ বিভাজনটি বেদের প্রামাণ্যকে উপজীব্য করেই প্রবর্তিত। যারা বেদগত তত্ত্বগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, তারা আস্তিক বলে পরিগণিত হয়। সত্যোপলব্ধিরূপ বীজের সর্বপ্রথম প্রকাশ বেদেই পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন উপনিষদে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গূঢ়তত্ত্বের মাধ্যমে সত্যের যথার্থ স্বরূপের

১। পা. সূ. – ৪ / ৪ / ৬০

বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন – 'কতরঃ স আত্মা যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি',[২] 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্'[৩] ইত্যাদি। এছাড়াও জগদুৎপত্তি বিষয়ক বহু মন্ত্রের পরিচয় ঋগ্বেদে উপলব্ধ হয়। যেমন – "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।"[৪] এই নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির আদিতে জগতের অন্ধকারময় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আবার "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"[৫] এই সূক্তে হিরণ্যগর্ভরূপে ঈশ্বরের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। যেসব দর্শনে বেদোদ্দিষ্ট এইসব সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরকল্পনা প্রভৃতি অনুসৃত হয়েছে তারাই আস্তিক নামে অভিহিত। এই ঈশ্বর, আত্মা, জগদুৎপত্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের দার্শনিক চিন্তাভাবনার বীজ যেহেতু বেদে নিহিত আছে, তাই বেদকেই ভারতীয় দর্শনের আদিগ্রন্থরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। একটি ক্ষুদ্র বীজ যেমন জল, আলো, বাতাস ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ক্রমশ বেড়ে ওঠে এবং শাখা প্রশাখা পল্লবিত করে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি বেদে বর্ণিত আত্মাদি বিষয়ক তত্ত্বসমূহ জিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাশীল দার্শনিকগণের বিভিন্ন যুক্তিতর্ক, খণ্ডন-মণ্ডনের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে আত্মতনু বিস্তার করে ন্যায়াদি বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে সুবিশাল ভারতীয় দর্শনরূপ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের সাথে পশ্চাত্য দর্শনের বহু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দার্শনিক মতাদর্শ গুরুশিষ্যপরম্পরায় বহুকাল ধরে সংরক্ষিত হওয়ার ফলে মতাদর্শগুলি ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে। গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বগুলি পরবর্তীকালে শিষ্যগণকর্তৃক আরও উন্নত ও সুদৃঢ় যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যাত হওয়ায় দার্শনিক মতগুলি আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। এরূপ অব্যাহত তাত্ত্বিক আলোচনার ধারা পাশ্চাত্য দর্শনে দুর্লভ। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে একটি দার্শনিক মতাদর্শের আবির্ভাবে পূর্বে

২। ঐ. উ. – ৩ / ১ / ১
৩। বৃ. উ. – ৪ / ৫ / ৬
৪। ঋ. সং. – ১০/১২৯/৩
৫। ঋ. সং. – ১০/১২১/১

বিদ্যমান দার্শনিক মতাদর্শ তিরোহিত হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী দার্শনিক মতের খণ্ডনপূর্বক পরবর্তী দার্শনিক মতাদর্শের আগমন পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে গুরুশিষ্যপরম্পরায় দার্শনিক মতাবলী সংরক্ষণের ধারাটি পাশ্চাত্য দর্শনে অনুপস্থিত বলে ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্যদর্শন অপেক্ষা অনেকবেশি সমৃদ্ধ। এমনটি নয় যে ভারতীয় দর্শনে পূর্ববর্তী মতবাদের খণ্ডন নেই। ভারতীয় দর্শনের অনেক শাখা আছে, যাদের মতগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। ফলে একটি শাখার খণ্ডনপূর্বক অপর শাখার উপস্থাপন ভারতীয় দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন নাস্তিক চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন – এরা সকলেই বেদের প্রামাণ্য খণ্ডনপূর্বক স্ব স্ব মতের অবতারণা করেছে বলে বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিক দর্শনসম্প্রদায় থেকে এদের ভেদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ফলে এরা পারস্পরিক মত খণ্ডনের দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন বৌদ্ধকর্তৃক স্বীকৃত অপোহবাদ ন্যায়-বৈশেষিকগণ কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে। আবার আস্তিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত মীমাংসা, বেদান্তাদির স্বীকৃত অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অভাব পদার্থের স্বীকারের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। যেকোন ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়ে নিজ মত উল্লেখের পূর্বে পূর্বপক্ষরূপে বিপক্ষীর মতটি উপস্থাপন করা হয়। তারপর স্বকীয় মতের সমর্থনে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডন করা হয় এবং সবশেষে সিদ্ধান্তরূপে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে খণ্ডিত পূর্বপক্ষীর মতাদর্শও সিদ্ধান্তীকর্তৃক যত্নসহকারে আলোচিত হয় বলে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তীপক্ষ বা উত্তরপক্ষ উভয়ই পূর্ণাঙ্গরূপে উৎকর্ষ লাভ করে। ফলে পূর্বপক্ষীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তীর উৎকর্ষতা প্রাপ্তি হয় বলে সিদ্ধান্তীর ন্যায় পূর্বপক্ষীও সমান গুরুত্বের অংশীদারী। এরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ মতাদর্শও সিদ্ধান্তমতের উপস্থাপনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুক্তিসহকারে সমালোচিত হওয়ায় বিরুদ্ধ মতগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে চার্বাকাদি বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থগুলিতে পূর্বপক্ষীরূপে অন্যান্য দার্শনিক মতের আলোচনা সযত্নে ব্যাখ্যাত হওয়ায় কোন মতবাদই অচল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে এমনটি দেখা যায় না। সেখানে একটি মতের খণ্ডনপূর্বক অপর মতের পর্যালোচনার সময় বিপক্ষীর মতাদর্শের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র স্বমতাদর্শেরই সযত্ন

ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য দর্শনে উপলব্ধ হয়। ফলে একটি মতের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাতে পাশ্চাত্য দর্শনে অপর মতের অচলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় দর্শন অনেকবেশি সুসংহত। তাছাড়া ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয় সাধন। পাশ্চাত্য দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ভাবে আলোচিত হয়েছে অর্থাৎ এদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধিত হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা অনেকবেশি উদার, কেননা বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় এখানে দৃষ্ট হয়। তাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে – "তত্তু সমন্বয়াৎ।"[৬] এই সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনকে অনেকবেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। অবশেষে বলা যায় ভারতীয় দর্শন শুধু তত্ত্বজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটিও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। কেবল সত্যোপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাম্য নয়, বরং সত্যাশ্রয়ী হয়ে উন্নত, সংযত ও মার্জিত জীবনযাপনের মাধ্যমে পরমার্থসাধনের পথে দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করাই হল ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাই তো ভারতীয় দর্শনে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদির আলোচনা দেখা যায়। পাশ্চাত্যদর্শনে কিন্তু জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের এরূপ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। ফলে পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় দর্শন যে সর্বাঙ্গে সমৃদ্ধ, তা আর বিচারের অপেক্ষা রাখে না।

ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। বিভিন্ন ঋষিগণ তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারাগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট সারকথনমূলক এই সূত্রগুলিকে উপজীব্য করে বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনীর মাধ্যমে ভারতীয় দর্শন প্রসার লাভ করেছে। যেমন মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রাবলীকে উপজীব্য করে ন্যায়দর্শন, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রাবলীকে অবলম্বন করে বৈশেষিকদর্শন, মহর্ষি কপিলের সাংখ্যসূত্রসমূহের আশ্রয়ে সাংখ্যদর্শন, মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রগুলিকে উপজীব্য করে যোগদর্শন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে।

৬। ব্র. সূ – ১ / ১ / ৪

প্রায় সব দর্শনসম্প্রদায়ই দুঃখভূত জগৎ থেকে নিবৃত্তিলাভের পথ দেখিয়েছেন স্ব স্ব তত্ত্বোপদেশের মাধ্যমে। তত্ত্বপ্রসঙ্গে বাৎস্যায়নভাষ্যে বলা হয়েছে– 'সতশ্চ সদ্‌ভাবোঽ-সতশ্চাসদ্‌ভাবঃ। সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।'[৭] অর্থাৎ সৎ (অস্তিত্ববান) বস্তুর সৎরূপে ও অসৎ বস্তুর অসৎরূপে উপলব্ধিই হল তত্ত্ব। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্যবশত পূর্বোক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলি সমানতন্ত্রীয়রূপে পরিগণিত হয়। ষড়্‌বিধ আস্তিক দর্শনসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত – মীমাংসা এরা পরস্পর সমানতন্ত্ররূপে পরিগণিত। কারণ পূর্বোক্ত দর্শনযুগলগুলির প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তের মিল আছে। এর মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন উভয় পদার্থতত্ত্বের দ্বারা নিঃশ্রেয়সোপলব্ধির পথ নির্দেশ করায় সমানতন্ত্রীয়রূপে পরিজ্ঞাত। নিম্নে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনসম্মত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শিত হল।

ন্যায়দর্শন স্বীকৃত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

ষড়্‌বিধ আস্তিক দর্শনসম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়র্শনের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন বৈমত্য নেই। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম অক্ষপাদ নামেও খ্যাত। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে একদা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহর্ষি গৌতমের নিন্দা করায় তিনি (গৌমত) ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আর ব্যাসদেবের মুখদর্শন করবেন না। পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে পুনরায় যোগবলে নিজের পায়ে চক্ষু উৎপাদন করে সেই চক্ষু দ্বারা ব্যাসদেবকে দেখেন। সেই থেকে মহর্ষি গৌতম 'অক্ষপাদ' এই নামে পরিচিতি লাভ করেন। রামায়ণ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ তয় শতক), মহাভারত (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক থেকে খ্রীঃ ৪র্থ শতক) ইত্যাদিতে মহর্ষি গৌতমের নাম পাওয়া যায়। মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁর *নৈষধচরিতে* মহর্ষি গৌতমকে গোতমরূপে উল্লেখ করেছেন –

৭। বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমুচে সচেতসাম্ ।
গোতমং তমবৈত্যৈব যথা বিথ্থ তথৈব সঃ।।"[৮]

সুতরাং রামায়ণ প্রভৃতিতে মহর্ষি গৌতমের নামোল্লেখ দেখে মহর্ষি গৌতমকে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের সমসাময়িক বলে অনুমান করা যেতে পারে।

মহর্ষি গৌতম প্রণীত দর্শন ন্যায়দর্শন নামে অভিহিত। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন 'ন্যায়' শব্দের অর্থ প্রদর্শনপূর্বক বলেছেন – "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানম্, ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।"[৯] অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী যে বিষয় বা অনুমান, তাই ন্যায় নামে পরিচিত। আবার ন্যায়ের দ্বারা যেহেতু আত্মাদি শ্রবণের পশ্চাৎ হেতু বা যুক্তির দ্বারা তার ঈক্ষণ বা মনন করা হয়, তাই ন্যায়কে অন্বীক্ষা বলা হয়। যে শাস্ত্রের দ্বারা পদার্থসমূহের আলোচ্য অন্বীক্ষা সাধিত হয়, তাই আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়দর্শন নামে অভিহিত। কৌটিল্য যে চার প্রকার বিদ্যা স্বীকার করেছেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় – "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।"[১০] শুধু তাই নয় কৌটিল্য এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে প্রদীপস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন –

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।।"[১১]

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[১২] মনুসংহিতাতেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"ত্রৈবিদেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।।"[১৩]

৮। নৈষধ. – ১৭ / ৭৫
৯। বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯
১০। অর্থ., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩
১১। তদেব, পৃ. ৭৫
১২। "প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রতীর্ত্তিতা।।" – বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০
১৩। মনু. – ৭ / ৪৩

সেখানে মন্বর্থমুক্তাবলীতে কুল্লুকভট্ট আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলতে তর্কবিদ্যাকে বুঝিয়েছেন – 'তথা চান্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাং ভূতপ্রবৃত্তিপ্রযুক্ত্যুপযোগিনীং ব্রহ্মবিদ্যাং চাভ্যুদয়ব্যসনয়োর্হর্ষবিষাদপ্রশমনহেতুং শিক্ষেত।" [১৪] এই আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়দর্শনের আদিগ্রন্থ ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গৌতম ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়সের কথা বলেছেন – 'প্রমাণ – প্রমেয় – সংশয় – প্রয়োজন – দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব – তর্ক – নির্ণয় – বাদ – জল্প – বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল – জাতি – নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।।'[১৫] সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে আলোচ্য এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী বলে গণ্য হয়। নিম্নে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শিত হল –

১। প্রমাণ ঃ

প্র-পূর্বক জ্ঞানার্থক মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের করণই প্রমাণ পদবাচ্য। মোট কথা যথার্থজ্ঞানলাভের উপায়ই হল প্রমাণ। বাৎস্যায়নভাষ্যের শুরুতেই ভাষ্যকার বলেছেন যে প্রমাণ ব্যতিরেকে অর্থ বা বিষয়ের প্রতিপত্তি অর্থাৎ যথার্থ বোধ হওয়া সম্ভব নয়। আবার এই অর্থের প্রতিপত্তি না হলে প্রবৃত্তির সাফল্য আসে না। জ্ঞাতা প্রমাণের দ্বারাই বিষয় গ্রাহ্য না ত্যাজ্য, তা বিচার করে সেই বিষয়কে গ্রহণ করে বা ত্যাগ করে। আর এই গ্রহণ বা ত্যাগের ইচ্ছা যুক্ত পুরুষের সমীহাই হল প্রবৃত্তি। ন্যায়দর্শনে মোট চারটি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে, যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।[১৬] এর মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন যে জ্ঞান অব্যপদেশ্য (অশাব্দ), অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক, তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপে খ্যাত এবং তার করণ হল প্রত্যক্ষপ্রমাণ। পূর্বদৃষ্ট লিঙ্গস্মরণ এবং লিঙ্গদর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষিত পদার্থের অনুমান আবার পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে ত্রিবিধ। উপমান হল প্রসিদ্ধ পদার্থের সাথে সাদৃশ্যবশত সাধ্যসাধনাত্মক

১৪। মন্বর্থ., মনু., সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম অধ্যায়, পৃ. ১০৪
১৫। ন্যা. সূ. – ১ / ১ / ১
১৬। 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' – ন্যা. সূ. – ১/১/৩

প্রমাণ। আর আপ্তব্যক্তিকর্তৃক উপদিষ্ট বাক্য শব্দপ্রমাণরূপে অভিহিত। এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের মধ্যে শব্দ প্রমাণ আবার দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক ভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয়, তা দৃষ্টার্থক এবং যা ইহলোকে প্রতীত হয় না, তাই অদৃষ্টার্থক শব্দ প্রমাণ বলে পরিগণিত।

২। প্রমেয় ঃ

ন্যায়দর্শনসম্মত প্রমাণচতুষ্টয়ের দ্বারা যে পদার্থের যথার্থ জ্ঞান গৃহীত হয় তাই প্রমেয় পদবাচ্য। মহর্ষি গৌতম প্রমাণসমূহের উদ্দেশ সাধনের পর প্রমেয়ের উদ্দেশ সাধন করে বলেছেন – 'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্' [১৭] অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই বারোটি হল প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়। এর মধ্যে আত্মা যেহেতু অতীন্দ্রিয়, তাই ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান হল আত্মার অস্তিত্বে লিঙ্গ বা হেতুস্বরূপ। ভোক্তারূপ আত্মার ভোগের আশ্রয় হল শরীর। এই শরীর চেষ্টার, ইন্দ্রিয়ের ও অর্থের অর্থাৎ সুখ, দুঃখাদি বিষয়ের আশ্রয়রূপে পরিগণিত। আত্মার সুখাদি ভোগের সাধনগুলি ইন্দ্রিয় বলে পরিচিত। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, ও শ্রোত্র ভেদে ইন্দ্রিয় পাঁচটি। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দরূপ গুণগুলিই হল অর্থ। পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধি হল জ্ঞান। মন নামক ষষ্ঠ প্রমেয়টি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় নামে খ্যাত। স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয় – প্রভৃতি জ্ঞানের যুগপৎ অনুৎপত্তিই হল মনের অস্তিত্বে হেতু অর্থাৎ মন আছে বলেই বিজাতীয় অনেক জ্ঞান একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় না। বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা ও শরীরের দ্বারা ধর্মাধর্মজনক কর্মের আরম্ভই প্রবৃত্তি পদবাচ্য। প্রবৃত্তিজনকরূপে পরিচিত রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটি দোষরূপে পরিগণিত। আত্মাতে মোহাদি জন্মায় বলেই ব্যক্তি পুণ্য বা পাপাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

১৭। ন্যা. সূ. – ১ / ১/ ৯

তাই দোষকে প্রবর্ত্তনালক্ষণ বলা হয়েছে।[১৮] মৃত্যুর পর পুনর্জন্মই প্রেত্যভাব শব্দের দ্বারা দ্যোতিত। সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অনুভবই ফল নামে পরিচিত। শরীর থেকে আরম্ভ করে এই ফল পর্যন্ত নয়টি প্রমেয়ই দুঃখের সাথে নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট বলে দুঃখরূপে গণ্য হয়। আর সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। এই অপবর্গকে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তিরূপে বর্ণনা করেছেন।[১৯]

৩। সংশয় ঃ

অনিশ্চয়াত্মক অবস্থাকে সংশয় বলা হয়। এই সংশয়রূপ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সাধারণত (ক) সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান, (খ) অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান, (গ) একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান, (ঘ) উপলব্ধির অব্যবস্থা, (ঙ) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা এই পঞ্চবিধ কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। এই সংশয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সংশয়িত বিষয়েই ন্যায় প্রবর্তিত হয়।[২০]

৪। প্রয়োজন ঃ

যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলে নিশ্চয় করে পুরুষ প্রাপ্তির নিমিত্ত বা ত্যাগের নিমিত্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাই প্রয়োজন বলে গণ্য হয়। এই প্রয়োজনকে অপেক্ষা করেই ন্যায় প্রবর্তিত হয়।

৫। দৃষ্টান্ত ঃ

লৌকিক এবং পরীক্ষকগণ যে পদার্থকে সমানভাবে দেখে. সেটিই দৃষ্টান্তরূপে পরিচিত। যাদের বুদ্ধির শাস্ত্রপরিশীলনজন্য প্রকর্ষতা দেখা যায় না, তারাই লোকব্যবহারকে অনতিক্রমহেতু লৌকিক বলে জ্ঞাত হয়। আর শাস্ত্রাদির পরিশীলনের দ্বারা বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক বলে পরিগণিত। অনুমান ও শব্দ প্রমাণ দৃষ্টান্তে আশ্রিত। দৃষ্টান্তবিরোধ প্রদর্শন করে পরপক্ষ দূষিত হয় এবং অবিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বপক্ষ সাধিত হয়।

১৮। 'প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ' – ন্যা. সূ. – ১ / ১/ ১৮

১৯। 'তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি' – বা. ভা., ন্যা.দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

২০। 'তত্র নানুপলব্ধে ন নির্ণীতেঽর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। কিং তর্হি ? সংশয়িতেঽর্থে' – তদেব, পৃ. ২৭

৬। সিদ্ধান্ত ঃ

'এটি এই প্রকার' – এরূপে স্বীকৃত পদার্থ সিদ্ধ বলে পরিগণিত। সিদ্ধপদার্থের সংস্থিতিকেই সিদ্ধান্ত বলে। এই সিদ্ধান্ত সর্বতন্ত্রসংস্থিতি, প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি ভেদে চতুর্বিধ। এর মধ্যে সর্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সর্বতন্ত্রসংস্থিতি নামে এবং পরশাস্ত্রে অসিদ্ধ ও কেবল স্বশাস্ত্রে সম্মত সিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি নামে পরিচিত। যেমন ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, গন্ধাদির ইন্দ্রিয়ার্থত্ব, পৃথিব্যাদির ভূতত্ব, প্রমেয়ের প্রমাণগ্রাহ্যত্ব ইত্যাদি সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। আবার অসতের অনুৎপত্তি, সতের বিনাশ ইত্যাদি প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে পদার্থের সিদ্ধিতে আনুষঙ্গিকভাবে অন্য পদার্থের সিদ্ধি হয়, তা অধিকরণসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। যেমন ইন্দ্রিয় থেকে আত্মার ভিন্নত্ব সিদ্ধিতে আনুষঙ্গিকভাবে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব, করণত্ব ইত্যাদি সিদ্ধ হয়। প্রমাণাদির দ্বারা অপরীক্ষিত পরসিদ্ধান্তের স্বীকারপূর্বক ধর্মীর বিশেষধর্মের বিচার অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত নামে অভিহিত। যেমন কোন বাদী শব্দকে নিত্যদ্রব্য বলে উল্লেখ করলে, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব বিনা বিচারেই স্বীকার করে যখন সেই দ্রব্যরূপ শব্দের নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তখন তা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হবে।

৭। অবয়ব ঃ

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন – এই পাঁচটি ন্যায়দর্শনে অবয়বরূপে খ্যাত। এই পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করেই সাধনীয় বিষয়ের সিদ্ধি হয়। এর মধ্যে প্রতিজ্ঞাতে শব্দপ্রমাণ, হেতুতে অনুমানপ্রমাণ, উদাহরণে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও উপনয়ে উপমানপ্রমাণ উপলব্ধ হয়। এখন আলোচ্য প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের ও শব্দাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের একার্থসমবায় প্রতিপাদক বাক্য নিগমনরূপে অভিহিত। এই পঞ্চাবয়ববাক্যের সমষ্টিকে পরম ন্যায় বলা হয়।

৮। তর্ক ঃ

তর্ক প্রত্যক্ষাদি চারটি প্রমাণের অন্তর্গতও নয়, আবার প্রত্যক্ষাদি থেকে ভিন্ন অতিরিক্ত

প্রমাণও নয়। বরং প্রসিদ্ধ প্রমাণগুলির সহকারী হয়ে যা তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়, তাই তর্ক। তর্কের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন – 'অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।'[২১] সাধারণভাবে জ্ঞাত এমন পদার্থের তত্ত্বটি যখন অবিজ্ঞাত বা সঠিকভাবে জানা যায় না, তখন সেরূপ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কারণের উপপত্তিমূলক যে ঊহ, তাই তর্ক পদবাচ্য। যখন উভয় কোটির মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হয়, তখন একটি কোটিতে যে সম্ভাবনামূলক জ্ঞান হয়, তাই ঊহ নামে পরিচিত। ফলে যে পদার্থের তত্ত্ব তৎকালে জ্ঞাত নয়, এমন অবজ্ঞায়মানতত্ত্বপদার্থে দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান থেকে একটি কোটিতে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণসম্ভব দেখে 'পদার্থটি এরূপ হতে পারে' – এরূপ যে ঊহ জ্ঞান হয়, তাই তর্ক বলে পরিগণিত।

৯। নির্ণয় ঃ

পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফলকে নির্ণয় বলে। স্বপক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষের খণ্ডনের দ্বারা বিচার্য পদার্থের অবধারণ হল নির্ণয় – 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।'[২২] স্বপক্ষের স্থাপনাকে সাধন এবং পরপক্ষের খণ্ডনকে উপালম্ভ বলে। এই সাধন ও উপালম্ভের মধ্যে একটির নিবৃত্তি ও অপরটির অবশ্যম্ভাবী অবস্থান দেখা যায়। এখন যার অবস্থান দেখা যায়, সেই পক্ষের পদার্থের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে নির্ণয় বলে।

১০। বাদ ঃ

পদার্থের অবধারণ বা নির্ণয় পর্যন্ত বাদের উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। বস্তুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের দ্বারা বাদ নিবৃত্ত হয়। প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা স্বপক্ষের সাধন এবং পরপক্ষের খণ্ডনরূপ উপালম্ভ হয়-এমন সিদ্ধান্তের অবিরোধী এবং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য, যাতে কিনা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়রূপে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ

২১। ন্যা. সূ. – ১/১/৪০

২২। ন্যা. সূ. – ১/১/৪১

হয়, তাকেই বাদ বলা হয়।[২৩] প্রসঙ্গত একই ধর্মীতে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিরুদ্ধধর্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হয়। যেমন 'আত্মা আছে' ও 'আত্মা নেই' – এখানে একই আত্মারূপ ধর্মীতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতিহেতু এদের মধ্যে পক্ষপ্রতিপক্ষভাব সম্ভব। কিন্তু আত্মা ও বুদ্ধিরূপ দুই ভিন্ন ধর্মীতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ ধর্মদ্বয় থাকার ফলে আলোচ্য ক্ষেত্রে পক্ষপ্রতিপক্ষভাব সম্ভব নয়।

১১। জল্প ঃ

জল্পও বাদের মতো প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভাত্মক, সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব সমন্বিত এবং পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহাত্মক। কিন্তু জল্পে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারাও সাধন ও উপালম্ভ হয়ে থাকে। তাই জল্পকে বাদের অন্ত র্ভুক্ত না করে পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গৌতম বলেছেন – 'যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ।'[২৪] পূর্বপক্ষী এখানে আপত্তি তুলতে পারেন যে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান কোন পদার্থের সাধক হয় না। কারণ ছল প্রভৃতির লক্ষণে তাদের প্রতিষেধত্বই সূচিত হয়েছে। এর উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন যে প্রমাণের দ্বারা এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান স্বপক্ষসাধন ও প্রতিপক্ষখণ্ডনে সহকারী হওয়ায় এরাও সাধনে সমর্থ – 'প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্ভয়োশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবঃ স্বপক্ষরক্ষণার্থত্বাৎ, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ।'[২৫] ফলে এদের স্বতন্ত্রভাবে স্বপক্ষসাধনত্ব না থাকলেও যেহেতু প্রমাণের দ্বারা স্বপক্ষসাধনে এরা সহকারী হয়, তাই এদেরও স্বপক্ষসাধনত্ব স্বীকার করতে হবে।

১২। বিতণ্ডা ঃ

জল্পে যখন নিজপক্ষের উপস্থাপন করা হয় না, তখন তা বিতণ্ডা নামে অভিহিত হয়।

২৩। 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ' – ন্যা. সূ. – ১/২/১

২৪। ন্যা. সূ. – ১/২/২

২৫। বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

তাই মহর্ষি গৌতম বলেছেন – 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা।[২৬] এখানে 'স' শব্দের দ্বারা জল্পকে বোঝান হয়েছে। এই জল্পই যখন প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন তাকে বিতণ্ডা বলে। বাদ ও জল্পে বিরুদ্ধধর্মরূপে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ উভয়ই উক্ত হয়। কিন্তু বিতণ্ডাতে কেবল পরপক্ষের প্রতিষেধমূলক বাক্যেরই উপস্থাপন দেখা যায়। এখন স্বপক্ষস্থাপন ব্যতীত পরপক্ষখণ্ডন কিভাবে সম্ভব ? এর উত্তরে বলা হয় যে বৈতণ্ডিক যেহেতু পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত সমস্ত বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাই সেই পরপক্ষপ্রতিষেধমূলক বাক্যগুলিকেই তার নিজপক্ষ বলে ধরতে হবে। ফলে বৈতণ্ডিক-কর্তৃক প্রযুক্ত প্রতিষেধমূলক ওই সমস্ত বাক্য থেকে বোঝা যায় যে বৈতণ্ডিকের নিজ সিদ্ধান্ত আছে। তা না হলে প্রতিষেধকমূলক বাক্যগুলির উপস্থাপন অনর্থক হয়ে যেত। ফলে বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী নিজসিদ্ধান্ত উপস্থাপন না করলেও বিতণ্ডাতে যে স্বপক্ষ থাকে না, এমনটি নয়। তাই বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষহীন বলা হয়নি।

১৩। হেত্বাভাস ঃ

হেতুর সাথে সাদৃশ্য বশত হেতুলক্ষণাক্রান্ত নয়, এমন অহেতু পদার্থগুলিও হেতুর ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অহেতু পদার্থগুলিকেই হেত্বাভাস বলা হয়। 'হেতুবদাভাসতে ইতি হেত্বাভাস' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেত্বাভাসগুলি হেতুর ন্যায় আভাসিত বা প্রতীত হলেও তারা সদ্ধেতু নয়, বরং দুষ্টহেতুরূপেই পরিগণিত হয়। ন্যায়দর্শনে পাঁচটি হেত্বাভাস স্বীকৃত হয়েছে, যথা–সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত – 'সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কলাতীতা হেত্বাভাসাঃ।'[২৭] এর মধ্যে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসকে সব্যভিচার বলে। ব্যভিচার মানে নিয়মের অভাব। 'ব্যভিচারণে সহ বর্ত্ততে' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যা ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাই সব্যভিচার।

২৬। ন্যা. সূ. – ১/২/৩
২৭। ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ৪

যেমন – 'শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দের স্পর্শ নেই। যা স্পর্শবান, তাই অনিত্য। যেমন ঘট প্রভৃতি' এখানে অস্পর্শবত্ত্বহেতুক শব্দের নিত্যত্ব সাধনে অস্পর্শবত্ত্বহেতুটি সব্যভিচার। কারণ বুদ্ধির স্পর্শ না থাকলেও তা অনিত্যরূপে পরিগণিত। আবার স্পর্শবান হলেও পরমাণু নিত্য। ফলে হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচার (সহানবস্থান) আছে বলে অস্পর্শবত্ত্বটি সব্যভিচার হেত্বাভাস। আবার পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ধর্মের মধ্যে যখন একটি ধর্ম একটি কোটিতে নিশ্চিত হয়, তখন তাকে ঐকান্তিক বলে। যা ঐকান্তিক নয়, তাই অনৈকান্তিক। আলোচ্য উদাহরণে নিত্যত্ব (একটি অন্ত) ও অনিত্যত্ব (অপর অন্ত) দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের কোন একটি কোটিতে নিশ্চয় হয় না বলে, সাধ্যপ্রতিপাদক অস্পর্শবত্ত্বটি অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। যা সিদ্ধান্তের বিরোধীরূপে পরিগণিত হয়, তাই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস – 'সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ।'[২৮] যেমন 'শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ'। কৃতকত্বরূপ হেতুটি অনিত্যত্বের দ্যোতক। ফলে নিত্যত্বের বিরুদ্ধ কৃতকত্বটি নিত্যত্বসাধনে বিরুদ্ধ হেত্বাভাসরূপে গণ্য। প্রকরণসম হেত্বাভাস বলতে তাকেই বোঝায় যার থেকে কোন পক্ষেরই নিশ্চয় না হওয়ায় পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ বিষয়ে সংশয় জন্মায়।[২৯] যেমন শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দে নিত্যধর্মের উপলব্ধি হয় না। যেখানে নিত্যধর্মের উপলব্ধি হয় না, তাই অনিত্য , যেমন স্থালী প্রভৃতি। এই উদাহরণে শব্দে যেমন নিত্যধর্মেরও উপলব্ধি হয় না তেমন অনিত্যধর্মের উপলব্ধি হয় না। ফলে অনুপলব্ধিরূপ হেতুটি শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ উভয় প্রকরণ বা পক্ষে থাকায় কোন একটি পক্ষে নির্ণয়টি সম্ভব হয় না এবং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দৃষ্টান্তে প্রযুক্ত হেতুটি প্রকরণসম। চতুর্থ হেত্বাভাস হল সাধ্যসম হেত্বাভাস বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস। প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই একমাত্র সাধ্যধর্মের সাধকরূপে হেতু বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু হেতু যদি পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধ না হয়, তাহলে সেই হেতুরও সাধ্যের ন্যায় প্রমাণের দ্বারা সাধনের প্রসঙ্গ এসে যাবে। ফলে অসিদ্ধ হেতু প্রমাণসাধনীয়ত্বরূপে সাধ্যের তুল্য বা সমান হয়ে যায় বলে তাকে সাধ্যসম বলা

২৮। ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ৬

২৯। 'যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ।' – ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ৭

হয়।'[৩০] যেমন 'দ্রব্যং ছায়া, গতিমত্ত্বাৎ' – এখানে ছায়াতে দ্রব্যত্বের সাধনে গতিমত্ত্বরূপ হেতুর প্রয়োগ করা হয়েছে। গতিমত্ত্বরূপ হেতুটি অসিদ্ধ। যেহেতু পুরুষের ন্যায় ছায়াও কি গমন করে, না কি ছায়া ভূমিতে অলোকসমূহের অভাববিশেষ ? এরূপে ছায়ার গতিমত্ত্বও সাধ্য। ফলে হেতু ও সাধ্য উভয়েরই প্রমাণসাধনীয়ত্বহেতু গতিমত্ত্ব ও দ্রব্যত্ব তুল্য বা সমান। তাই গতিমত্ত্বরূপ হেতুটি এখানে সাধ্যসম হেত্বাভাস। পঞ্চম হেত্বাভাসরূপে ন্যায়দর্শনে কালাতীত হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে হেতুর পক্ষে অন্য প্রমাণের দ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয়, তাকে কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস বলে। যে হেতুর বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট সেই কালাত্যয়াপদিষ্ট হেতুকে কালাতীত হেত্বাভাস বলে।[৩১] যেমন 'শব্দো নিত্যঃ সংযোগব্যঙ্গত্বাৎ।' প্রদীপের সাথে ঘটের সংযোগ হলে তবেই সেই ঘটে ঘটসমবেত রূপের প্রত্যক্ষ হয়। ফলে রূপ সংযোগব্যঙ্গ্যরূপে পরিগণিত। সংযোগ যার সহকারী কারণস্বরূপ, তাকেই সংযোগব্যঙ্গ্য বলে। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগেই শব্দ উৎপন্ন হয় বলে রূপের ন্যায় শব্দও সংযোগব্যঙ্গ্য। কিন্তু শব্দের আলোচ্য সংযোগটি শ্রবণকাল পর্যন্ত থাকে না। রূপের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোগের কালেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়। শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোগের কালটির অত্যয়ে বা নিবৃত্তিতে বিভাগকালে ব্যক্তিকর্তৃক শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। ফলে শব্দের নিত্যত্ব সাধনে সংযোগব্যঙ্গ্যত্বরূপ হেতুটি সংযোগকালকে অতিক্রম করে বলে তা কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালতীত হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত।

১৪। ছল ঃ

বাদীর সম্মত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনার দ্বারা বাদীর বচনের বিঘাতই হল ছল। ছলকে বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল – এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে দ্ব্যর্থক শব্দের প্রয়োগে বোদ্ধার অভিপ্রেত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থের কল্পনা দ্বারা যে বিঘাত, তাই বাক্‌ছল।[৩২] যেমন 'নবকম্বলোঽয়ং মাণবকঃ – এখানে 'নব' শব্দটি নূতন অর্থে প্রযুক্ত ।

৩০। 'সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ' – ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ৮

৩১। 'কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ' – ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ৯

৩২। 'অবিশেষাহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকাল্পনা বাক্‌ছলম্' – ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ১২

কিন্তু 'নব' শব্দের দ্বারা নবসংখ্যক কম্বলের যে কল্পনা তা বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিঘাতক বলে তা বাক্‌ছলরূপে পরিগণিত। আর সম্ভাব্যমান পদার্থের সাথে অতিসামান্যসম্বন্ধবশত অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাকে সামান্যচ্ছল বলে। যেমন – 'এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন' – এরূপ বাক্য থেকে যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়, তাহলে ব্রাত্যেও বিদ্যাচরণসম্পদের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কারণ ব্রাত্যও জাতিতে ব্রাহ্মণ। ফলে বিদ্যাচরণসম্পৎ বিবক্ষিত ব্রাহ্মণরূপ অর্থকে অতিক্রম করে অবিবক্ষিত অসম্ভব ব্রাত্যরূপ অর্থে চলে যাচ্ছে বলে বক্তার বিবক্ষিত অর্থের অর্থান্তরকল্পনার দ্বারা বিঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তা সামান্যচ্ছলরূপে গণ্য। আবার কোন শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের ফলে শব্দটির মুখ্যার্থ অবলম্বনে যে প্রতিষেধ, তাকে উপচারচ্ছল বলে।'[৩৩] যেমন 'মঞ্চাঃ ক্রোশান্তি' – এই বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দটি লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বিবক্ষিত অর্থ হল মঞ্চমধ্যস্থ পুরুষগণই উচ্চস্বরে চীৎকার করছে। ফলে মঞ্চশব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আলোচ্য শব্দটির মুখ্যার্থ গ্রহণ করলে বক্তার বিবক্ষিত অর্থের যে প্রতিষেধ হয়, তা উপচারচ্ছল নামে পরিচিত।

বাক্ ও উপচার এই দুই ছলেই প্রযুক্ত এক শব্দের থেকে অন্য শব্দের কল্পনাহেতু কেউ কেউ এই দুটি ছলকে অভিন্ন বলে মনে করে ছলের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু বাক্‌ছলের অর্থান্তর কল্পনা এবং উপচারচ্ছলের অর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ সমান বা অভিন্ন নয়, বরং ভিন্ন। 'নবকম্বলোঽয়ং মাণবকঃ' – এখানে কম্বলরূপ বস্তুর বা অর্থের সত্তাকে প্রতিষেধ করা হয় না, বরং সেই কম্বলের নবসংখ্যাত্বরূপ ধর্মের প্রতিষেধ হয়।কিন্তু 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' – এই উপচারচ্ছলে মঞ্চের চীৎকাররূপ অর্থটিই প্রতিষিদ্ধ হয়। ফলে উপচারচ্ছলে ধর্মীর প্রতিষেধ হয়, ধর্মের নয়। আবার, উপচারচ্ছলে লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্যার্থের প্রতিষেধ হয়, কিন্তু বাক্‌চ্ছলে মুখ্য অর্থেই শব্দের প্রয়োগ হয়। ফলে বাক্‌ছল ও উপচারচ্ছল এক নয় বলে ছলের ত্রৈবিধ্যই যুক্তিসঙ্গত।

৩৩। 'ধর্মবিকল্প-নির্দেশেঽর্থ-সদ্ভাব–প্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ' – ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ১৪

১৫। জাতি ঃ

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রতিষেধকে মহর্ষি গৌতম জাতি বলে উল্লেখ করেছেন 'সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।[৩৪] বাদীকর্তৃক হেতু প্রযুক্ত হলে পরে প্রতিবাদীর যে প্রসঙ্গ জন্মায়, তাকেই জাতি বলে। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন – 'প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জাতিঃ।'[৩৫] 'জায়মানোঽর্থো জাতিঃ' – এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যযুক্ত হেতুর প্রতিকূলভাবে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ জন্মায়, তাকেই জাতি বলে অর্থাৎ সাধ্যসাধনাত্মক হেতুটি যদি সাধর্ম্যপ্রযুক্ত হয়, তাহলে প্রতিবাদীর বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হেতুর প্রত্যবস্থান এবং বিপরীতক্রমে বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হেতুর সম্বন্ধে প্রতিবাদীর সাধর্ম্যপ্রযুক্ত হেতুর প্রত্যবস্থান জাতিরূপে অভিহিত।

১৬। নিগ্রহস্থান ঃ

বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান বলা হয়।[৩৬] বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বিপরীত বা কুৎসীত প্রতিপত্তি এবং আরম্ভবিষয়ে অনারম্ভ হল অপ্রতিপত্তি। বিপরীত প্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি ন্যায়ে বা বিবাদবিষয়ে পরাজয় লাভ করে। তাই পরাজয়প্রাপ্তিকেই নিগ্রহস্থান বলা হয় – 'নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ'[৩৭] ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গৌতম বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানের উল্লেখ করেছেন, যথা –

(i) প্রতিজ্ঞাহানি, (ii) প্রতিজ্ঞান্তর, (iii) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, (iv) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, (v) হেত্বন্তর, (vi) অর্থান্তর, (vii) নিরর্থক, (viii) অবিজ্ঞাতার্থ, (ix) অপার্থক, (x) অপ্রাপ্তকাল, (xi) ন্যূন, (xii) অধিক, (xiii) পুনরুক্ত, (xiv) অননুভাষণ, (xv) অজ্ঞান, (xvi) অপ্রতিভা, (xvii) বিক্ষেপ, (xviii) মতানুজ্ঞা, (xix) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, (xx) নিরনুযোজ্যানুযোগ, (xxi) অপসিদ্ধান্ত,

---

৩৪। ন্যা. সূ. – ১ / ২ / ১৮
৩৫। বা. ভা., ন্যা., দ. সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬১
৩৬। 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্ ' – ন্যা. সূ – ১ / ২ / ১৯
৩৭। বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪

(xxii) হেত্বাভাস।[৩৮] এর মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা ও পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ এই ছয়টি হল অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান এবং অবশিষ্ট প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থানরূপে গণ্য হয়। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে হেত্বাভাসকে উল্লেখ করে আবার নিগ্রহস্থানের অন্যতমরূপে হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছেন। কারণ বাদে হেত্বাভাস নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন হলেও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন হয় না। তাই হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।[৩৯]

উপরি উক্ত ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই অপবর্গ লাভ হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাক্রমে মোক্ষের কারণ হয়। আত্মার অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, নিত্যানিত্যাদি নানা বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান থেকে মানুষের মনে রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। এরূপ মিথ্যাজ্ঞানবশত অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মায়। এই রাগ ও দ্বেষ আবার অসত্যাদি আরও দোষের জন্ম দেয় । এই দোষের বশবর্তী হয়ে মানুষ কায়িক, বাচিক ও মানসিক নানা শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই শুভাশুভ কর্মের প্রবৃত্তি ধর্মাধর্মের নিমিত্ত হয় বলে প্রবৃত্তিসাধনরূপে শুভাশুভ প্রবৃত্তিকে ধর্মাধর্মরূপে নির্দেশ করা হয়। এই ধর্মাধর্মই জীবের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জন্মের কারণ এবং জন্মের দ্বারাই জীব বধ, পীড়া, তাপ ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখে জর্জরিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে তজ্জন্য রাগদ্বেষাদি দোষের অপায় হয় এবং দোষের অপসারণে দোষজন্য শুভাশুভ কর্মে জীবের প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। ফলে প্রবৃত্তির নিরোধে তদনুযায়ী উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টাদি জন্মও নিরুদ্ধ হয় এবং জন্মের নিবৃত্তিতে জাত জীবকে পীড়া, তাপাদি দুঃখ ভোগ করতে হয় না। ফলে দুঃখের আত্যন্তিক অভাবে (দুঃখ একেবারেই নিঃশেষ হলে) অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

৩৮। ন্যা. সূ. – ৫/২/১

৩৯। 'নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্দিষ্টা হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয়া ভবিষ্যন্তীতি। জল্পবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানীতি।' – বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১মখণ্ড, পৃ.৫৭

বৈশেষিকসম্মত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

ষড়্বিধ আস্তিক দর্শনসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈশেষিক দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন বলে খ্যাত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শন অত্যন্ত প্রাচীনরূপে বলে পরিজ্ঞাত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিলের নাম পাওয়া যায় – "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ।"[৪১] আবার কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অন্তর্গতরূপে সাংখ্যের উল্লেখ করেছেন – "সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী'[৪২]। ফলে সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্ব সুপ্রসিদ্ধ। সেই সাংখ্যদর্শনে ষট্পদার্থবাদীরূপে বৈশেষিকদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় – 'ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ'। [৪৩] ফলতঃ বৈশেষিক দর্শন যে সাংখ্যদর্শনের পূর্ববর্তী এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মহর্ষি কণাদকে বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা বলা হয়। মহর্ষি কণাদের সময়কাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও মোটামুটি ভাবে বুদ্ধজন্মের ৮০০ থেকে ৪০০ বছর পূর্বকে মহর্ষি কণাদের সময়কালরূপে অনুমান করা হয়। মহর্ষি কণাদের নাম প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তিনি দিনের বেলায় নির্জন অরণ্যস্থিত গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন বলে আহারান্বেষণের সময় পেতেন না । ফলে তিনি রাত্রিবেলা আহারান্বেষণে বেরতেন এবং জমিতে পড়ে থাকা ধানের অবশিষ্ট মঞ্জুরী চয়ন করে তার মাধ্যমেই ক্ষুধার নিবৃত্তি করতেন। তাই তিনি কণাদ নামে প্রসিদ্ধ। আবার তিনি রাত্রিবেলায় উলূক বা পেচকের ন্যায় ভ্রমণ করতেন বলে তাঁর অপর নাম উলূক। এছাড়াও মহর্ষি কণাদ কণভক্ষ, কণভুক্, কাশ্যপ ইত্যাদি নামেও খ্যাত। *প্রশস্ত– পাদভাষ্যে* ভাষ্যকার মহর্ষি কণাদকে কাশ্যপ বলে অভিহিত করেছেন বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ'।[৪৪] আবার অনেকে মনে করেন মহাদেব পেঁচাররূপ ধারণপূর্বক মহর্ষি কণাদকে পদার্থতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছিলেন বলে বৈশেষিক দর্শন ঔলূক্যদর্শন নামে খ্যাত। বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীনতম নিদর্শন

৪১। শ্বে. উ. – ৫/২

৪২। অর্থ., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪

৪৩। সাং. সূ. – ১/২৫

৪৪। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৩২

হল মহর্ষি কণাদের সূত্রাবলী। এই সূত্রাবলী ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার ২টি করে আহ্নিকে বিভক্ত। ফলে সর্বসাকুল্যে ২০টি আহ্নিকে বিভক্ত মোট ৩৮০টি বৈশেষিক সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কণাদের এই সূত্রসমূহের উপর রচিত *রাবণভাষ্য* ও *বৃত্তি* টীকার নাম পাওয়া গেলেও বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থ দুটি লুপ্ত। ফলে কণাদের সূত্রগুলির উপর প্রাচীন ভাষ্য বলতে প্রশস্তপাদাচার্যের *পদার্থধর্মসংগ্রহ* নামক গ্রন্থটিই পাওয়া যায়। এছাড়া শঙ্কর মিশ্রের *উপস্কার* টীকায় কণাদের প্রত্যেকটি সূত্রের ব্যাখ্যাত্মক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। *প্রশস্তপাদভাষ্যকে* কেন্দ্র করে বহু টীকা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। যেমন শ্রীধরভট্টের *ন্যায়কন্দলী,* উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী,* পদ্মনাভ মিশ্রের *সেতু* ইত্যাদি। তাছাড়া কণাদের সূত্রগুলিকে উপজীব্য করে জয়নারায়ণ রচিত *কণাদবিবৃতি* নামক একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বৈশেষিক দর্শন অবলম্বনে জগদীশ তর্কালঙ্কারের *তর্কামৃত,* রঘুনাথ শিরোমণির *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এছাড়াও ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলীকে অবলম্বন করে রচিত শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী,* বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের *ভাষাপরিচ্ছেদ,* কেশব মিশ্রের *তর্কভাষা,* অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহ* – ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সমুচ্চয় দেখে বোঝা যায় যে ন্যায়দর্শনের পাশাপাশি বৈশেষিকদর্শনও সমান মর্যাদায় সমাদৃত ও সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

বৈশেষিকদর্শনের আদিগ্রন্থ কণাদের সূত্রগুলিতে নিঃশ্রেয়সের কারণরূপে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ থাকলেও অভাবপদার্থ যে তাদের স্বীকৃত ছিল, তা পরবর্তীকালীন *সপ্তপদার্থী, ভাষাপরিচ্ছেদ, তর্কসংগ্রহ* – প্রভৃতি গ্রন্থে সপ্তমপদার্থরূপে অভাবের পদার্থত্ব স্বীকারের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। বৈশেষিক স্বীকৃত দ্রব্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল ঃ

১। দ্রব্য ঃ

গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় হল দ্রব্য। শুধু তাই নয় গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি দ্রব্যেই উৎপন্ন হয় বলে দ্রব্যকে সমবায়িকারণরূপেও নির্দেশ করা হয়। কারণ সমবায়িকারণের লক্ষণে বলা

হয়েছে – 'যৎ সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্'[৪৫] অর্থাৎ যাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থেকে কার্যটি উৎপন্ন হয়, তাকেই সমবায়িকারণ বলে। ফলে গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে বিদ্যমান থেকে কার্য উৎপন্ন করে বলে দ্রব্যকে কার্যদ্রব্যের সমবায়িকারণরূপে পরিগণিত করা হয়। তাই মহর্ষি কণাদ গুণবত্ত্ব, ও সমবায়িকারণত্বকে দ্রব্যলক্ষণরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৪৬] অনেকে বলেন যে গুণবত্ত্ব দ্রব্যের লক্ষণ হতে পারে না, যেহেতু উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণ থাকে না। এর উত্তরে বলা যায় যে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণের অভাব থাকলেও তা গুণের অত্যন্তাভাব নয়। কারণ উৎপত্তির পরক্ষণেই দ্রব্যে গুণের উৎপত্তি হয়। ফলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যটি ভাবী গুণের আশ্রয়স্বরূপ হওয়ায় দ্রব্যের গুণবত্ত্ব লক্ষণটি যুক্তিসঙ্গত। এরূপ দ্রব্যের সামান্যলক্ষণরূপ দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্বকেও স্বীকার করা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যই দ্রব্যত্বরূপ অপরজাতিবিশিষ্ট।[৪৭]

বৈশেষিক দর্শনে মোট নয় প্রকার দ্রব্য স্বীকার করা হয়। এই দ্রব্যগুলি হল – পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। এদের মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটিতে গন্ধাদি পাঁচটি বিশেষগুণরূপে অবস্থান করে। এর মধ্যে আকাশ ব্যতীত পৃথিব্যাদি চারটি আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুগুলি নিত্য এবং দ্ব্যণুক থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যাবয়বী পর্যন্ত সমস্তই অনিত্য বলে বিবেচিত। আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা ও মন – এই পাঁচটি দ্রব্য নিত্য বলে বিবেচিত। যেহেতু এরা উৎপত্তি ও বিনাশরহিত। এর মধ্যে আবার আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা সর্বমূর্তদ্রব্যসংযোগিত্বহেতু বিভুরূপে পরিগণিত। শব্দ, পরত্বাপরত্ব, বুদ্ধি ইত্যাদি গুণের দ্বারা আকাশাদি পাঁচটির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। প্রসঙ্গত আকাশাদি চারটি দ্রব্য ব্যতীত অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি মূর্তদ্রব্য বলে পরিচিত। মূর্তদ্রব্য বলতে পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বকে বোঝায়। তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় মূর্তত্বের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'মূর্তত্বং

৪৫। তর্ক., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ৩০২

৪৬। 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্' – বৈ. সূ. – ১/১/১৫

৪৭। দ্রব্যং তু দ্রব্যত্বসামান্যযোগি গুণবৎ সমাবায়িকারণং চেতি' – সপ্ত., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ.২৪০

পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বং ক্রিয়াবত্ত্বং বা।'[৪৮] ফলে পৃথিবী প্রভৃতি চারটি এবং মন পরিচ্ছিন্নপরিমাণবিশিষ্ট বলে মূর্তদ্রব্য বলে পরিগণিত। আত্মাকে বৈশেষিক দর্শনে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেদান্তাদি দর্শনে কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব দ্যোতিত হলেও বেশেষিকদর্শনে পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। এর মধ্যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এক ও নিত্যরূপে বিবেচিত। 'নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্বম্ ঈশ্বরত্বম্'[৪৯] অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানের অধিকরণ হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে সমস্ত কিছুর নিমিত্তকারণরূপে ধরা হয়। অপরদিকে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন হওয়ায় সংখ্যায় বহুরূপে পরিগণিত। সুখাদি উপলব্ধির সাধনরূপে যে ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা হয় তা হল মন।[৫০] মন অন্তঃকরণরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের প্রত্যয় হয়। কিন্তু সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতির উপলব্ধি বাহ্য পাঁচপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। ফলে সুখাদির উপলব্ধির জন্য অন্তরিন্দ্রিয়রূপে মনকে স্বীকার করা হয়। প্রত্যেক জীবাত্মায় এক একটি পৃথক্ মন স্বীকার করা হয়। কারণ প্রত্যেক জীবের একই ক্ষণে সমান উপলব্ধি হয় না। ফলে মন সংখ্যায় অনন্ত। আবার মনের অণুত্বও স্বীকার করা হয়। কারণ আত্মমনঃসংযোগের ফলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বৈশেষিক দর্শনে আত্মা বিভুদ্রব্যরূপে পরিগণিত। ফলে মনও যদি বিভু হত, তাহলে আত্মা ও মনের সংযোগটি নিত্য হয়ে যেত। ফলে সর্বদাই জ্ঞানোৎপত্তির প্রসঙ্গ দেখা দিত। কিন্তু সর্বদা আত্মমনের সংযোগ থাকে না বলেই জীবের সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। কারণ মন যখন পুরীতদ্ নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সুষুপ্তি হয় এবং যখন পুরীতদ্ নাড়ী নিঃসৃত হয়, তখন জ্ঞানোৎপত্তি হয়। মন অণু না হলে এরূপ সম্ভব হত না। ফলে বৈশেষিক মতে মন নিত্য, অণু ও অনন্ত দ্রব্যরূপে পরিগণিত।

৪৮। তর্ক. দী., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ১৬৪

৪৯। তদেব, পৃ. ১৭৪

৫০। 'সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ' – তদেব, পৃ. ১৯৫

২। গুণ ঃ

বৈশেষিক সম্মত গুণ হল দ্রব্যাশ্রয়ী নির্গুণ পদার্থ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ্য ইতি গুণলক্ষণম্ '।[৫১] অর্থাৎ যা সংযোগ ও বিভাগের নিরপেক্ষকারণ নয়, তাই গুণরূপে পরিগণিত। গুণে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না, তাই গুণ নিষ্ক্রিয়। গুণে গুণ বা ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না বলে গুণ দ্রব্যের ন্যায় সমবায়িকারণ নয়। তাই সমবায়িকারণরহিতত্বকেও গুণের লক্ষণ বলা হয়। অবশেষে গুণমাত্রই গুণত্বজাতিবিশিষ্ট বলে গুণত্বজাতিমত্ত্বকেও গুণলক্ষণরূপে নিরূপণ করা হয়। বৈশেষিক দর্শনে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকার করা হয়। যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্বাপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখেচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্মাধর্ম ও শব্দ।এর মধ্যে কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ রূপ নামে অভিহিত। এইরূপ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্রভেদে সপ্তবিধ। পৃথিবী, জল ও তেজে রূপ নামক গুণ বিদ্যমান। রসনাগ্রাহ্য গুণ রস মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত ভেদে ষড়্বিধ। রস পৃথিবী ও জলে বিদ্যমান। ঘ্রাণগ্রাহ্য গুণবিশেষ গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দ্বিবিধ এবং কেবল পৃথিব্যাশ্রয়ী। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শরূপ গুণ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীতভেদে ত্রিবিধ, যার মধ্যে জলে শীত, তেজে উষ্ণ এবং পৃথিবী ও বায়ুতে অনুষ্ণাশীতরূপ স্পর্শ অনুভূত হয়। পৃথিবীস্থিত এই রূপাদি চারটির তেজঃসংযোগের ফলে পূর্বরূপ বিনষ্ট হয়ে রূপান্তর ঘটে বলে পার্থিব রূপাদি গুণচতুষ্টয় পাকজ এবং অনিত্যরূপে পরিগণিত। কিন্তু পৃথিবীভিন্ন অন্যত্র অপাকজ এবং নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপেই পরিগণিত। একত্বাদি ব্যবহারের হেতু সংখ্যা নবদ্রব্যেই বিদ্যমান এবং একত্ব বিশিষ্ট সংখ্যা নিত্য ও অনিত্য উভয় এবং দ্বিত্বাদি বিশিষ্ট সংখ্যা কেবল অনিত্য বলে বিবেচিত। মানব্যবহারের অসাধারণকারণ পরিমাণ অনু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে চতুর্বিধ এবং নবদ্রব্যবৃত্তি। পৃথক্ত্বরূপ গুণটিও নব দ্রব্যে বিদ্যমান। সংযুক্তব্যবহারের হেতুরূপ গুণটি সংযোগ নামে এবং সংযোগনাশক গুণটি বিভাগ নামে খ্যাত। জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, দূর, নিকট ইত্যাদি

৫১। বৈ. সূ. – ১/১/১৬

ব্যবহারের অসাধারণকারণ হল পরত্বাপরত্ব। এটি পৃথিব্যাদি চারটিতে থাকে এবং দিক্‌কৃত ও কালকৃত ভেদে দ্বিবিধ।

আদি পতন ও স্যন্দনের অসমবায়িকারণরূপে যে দুটি গুণ বিবেচিত হয়, তা হল গুরুত্ব ও দ্রব্যত্ব। এর মধ্যে গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জলে ও নৈমিত্তিক দ্রবত্ব পৃথিবী ও তেজে বিদ্যমান। চূর্ণাদির পিণ্ডীভাব হেতু হল স্নেহ, যা কেবল জলে বিদ্যমান। শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণ শব্দ আকাশের বিশেষগুণরূপে পরিচিত। বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণরূপে পরিচিত। এই বুদ্ধি বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে বৈশেষিক সম্মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান নামক প্রমাণদ্বয় বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অনুকূলবেদনীয়ত্ব সুখরূপে; প্রতিকূলবেদনীয়ত্ব দুঃখরূপে; কামনা, বাসনা ইত্যাদি ইচ্ছারূপে; অমর্ষ, মন্যু, ক্রোধ ইত্যাদি দ্বেষরূপে; স্বর্গ, মোক্ষ ইত্যাদির হেতু ধর্মরূপে এবং ধর্মবিপরীত পাপাদির হেতু অধর্মরূপে পরিচিত। বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। তার মধ্যে পৃথিব্যাদি চারটিতে বেগ, ভাবনা আত্মাতে এবং অন্যথাকৃতের পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু স্থিতিস্থাপক পৃথিবীতে বিদ্যমান। এরূপে চব্বিশটি গুণ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে।

৩। কর্ম ঃ

বৈশেষিকসম্মত তৃতীয় পদার্থ হল কর্ম। দ্রব্যাশ্রয়ী, নির্গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণকে কর্ম বলা হয়। কর্ম সর্বদা দ্রব্যকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কণাদ কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্'।[৫২] অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রয়ী গুণরহিত এবং সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ যে পদার্থ তাই কর্মরূপে অভিহিত। এই কর্ম উৎপেক্ষণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনভেদে পঞ্চবিধ।[৫৩] *প্রশস্তপাদ–ভাষ্যে* আলোচ্য পঞ্চবিধ কর্মের সাধর্ম্যরূপে এবদ্রব্যবত্ত্ব, ক্ষণিকত্ব মূর্তদ্রব্যবৃত্তিত্ব ইত্যাদি নির্দেশ করে আলোচ্য ধর্মগুলিকে কর্মের সামান্যলক্ষণরূপে নিরূপণ করা

৫২। বৈ. সূ. – ১/১/১৭

৫৩। 'উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি' – বৈ. সূ. – ১/১/৭

হয়েছে। পঞ্চবিধ কর্মের মধ্যে উৎক্ষেপণ হল ঊর্ধ্বদেশের সাথে সংযোগের হেতু। অধোদেশসংযোগহেতু হল অপক্ষেপণ। ঋজুদ্রব্যের কুটিলতাপ্রাপক কর্ম হল আকুঞ্চন। কুটিল দ্রব্যের ঋজুতাপ্রাপক কর্ম হল প্রসারণ। উৎক্ষেপণাদি থেকে ভিন্ন ভ্রমণ, পতন, রেচন প্রভৃতি সমস্ত কর্মই গমন পদবাচ্য।

৪। সামান্য ঃ

একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান যে সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পরভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে অনুগতাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই সাধারণ ধর্মবাচক পদার্থটি সামান্যরূপে অভিহিত। বৈশেষিক দর্শনে জাতি অর্থেই সামান্য পদার্থটি স্বীকৃত। বৌদ্ধদর্শনে কিন্তু এই জাতি স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপ অপোহজ্ঞানের দ্বারাই অনুগতপ্রতীতি হয় অর্থাৎ ঘটভিন্ন অন্য সমস্ত কিছু থেকে যা ভিন্ন, তাই ঘট পদবাচ্য। বৈশেষিক দর্শনে বৌদ্ধদের এই অপোহবাদকে খণ্ডন করে সামান্য বা জাতিকে অনুগতাকার জ্ঞানের হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ঘটে বিদ্যমান ঘটত্বরূপ সামান্যের দ্বারাই 'এটি ঘট' এরূপ জ্ঞান হয়। এই সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্।'[৫৪] অর্থাৎ বুদ্ধ্যপেক্ষ পদার্থ সামান্য নামে পরিচিত। সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। *প্রশস্তপাদভাষ্যে* স্ববিষয়সর্বগতত্ব, অভিন্নত্মকত্ব, অনেকবৃত্তিত্ব, অনুগমপ্রত্যয়কারিত্ব ইত্যাদিরূপে সামান্যের সাধর্ম্যনিরূপণপূর্বক সামান্যের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ সামান্য স্বীকার করা হয়। এর মধ্যে পরসামান্য সত্তা নামে অভিহিত। মহর্ষি কণাদ 'ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব'[৫৫] এই সূত্রর মাধ্যমে শুধুই অনুবৃত্তিজ্ঞানের হেতুরূপে সত্তা নামক পরসামান্যের উল্লেখ করেছেন। আবার 'দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ'[৫৬] এই সূত্র একদিকে যেমন পৃথিব্যাদিতে বিদ্যমান অনুগতাকার ধর্মরূপে দ্রব্যত্বাদির পরিচয় দেয়, তেমনি গুণত্বাদি থেকে

৫৪। বৈ, সূ. – ১ / ২ / ৩
৫৫। বৈ, সূ. – ১ / ২ / ৪
৫৬। বৈ, সূ. – ১ / ২ / ৫

দ্রব্যত্বাদির ভিন্নত্বও প্রতিপাদন করে। ফলে দ্রব্যত্বাদি জাতি অনুগতাকার জ্ঞানের সাথে ব্যাবৃত্তিজ্ঞানেরও কারণ হওয়ায় অপরসামান্য শুধুই সামান্য নয়, বরং বিশেষও বটে।

আবার অনেক ধর্মই অনেক ক্ষেত্রে সামান্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন পাচকত্ব, লেখকত্ব ইত্যাদি। এরা উপাধিরূপে গণ্য। উদয়নাচার্য্য তাঁর *কিরণাবলী* গ্রন্থে তুল্যত্বাদি ছয় প্রকার বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যারা জাতির জ্ঞানে বাধা সৃষ্ট করে বলে জাতিবাধকরূপে পরিগণিত।[৫৭] ফলে নির্বাধক সামান্যই বৈশেষিক দর্শনে জাতি বলে স্বীকৃত এবং এই সামান্য পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ।

৫। বিশেষ ঃ

বৈশেষিক দর্শনে ব্যবৃত্তিজ্ঞানের হেতুকে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অপর সামান্যেরও বিশেষরূপ গৌণব্যবহার পরিলক্ষিত হয় বলে আলোচ্য ব্যাবৃত্তিজ্ঞানহেতুক বিশেষ পদার্থকে বৈশেষিকদর্শনে অন্ত্যব্যাবর্তকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ যেহেতু ব্যবৃত্তিজ্ঞানেরই হেতুরূপে গণ্য হয়। তাই তা অপর সামান্য থেকে ভিন্ন। কেননা অপর সামান্য অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি উভয় জ্ঞানেরই জনক হয়। অন্ত্যব্যাবর্তক বিশেষ নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। তাই বৈশেষিকসূত্রে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'অন্যত্রান্তেভ্যো বিশেষেভ্যঃ' [৫৮] পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা ও মন নিত্য বলে পরিগণিত । ফলে নিত্যদ্রব্যবৃত্তি অন্ত্যব্যাবর্তক পদার্থ বিশেষ নামে অভিহিত। এই বিশেষ যেহেতু অন্ত্যব্যাবর্তক, তাই তা স্বতোব্যাবৃত্তিজ্ঞানের হেতুরূপেও পরিগণিত। এই বিশেষ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু যোগিগণের ক্ষেত্রে বৈশেষিকদর্শনে বিশেষের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

৫৭। "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽনবস্থিতিঃ।রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।" – কিরণা, সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পৃ. ১৬১

৫৮। বৈ. সূ. – ১ / ২ / ৬

৬। সমবায় ঃ

বৈশেষিকসম্মত ষট্ পদার্থের মধ্যে অন্তিম পদার্থরূপে সমবায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমবায় নিরূপণ প্রসঙ্গে বৈশেষিকসূত্রে বলা হয়েছে – 'ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ' [৫৯] অর্থাৎ কার্যকারণের মধ্যে 'এটি এই স্থলে বিদ্যমান' – এই প্রকার জ্ঞান যা থেকে হয়, তাকে সমবায় বলে। সমবায় নিত্য সম্বন্ধরূপে স্বীকৃত হওয়ায় তা সম্বন্ধাদি অনিত্য সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন বলে পরিগণিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকেই সমবায় বলা হয়। কেশবমিশ্র তর্কভাষাতে অযুতসিদ্ধের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"তাবেবাযুতসিদ্ধৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যয়োর্দ্বয়োঃ।
অনশ্যদেকমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে।" [৬০]

অর্থাৎ যে দুটি বস্তুর মধ্যে একটি অবিনশ্যৎ অবস্থায় (যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ) অপরটিকে আশ্রয় করে থাকে, সেই দুটি বস্তু পরস্পর অযুতসিদ্ধ বলে গণ্য হয়। অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান, জাতি-ব্যক্তি ও নিত্যদ্রব্য-বিশেষ এই পাঁচটি পদার্থযুগল অযুতসিদ্ধরূপে পরিগণিত। সুতরাং আলোচ্য পাঁচটি পদার্থযুগলের সম্বন্ধ সমবায়রূপে প্রসিদ্ধ। সমবায় অতীন্দ্রিয় হওয়ায় এর সিদ্ধিও অনুমানের দ্বারাই হয়ে থাকে।

বৈশেষিক সম্মত আলোচ্য ছয়টি পদার্থ ভাবপদার্থরূপে স্বীকৃত। মহর্ষি কণাদ পদার্থের উদ্দেশসূত্রে অভাবের উল্লেখ না করলেও 'ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ',[৬১] 'সদসৎ'[৬২] অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থান্তরম্',[৬৩] 'সচ্চাসৎ'[৬৪] ও 'যচ্চান্যদসদতস্ত দসৎ'[৬৫] এই সূত্রগুলির মাধ্যমে প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবের

৫৯। বৈ. সূ. - ৭ / ২ / ২৬
৬০। ত. ভা., সম্পা. গঙ্গাধর কর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩
৬১। বৈ. সূ. - ৯ / ১ / ১
৬২। বৈ. সূ - ৯ / ১ / ২
৬৩। বৈ. সূ. -৯ / ১ / ৩
৬৪। বৈ. সূ. - ৯ / ১ / ৪
৬৫। বৈ. সূ. - ৯ / ১ / ৫

স্বরূপ উল্লেখ করায় অভাবও যে মহর্ষি কণাদের সম্মত ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ফলত অভাব সহ ৭টি পদার্থই বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে।

নব্যন্যায়ে আবার ন্যায় সম্মত ষোড়শ পদার্থের বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্রব্যের এবং অনুমানাদি প্রমাণত্রয় গুণের অন্তর্গত। আবার আত্মাদি ১২টি প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্রব্যের; বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ফল, দুঃখ, দোষ, অর্থ ও প্রেত্যভাব গুণের এবং দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ অপবর্গ অভাবের অন্তর্গত। এছাড়াও সংশয় গুণের মধ্যে; প্রয়োজন গুণ ও অভাবের মধ্যে; দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান গুণের অন্তর্ভুক্তরূপে পরিগণিত। তাই অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন – 'সর্বেষামপি পদার্থানাং যথাযথমুক্তেষ্বর্ন্তাবাৎ সপ্তৈব পদার্থা ইতি সিদ্ধম্।'[৬৬] সুতরাং এইরূপে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাম্যবশত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্রীয়রূপে পরিগণিত।

৬৬। তর্ক., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী , পৃ. ৬০৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
বৈশেষিক দর্শনে প্রশস্তপাদাচার্য ও তাঁর ভাষ্যের অবদান

ষড়্বিধ আস্তিক দর্শনের অন্যতম বৈশেষিক দর্শন অতি সুপ্রাচীনরূপে পরিগণিত। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রাবলী অবলম্বনে রচিত *প্রশস্তপাদভাষ্য* বৈশেষিক সূত্রসমূহের প্রাচীন ভাষ্যরূপে প্রসিদ্ধ। *প্রশস্তপাদভাষ্যের* পূর্বেও *রাবণভাষ্য* ও *ভারদ্বাজবৃত্তি* নামক আরও দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, যেখানে কণাদের সূত্রগুলির ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা প্রদর্শিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য দুটি গ্রন্থই লুপ্ত। প্রশস্তপাদাচার্যের সময়কাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও উদ্যোতকারের *ন্যায়বার্ত্তিকে* প্রশস্তপাদের উল্লেখ, শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে তাঁর মতের খণ্ডন, বৌধায়নসূত্রে তাঁর নামোল্লেখ প্রভৃতি থেকে প্রশস্ত পাদাচার্যকে খ্রীষ্টজন্মের পূর্ববর্তী বলে অনুমান করা যেতে পারে। প্রশস্তপাদাচার্য প্রশস্তদেব, প্রশস্তকর, প্রশস্তমতি, প্রশস্ত ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ। *পদার্থধর্মসংগ্রহ* নামক গ্রন্থটি কারও কারও মতে ভাষ্যলক্ষণাক্রান্ত নয়, কারণ এতে কণাদের প্রতিটি সূত্রের ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু *পদার্থধর্মসংগ্রহ* বা *প্রশস্তপাদভাষ্যে* সমস্ত বৈশেষিকসূত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত না হলেও কিছু কিছু বৈশেষিক সূত্রের তাৎপর্য প্রদর্শিত হওয়ায় তা ভাষ্যরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। পরবর্তীকালে *প্রশস্তপাদভাষ্যকে* অবলম্বন করে বহু টীকা, বিবৃতি ইত্যাদি রচিত হয়েছে। যেমন *প্রশস্তপাদভাষ্যের* উপর উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী,* শ্রীধরভট্টের *ন্যায়কন্দলী,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতী,* ব্যোম শিবাচার্যের *ব্যোমবতী,* শঙ্করমিশ্রের *কণাদরহস্য* ইত্যাদি। আবার আলোচ্য টীকাগুলিকে উপজীব্য করে আরও অনেক টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি উপলব্ধ হয়। *প্রশস্তপাদভাষ্যকে* উপজীব্য করে রচিত এই সমস্ত টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি ভাষ্যটির গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

ভাষ্যের শুরুতেই ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করেছেন যেখানে তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম নিবেদনপূর্বক মহর্ষি কণাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেছেন। শুধু তাই নয় মঙ্গলাচরণে তিনি আলোচ্য ভাষ্যটিকে মহোদয় বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ এই গ্রন্থ থেকে পদার্থের সম্যক্ জ্ঞানের উৎপত্তিতে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিবশত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ

মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। ভাষ্যটিকে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিতে মূলত দুইটি প্রকরণে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হল উদ্দেশপ্রকরণ ও অপরটি হল সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণ। এর মধ্যে উদ্দেশপ্রকরণে পদার্থসমূহের নামোল্লেখপূর্বক তাদের ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে এবং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণে পদার্থসমূহের সমান ধর্ম ও ব্যাবর্তক ধর্মের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষা নিরূপিত হয়েছে।

❖ উদ্দেশপ্রকরণ ঃ

উদ্দেশপ্রকরণের প্রারম্ভেই *প্রশস্তপাদভাষ্যে* দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরের চোদনাভিব্যক্ত ধর্মের সহকারীরূপে নিঃশ্রেয়সের প্রতি হেতু হওয়ায় ভাষ্যকার নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে নিঃশ্রেয়সের মুখ্যকারণ এবং তত্ত্বজ্ঞানকে সহকারিকারণরূপে উল্লেখ করেছেন।

পদার্থের উদ্দেশ সাধনের পর ভাষ্যে পৃথিবী, অপ্ , তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টি দ্রব্যের উদ্দেশ সাধিত হয়েছে। সেখানে পৃথিবী প্রভৃতি হল তাদের বিশেষ সংজ্ঞা এবং দ্রব্য হল পৃথিব্যাদির সামান্য সংজ্ঞা।

অনুরূপভাবে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলির রূপাদি হল বিশেষ সংজ্ঞা এবং গুণ হল এদের সামান্য সংজ্ঞা। গুণের উদ্দেশসূত্রে ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষি কণাদের কণ্ঠোক্ত সতেরোটি গুণের[১] উল্লেখ করে তারপর 'চ' শব্দের দ্বারা অবশিষ্ট সাতটি গুণেরও উল্লেখ করেছেন–'গুণাশ্চ রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্ববুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চেতি কণ্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ। চশব্দ সমুচিতাশ্চ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টাশব্দাঃ সপ্তৈবেত্যেবং চতুর্বিংশতির্গুণাঃ'।[২]

কর্মের উদ্দেশ প্রসঙ্গে ভাষ্যে উৎক্ষেপণাদি পাঁচটি কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতিকে গমনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১। 'রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ' – বৈ. সূ. ১/১/৬

২। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ১ম ভাগ, পৃ. ১১১

পর ও অপর ভেদে অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণরূপ সামান্য দ্বিবিধ। এর মধ্যে সত্তারূপ পর সামান্য অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের কারণ হওয়ায় শুধুই সামান্যরূপে এবং দ্রব্যত্বাদি অপর সামান্য অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি উভয়েরই কারণ হওয়ায় সামান্য ও বিশেষরূপে পরিগণিত।

নিত্যদ্রব্যবৃত্তি বিশেষ পদার্থটি পদার্থসমূহের অন্ত্যব্যাবর্তকরূপে পরিগণিত।

সমবায়ের উদ্দেশ প্রসঙ্গে ভাষ্যে বলা হয়েছে যে অযুতসিদ্ধ ও আধার্যাধারভূত পদার্থদ্বয়ের ইহপ্রত্যয়হেতু যে সম্বন্ধ তাই সমবায়রূপে প্রসিদ্ধ।

এরূপে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের উদ্দেশ সাধনের পর ভাষ্যকার তাদের ধর্মগুলির উল্লেখ করেছেন। যেহেতু ধর্মী ব্যতীত ধর্মের উল্লেখ সম্ভব নয় তাই প্রথমে দ্রব্যাদি ধর্মীর উল্লেখের পর তাদের ধর্মসকল নিরূপিত হয়েছে।

❖ সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণ ঃ

দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্যরূপে অস্তিত্বাদির উল্লেখের পর নিত্যদ্রব্য ব্যতিরেকে সকল পদার্থের সাধর্ম্যরূপে আশ্রিতত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। সমবায় ছাড়া অপর পাঁচটি পদার্থের অনেকত্বরূপ সাধর্ম্য, গুণাদি পাঁচটির নির্গুণত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ সাধর্ম্য, দ্রব্যাদি তিনটির সত্তাসম্বন্ধত্ব সামান্যবিশেষবত্ত্ব ইত্যাদি সাধর্ম্য ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব, সমবায়ত্ব, স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব, গুণবত্ত্ব ইত্যাদি সাধর্ম্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। এরপর ভাষ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের অনেকত্ব ও অপরজাতিমত্ত্বরূপ সাধর্ম্য, পৃথিব্যাদি চারটি ও মনের ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি, আকাশাদি চারটি দ্রব্যের সর্বগতত্বাদিরূপ সাধর্ম্য, পৃথিব্যাদি পাঁচটি দ্রব্যের ভূতত্বাদি সাধর্ম্য ইত্যাদি ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে নয়টি দ্রব্যের সাধর্ম্য নিরূপণের পর বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে ভাষ্যে পৃথিবী, জল, প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ ও তাদের ভেদ নিরূপিত হয়েছে।

বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে গন্ধবতী পৃথিবীতে রূপাদি ১৪টি গুণ সমবেত। এর মধ্যে শুক্লাদি সাতটি রূপ, মধুরাদি ছয়টি রস, দ্বিবিধ গন্ধ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীতে উপলব্ধ হয়। এই চারটিই পৃথিবীতে পাকজ অর্থাৎ তেজঃসংযোগে

পরিবর্তনশীল। নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ পৃথিবীর মধ্যে অনিত্য পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে যে তিন প্রকার, তার মধ্যে পার্থিব শরীর পুনরায় যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দ্বিবিধ। পার্থিব ইন্দ্রিয়রূপে ঘ্রাণ ও পার্থিব বিষয়রূপে মৃৎপাষাণাদি প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর ন্যায় জল, তেজ ও বায়ুও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ এবং এদের অনিত্য রূপটি শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে ত্রিবিধ। জল প্রভৃতি তিনটির শরীর কেবল অযোনিজই এবং তা যথাক্রমে বরুণলোক, আদিত্যলোক এবং বায়ুলোকে অবস্থান করে। জলাদি তিনটির ইন্দ্রিয় যথাক্রমে রসনা, চক্ষু ও ত্বক্ এবং বিষয়গুলি যথাক্রমে নদী, ভৌমাদি তেজ, স্থূলবায়ু প্রভৃতি। ভাষ্যে জলকে রূপ, রস, স্পর্শ, দ্রবত্ব ইত্যাদি ১৪টি গুণযুক্তরূপে, তেজকে রূপাদি ১১টি গুণযুক্তরূপে ও বায়ুকে স্পর্শাদি ৯টি গুণযুক্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে জলে অভাস্বর শুক্ল ও তেজে ভাস্বর শুক্ল রূপ, জলে মধুর রস ও শীতস্পর্শ, তেজে উষ্ণস্পর্শ এবং বায়ুতে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ স্বীকৃত।

পৃথিব্যাদি চারটি দ্রব্যের স্বরূপ বর্ণনার পর ভাষ্যে এই ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রম বর্ণিত হয়েছে।

ভূতচতুষ্টয়ের পর আকাশাদি তিনটি দ্রব্যের অপরজাতির অভাবে আকাশত্বাদিরূপে নিরূপণ অসম্ভব হওয়ায় আকাশ, দিক্ ও কালকে ভাষ্যে পারিভাষিক শব্দরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে শব্দকে আকাশের বিশেষ গুণরূপে উল্লেখ করে গুণবত্ত্বহেতু আকাশের দ্রব্যত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। কালনিরূপণ প্রসঙ্গে ভাষ্যে যৌগপদ্যাদি জ্ঞানের হেতুরূপে কালকে নির্দেশ করে সেই জ্ঞানের আশ্রয়রূপে কালের দ্রব্যত্ব, উৎপত্তিবিনাশজনকত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও কালস্থিত সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগরূপ পাঁচটি সাধারণ গুণের পরিচয় ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। দিক্‌নিরূপণ প্রসঙ্গে পূর্বাদি জ্ঞানের হেতুরূপে দশটি দিকের পরিচয় ভাষ্যে পাওয়া যায়। আত্মত্বাভিসম্বন্ধযুক্ত আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ভাষ্যে বলা হয়েছে যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের কর্তারূপে আত্মার উপলব্ধি হয়। শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়রূপ

করণজন্য জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ। বুদ্ধ্যাদি ১৪টি গুণকে আত্মগুণরূপে চিহ্নিত করা হয়। ভাষ্যে মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের সিদ্ধির জন্য দুটি হেতু প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমত কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেহেতু স্মৃতির উৎপত্তি সম্ভবপর এবং দ্বিতীয়ত সুখাদির জ্ঞান যেহেতু বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেহেতু মনের অন্তঃকরণত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। মনে সংখ্যাদি আটটি গুণ উপলব্ধ হয় এবং প্রত্যেক শরীরে একটি করে মন স্বীকার করায় মন সংখ্যায় বহু।

পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের স্বরূপ নিরূপণের পর ভাষ্যে গুণসমূহের গুণত্বাভিধেয়ত্বাদি সাধর্ম্য নিরূপণপূর্বক বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে রূপাদি চব্বিশটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে। চক্ষুগ্রাহ্য গুণ রূপ নামে অভিহিত। রূপ পৃথিবী, জল ও তেজে আশ্রিত। রসনাগ্রাহ্য রস নামক গুণটি পৃথিবী ও জলে আশ্রিত। ঘ্রাণগ্রাহ্য গন্ধ কেবল পৃথিব্যাশ্রয়ীরূপে পরিগণিত। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শনামক গুণবিশেষ পৃথিব্যাদি চারটিতে আশ্রিত। রূপাদি চারটি গুণের মধ্যে রূপ শুক্লাদি ভেদে সাতপ্রকার, রস মধুরাদি ভেদে ছয় প্রকার, গন্ধ সুরভ্যসুরভি ভেদে দুই প্রকার ও স্পর্শ শীতাদি ভেদে তিন প্রকার। এই চতুর্বিধ গুণ পৃথিবীতে পাকজ বলে অনিত্যরূপে এবং পৃথিবীভিন্ন অন্যত্র নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপেই পরিগণিত। সংখ্যা নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপেই পরিগণিত। অনু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে চতুর্বিধ পরিমাণও নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকার। অপোদ্ধাররূপ ব্যবহারের কারণকে পৃথক্ত্বরূপে উল্লেখ করে ভাষ্যে একপৃথক্ত্ব ও অনেকপৃথক্ত্বরূপে দ্বিবিধ পৃথক্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বিভক্ত দুটি পদার্থের প্রাপ্তিরূপ সংযোগ কর্মজ, উভয়কর্মজ এবং সংযোগজ ভেদে ত্রিবিধ এবং সংযুক্ত দুটি পদার্থের অপ্রাপ্তিরূপ বা বিচ্ছেদরূপ বিভাগ কর্মজ, উভয়কর্মজ ও বিভাগজ ভেদে ত্রিবিধ। দিক্‌কৃত ও কালকৃত ভেদে পরত্বাপরত্বরূপ গুণ দুটি দ্বিবিধ। জ্ঞানপর্যায়বাচী বুদ্ধিকে ভাষ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দুইভাগে ভাগ করে বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক প্রভৃতি চারটি ভাগে এবং অবিদ্যাকেও সংশয়, বিপর্যয় প্রভৃতি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অনুগ্রহলক্ষণরূপে বর্ণিত সুখ অনুকূলজ্ঞানের এবং উপঘাতলক্ষণরূপ দুঃখ প্রতিকূলজ্ঞানের জনকরূপে ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে। অপ্রাপ্তের প্রার্থনা ইচ্ছারূপে, প্রজ্জ্বলনাত্মক গুণ দ্বেষরূপে এবং হিতপ্রাপ্তি বা অহিতপরিহারের নিমিত্ত প্রবৃত্তি প্রযত্নরূপে পরিগণিত। পৃথিবী ও জলবৃত্তি পতনের কারণস্বরূপ

অতীন্দ্রিয় গুণ গুরুত্বরূপে এবং স্যন্দনক্রিয়ার কারণস্বরূপ জলবৃত্তি গুণ দ্রবত্বরূপে পরিগণিত। এর মধ্যে দ্রবত্ব সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। জলবৃত্তি চূর্ণাদির পিণ্ডীভাবহেতু গুণটি স্নেহরূপে পরিগণিত। বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে পৃথিব্যাদি চারটি ও মনে বেগাখ্য সংস্কার, আত্মাতে ভাবনাখ্য সংস্কার ও পৃথিব্যাদি স্পর্শবান্ দ্রব্যে স্থিতিস্থাপক নামক সংস্কারটি বিদ্যমান। প্রিয়হিত মোক্ষহেতুরূপে উল্লিখিত গুণটি ধর্ম এবং অহিতপ্রত্যবায়হেতুরূপে উল্লিখিত গুণটি অধর্মরূপে পরিগণিত। প্রসঙ্গত ধর্মাধর্মের কারণে জীব সংসারে আবদ্ধ হয় এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের মাধ্যমে জীবের এই সংসার থেকে মুক্তিলাভ হয়। শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ আকাশের বিশেষ গুণরূপে উল্লিখিত। ক্ষণিক শব্দকে ভাষ্যে বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক ভেদে দ্বিবিধ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

গুণ নিরূপণের পর ভাষ্যে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যের ভিত্তিতে কর্মের নিরূপণ পরিলক্ষিত হয়। উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচটি কর্মের কর্মত্বাভিধেয়ত্ব, একদ্রব্যবত্ত্ব, ক্ষণিকত্ব, অগুণবত্ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য নিরূপণের পর ভাষ্যে আলোচ্য পাঁচটি কর্মকেই প্রযত্নপূর্বক সৎপ্রত্যয়কর্ম এবং অপ্রযত্নপূর্বক অসৎপ্রত্যয় কর্ম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

উদ্দেশপ্রকরণে ভাষ্যকার অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের হেতুরূপে সামান্যের উল্লেখপূর্বক যে পর ও অপর ভেদে সামান্যের দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন করেছেন সেই সামান্যদ্বয়ের সাধর্ম্যরূপে ভাষ্যকার স্ববিষয়সর্বগতত্ব, অভিন্নাত্মকত্ব, অনেকবৃত্তিত্ব ইত্যাদি নিরূপণের পর বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে পর ও অপর এই দ্বিবিধ সামান্যের স্বরূপ প্রদর্শন করেছেন।

অন্ত্যব্যাবর্তকরূপে পরিগণিত বিশেষের স্বরূপ প্রসঙ্গে ভাষ্যে বলা হয়েছে যে পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নিত্য দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটিতে পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ পদার্থ থাকে, যা তার সজাতীয় ও বিজাতীয় সকল পদার্থ থেকে নিজের আশ্রয়কে পৃথক্ করে দেয়। ফলত ব্যাবৃত্ত্যাত্মক বুদ্ধির হেতুরূপে বিশেষ উল্লিখিত। বিশেষ অতীন্দ্রিয় পদার্থ হওয়ায় বিশেষের

অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সূচিত হলেও এই বিশেষ যোগীদের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে থাকে। প্রত্যেক পরমাণুতে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার না করে যদি পরমাণুকেই স্বতোব্যাবৃত্তিহেতুরূপে স্বীকার করা হয় তাহলে ক্ষতি কি ? এর উত্তরে বলা যায় যে পরমাণুতে তাদাত্ম্য থাকায় তা স্বতোব্যাবৃত্তিজ্ঞানের হেতু হতে পারবে না। কারণ ভিন্নস্বরূপবিশিষ্ট পদার্থই পদার্থান্তরের ব্যাবর্তকরূপে গণ্য হয়। পরমাণুত্ব ধর্মটি নিজে অব্যাবৃত্ত হওয়ায় একটি পরমাণু থেকে অপর পরমাণুর পৃথকীকরণের জন্য পরমানুতে স্থিত অপর এক ব্যাবর্তক পদার্থ স্বীকার করতে হবে যার সম্বন্ধবশত পরমাণুগুলি পরস্পর পৃথক্ বলে গণ্য হতে পারবে। পরমাণুতে স্থিত পরমাণুর অতাদাত্ম্যক এই ব্যাবর্তক পদার্থটি বিশেষ নামে পরিগণিত। বিশেষের ব্যাবৃত্তির জন্য অপর কোন ব্যাবর্তকের প্রয়োজন হয় না বলে বিশেষকে স্বতোব্যাবর্তক বলা হয়।

প্রশস্তপাদভাষ্যের উদ্দেশপ্রকরণে আধার্যাধারভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের ইহপ্রত্যয়হেতু যে সম্বন্ধকে সমবায়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে পরীক্ষাপ্রকরণে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যের ভিত্তিতে সেই সমবায়েরই স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম সামান্যের আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ। সমবায়ে কিন্তু সামান্য স্বীকারে অসম্বন্ধ দোষ হয় বলে সমবায়ে সামান্য অনুপস্থিত। আবার অনুবৃত্তিজ্ঞানের হেতু সামান্য ও ব্যাবৃত্তিজ্ঞানের হেতু বিশেষ থেকে সমবায়রূপ সম্বন্ধ পৃথক্ বলে গণ্য হওয়ায় সমবায় দ্রব্যাদি পাঁচটি পদার্থ থেকে ভিন্নরূপে পরিগণিত। দ্রব্যাদিতে সত্তারূপ সামান্যের একাকার জ্ঞানটি সর্বত্র একইভাবে প্রতীত হওয়ায় ভেদে প্রমাণের অভাববশত সত্তাসামান্যটি যেমন একরূপে পরিগণিত, তেমনি ইহপ্রত্যয়ের জ্ঞানটিও সর্বত্র একরূপে প্রতীত হওয়ায় ভেদের অভাববশত সমবায়েরও একত্ব স্বীকার করা হয়। সমবায়ের কোন কারণ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না বলে সমাবায়কে নিত্যরূপে স্বীকার করা হয়। এরূপ নিত্য এক সমবায় সম্বন্ধীতে তাদাত্ম্য বা স্বরূপ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। সমবায় অতীন্দ্রিয় বলে অনুমানের দ্বারা তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

এরূপে ষট্পদার্থের স্বরূপ আলোচনার পর প্রশস্তপাদাচার্য মহর্ষি কণাদকে প্রণামপূর্বক ভাষ্যটি সমাপ্ত করেছেন –

"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ ।।"[৩]

প্রশস্তপাদভাষ্যে একদিকে যেমন বৈশেষিক সূত্রস্থিত বিষয়ের বিশ্লেষণে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়েছে, তেমনি অপরদিকে ভাষ্যে এমন বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বৈশেষিক সূত্রে অনুপস্থিত বা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। যেমন ঈশ্বরবাদ, দ্বিত্বের উৎপত্তি, পাকজের স্বরূপ, বিভাগজ বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে বৈশেষিক সূত্রে সেরূপ বর্ণনা প্রদত্ত না হলেও প্রশস্তপাদভাষ্যে আলোচ্য বিষয়গুলির বিস্তৃত বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। ফলে পরবর্তীকালে বৈশেষিকদর্শনাবলম্বনে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি প্রশস্তপাদভাষ্যকে উপজীব্য করেই দ্বিত্বাদি বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছে। ফলে ভাষ্যে সূত্রাতিরিক্ত বিষয়ের সংযোজনে বৈশেষিক সম্মত পদার্থগুলি আরও স্পষ্ট ও সুদৃঢ় রূপ ধারণ করেছে। এই কারণেই পরবর্তীকালে বহু টীকাকার প্রশস্তপাদভাষ্যকে অবলম্বন করে টীকা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বলা বাহুল্য মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রাবলীকে উপজীব্য করে যত না টীকা রচিত হয়েছে, তার থেকে অনেকবেশি সংখ্যক টীকা প্রশস্তপাদভাষ্যাবলম্বনে রচিত। ফলে বৈশেষিক দর্শনে প্রশস্তপাদভাষ্যের অবদান অতুলনীয় ।

৩। প্রশস্ত. অন্তিম মঙ্গলাচরণ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
শিবাদিত্য ও তাঁর রচিত *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণ

মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিকসূত্রাবলীকে অবলম্বন করে রচিত শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থটিতে সম্মিলিতভাবে ন্যায় এবং বৈশেষিক মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। *সপ্তপদার্থী* মূলত বৈশেষিক মতাদর্শকে অবলম্বন করেলেও অভাবের উল্লেখ, পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ-উপনয়-নিগমনরূপ পঞ্চাবয়ববাক্যের প্রয়োগ, সব্যভিচার, কালাত্যয়াপদিষ্টাদি হেত্বাভাসের উল্লেখ ইত্যাদির উপস্থাপনের মাধ্যমে ন্যায়মতাদর্শ-ও আলোচ্য গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে। *সপ্তপদার্থী* ছাড়াও শিবাদিত্যের নামে প্রসিদ্ধ *হেতুখণ্ডন, লক্ষণমালা, উপাধিবার্ত্তিক ও অর্থাপত্তিবার্ত্তিক* – এই চারটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে *হেতুখণ্ডনের* মধ্যেই *উপাধিবার্ত্তিক* ও *অর্থাপত্তিবার্ত্তিক* নামক গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। *লক্ষণমালা* নামক গ্রন্থটি লুপ্তপ্রায় বলা যায়। পূর্বোক্ত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে শিবাদিত্যকৃত *সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

শিবাদিত্যের জন্মস্থান বা সময়কাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ন্যায় ও বৈশেষিক মতধারার সম্মিলিত চর্চার পীঠস্থানরূপে মিথিলা নগরীকে জানা যায় বলে মিথিলাকেই শিবাদিত্যের জন্মস্থানরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। *সপ্তপদার্থী*-তে *কিরণাবলীসম্মত* নির্বাধক সামান্যের উল্লেখ দেখে শিবাদিত্যকে উদয়নাচার্যের পরবর্তীকালীন বলে মনে করা হয়। আবার *সপ্তপদার্থীর* উপর রচিত প্রসিদ্ধ চারটি টীকা পাওয়া যায়। সেগুলি হল মাধবসরস্বতীকৃত *মিতভাষিণী* (খ্রীঃ ষোড়শ শতক), শেষান্তের *পদার্থচন্দ্রিকা* (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতক), বলভদ্রের *সন্দর্ভ* (খ্রীঃ সপ্তদশ শতক), ও জিনবর্ধন সূরির *জিনবর্দ্ধনী* (খ্রীঃ সপ্তদশ)। সুতরাং শিবাদিত্যকে মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টিয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের সমসাময়িক বলে অনুমান করা যেতে পারে।

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে এই গ্রন্থে সাতটি পদার্থ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব আলোচিত হয়েছে। *সপ্তপদার্থীতে* সর্বসাকুল্যে মোট ১৬৩টি সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলিকে প্রধানত দুটি প্রকরণে ভাগ করা হয়েছে। একটি

হল উদ্দেশপ্রকরণ (১ – ৫৫ নং সূত্র) এবং অপরটি হল লক্ষণপ্রকরণ (৫৬–১৫৭ নং সূত্র)। গ্রন্থে পরীক্ষাপ্রকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রদর্শিত হয়নি, কারণ শিবাদিত্যের মতে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থসমূহের উল্লেখ থেকেই পদার্থগুলির পরীক্ষা সাধিত হয়। ফলত গ্রন্থের সিংহভাগ অংশই লক্ষণপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত ।

❖ উদ্দেশপ্রকরণ ঃ

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা – শাস্ত্রের এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন।[১] তার মধ্যে নামোচ্চারণপূর্বক পদার্থের উল্লেখ উদ্দেশ নামে পরিগণিত। *সপ্তপদার্থীতে* প্রথমেই শিবাদিত্য পদার্থসমূহের উদ্দেশ প্রসঙ্গে দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের উল্লেখ করেছেন।[২] এরপর পদার্থের উদ্দেশসূত্রে যে ক্রমে পদার্থগুলির উদ্দেশ করা হয়েছে, সেই ক্রমেই একে একে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির ভেদগুলিরও উদ্দেশ প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে দ্রব্যকে তিনি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ , আত্মা ও মন ভেদে নয় প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। গুণের উদ্দেশসূত্রে রূপাদি ২৪টি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার কর্মের ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। শিবাদিত্য সামান্যের উদ্দেশসূত্রে পর, অপর ও পরাপর ভেদে তিনপ্রকার সামান্যের উল্লেখ করেছেন। নিত্যদ্রব্যবৃত্তি বিশেষ সংখ্যায় অনন্ত বলে পরিগণিত। সমাবায়ের উদ্দেশ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সমবায়কে এক বলে উল্লেখ করেছেন। অভাবের উদ্দেশ প্রসঙ্গে *সপ্তপদার্থীতে* প্রাগভাবাদি চতুর্বিধ অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পদার্থসমূহের ভেদরূপে দ্রব্যাদির উদ্দেশ সাধনের পর *সপ্তপদার্থীতে* পৃথিব্যাদি ভেদে দ্রব্যের নয় প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। তার মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এরা নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। অনিত্য পৃথিব্যাদি পুনরায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। অনিত্য পৃথিবী, জল ইত্যাদি চারটির শরীর হল যথাক্রমে মনুষ্যাদির শরীর,

---

১। "ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি" – ন্যা. দ., সম্পা. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

২। 'তে চ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সমান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাখ্যঃ সপ্তৈব।' – সপ্ত., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ.৩৪

বরুণলোকস্থিত শরীর, আদিত্যলোকস্থিত শরীর ও মরুৎলোকস্থিত শরীর। অনুরূপভাবে অনিত্য পৃথিব্যাদির বিষয়গুলি হল ঘটাদি, নদী-সমুদ্রাদি, ভৌমাদি তেজ, স্থূলবায়ু ইত্যাদি। ঘটাকাশাদি ভেদে আকাশ অনন্ত। অপরদিকে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ভেদে কাল ত্রিবিধ এবং ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, যাম্যা, ইত্যাদি ভেদে দিক্ একাদশবিধ। দিকের উদ্দেশসূত্রে রৌদ্রী নামক যে অতিরিক্ত দিকের পরিচয় পাওয়া যায় সেটি মূলত অন্তরিক্ষ প্রদেশকে সূচিত করে – 'রৌদ্রী অন্তরিক্ষ প্রদেশঃ'।[৩] প্রসঙ্গত আকাশাদি তিনটি বস্তুত এক হলেও উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভেদে আত্মা যে দ্বিবিধ তার মধ্যে পরমাত্মা এক ও জীবাত্মা অনন্ত। এই আকাশাদি পাঁচটি নিত্য এবং পৃথিব্যাদি চারটি নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই পরিগণিত।

পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ সাধনের পর *সপ্তপদার্থীতে* ২৪টি গুণ বিষয়ক উদ্দেশসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে রূপ সিত, লোহিত, পীত ইত্যাদি ভেদে এবং রস মধুর, তিক্ত, কটু ইত্যাদি ভেদে ৭ প্রকার। চিত্র নামক সপ্তম রসের অবতারণা সপ্তপদার্থীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত। গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দ্বিবিধ এবং স্পর্শ শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত ভেদে ত্রিবিধ। এইরূপে গ্রন্থে একত্বাদি ত্রিবিধ সংখ্যা, অন্বাদি বিবিধ পরিমাণ, কর্মজাদি প্রভৃতি ভেদে দ্বিবিধ সংযোগ ও বিভাগ, দিক্কৃত ও কলকৃত ভেদে দ্বিবিধ পরত্বাপরত্বরূপ গুণগুলি উদ্দিষ্ট হয়েছে। বুদ্ধি এখানে স্মৃতি ও অনুভব ভেদে যে দ্বিবিধ, তার মধ্যে অনুভব পুনরায় প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দুই প্রকার। তার মধ্যে অপ্রমা সংশয় ও বিপর্যয় এবং প্রমা প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি ভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার ঈশ্বর, ঘ্রাণ, রসনা প্রভৃতি ভেদে ৭ প্রকার এবং অনুমিতি লিঙ্গের ত্রৈবিধ্য বশত কেবলান্বয়ী ইত্যাদি ভেদে ত্রিবিধ হওয়ায় অনুমান প্রমাণও তিনপ্রকার। কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী ভেদে ত্রিবিধ অনুমান পুনরায় স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুই প্রকার।

পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উপনয় প্রভৃতি অঙ্গরূপে বিবেচিত। এর মধ্যে হেতুবাক্যের

৩। মিত. টী. , তদেব , পৃ. ৯৬

পক্ষধর্মত্ব, সপক্ষধর্মত্ব ইত্যাদি পাঁচটি অঙ্গের মধ্য কোন একটি বা দুটির ব্যাঘাতে অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক, অনধ্যবসিত, কালাত্যয়াপদিষ্ট ও প্রকরণসম নামক ছয় প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তর্ক ও স্বপ্নকে যথাক্রমে সংশয় ও বিপর্যয়ের এবং ঊহ ও অনধ্যবসায়কে সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে *সপ্তপদার্থীতে* উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, প্রত্যভিজ্ঞা, হান, উপাদান ও উপেক্ষাবুদ্ধি যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্যের বিচারে কখনও প্রমা কখনও বা অপ্রমারূপে বিবেচিত হয়। সুখ সাংসারিক ও স্বর্গভেদে দ্বিবিধ । এরূপ দুঃখও দ্বিবিধ। সাধ্যবিষয় ও সাধনবিষয় ভেদে ইচ্ছা ও দ্বেষ দুই প্রকার। প্রযত্ন বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীনবিষয় ভেদে ত্রিবিধ। গুরুত্বকে সমাহাররূপ ও একাবয়ববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। দ্রবত্ব ও স্নেহ সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দুই প্রকার। সংস্কার নামক গুণটি বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে ত্রিবিধ। প্রবর্তক ও নিবর্তক ভেদে ধর্ম এবং ফলাবসান ও নমস্কারাদিনাশ্য ভেদে অধর্ম দ্বিধাবিভক্ত। শব্দও এরূপে বর্ণাত্মক ও অবর্ণাত্মক ভেদে দুই প্রকার। এরূপে ২৪টি গুণের ভেদ প্রদর্শনের পর তাদের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে–'তত্র গন্ধ–সংযোগ-বিভাগ - পরত্বাপরত্ব – সুখ – দুঃখ – দ্বেষ – সংস্কার – ধর্মাধর্ম – শব্দা অনিত্যৈকরূপাঃ,অন্যে তু নিত্যানিত্যরূপাঃ।'[৪] এছাড়াও পূর্বোক্ত সংযোগ থেকে আরম্ভ করে শব্দ পর্যন্ত গুণগুলি অব্যাপক এবং বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি গুণ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ই। অবশিষ্ট রূপ প্রভৃতি ১২টি গুণ স্বাশ্রয়ব্যাপকত্বহেতুক ব্যাপক।

উৎক্ষেপনাদি পাঁচটি কর্মও আবার বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীন ভেদে তিনপ্রকার।সামান্য আবার জাতি ও উপাধি ভেদে যে দ্বিবিধ তার মধ্যে সত্তা প্রভৃতি জাতিরূপে ও পাচকত্বাদি উপাধিরূপে গণ্য।

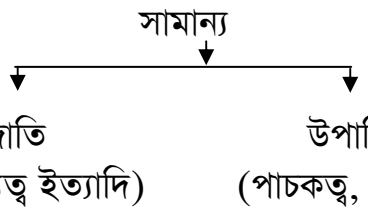

৪। সপ্ত. সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮৫

অভাবকে যে প্রাগভাব প্রভৃতি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি প্রতিযোগী ভেদে অনন্ত।

এরূপে ৭টি পদার্থের ভেদ প্রদর্শনের পর শিবাদিত্য মধ্যত্ব, অন্ধকার প্রভৃতিকে অভাবের মধ্যে, শক্তিকে দ্রব্যাদির স্বরূপরূপে, বৈশিষ্ট্যকে বিশেষণবিশেষ্যভাব সম্বন্ধরূপে, জ্ঞাততাকে জ্ঞানবিষয়ক সম্বন্ধরূপে, সাদৃশ্যকে উপাধিরূপ সামান্যরূপে উল্লেখ করে তাদের অতিরিক্ত পদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। এছাড়াও নিত্যদ্রব্যের কারণত্ব ও অনিত্যদ্রব্যের কার্যত্ব ও কারণত্ব উল্লেখপূর্বক শিবাদিত্য সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে ত্রিবিধ কারণের উল্লেখ করেছেন। এইরূপে বর্ণিত পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়সের হেতু। অনারোপিত স্বরূপকে গ্রন্থকার তত্ত্ব বলেছেন এবং সেই তত্ত্বের জ্ঞানকেই অনুভবরূপে উল্লেখ করেছেন। অনুভবাত্মক জ্ঞানটি আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার ভেদে চর্তুবিধ। অনুভবাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় এবং সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে নিঃশ্রেয়স উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গত শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভেদে ২১ প্রকার দুঃখের উল্লেখ *সপ্তপদার্থীর* উদ্দেশপ্রকরণের শেষে পাওয়া যায়।

❖ লক্ষণপ্রকরণ ঃ

লক্ষণপ্রকরণের শুরুতেই শিবাদিত্য কেবলব্যতিরেকী হেতুকে লক্ষণরূপে নির্দেশ করে একে একে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। সপ্ত পদার্থের লক্ষণ প্রদর্শনের পর পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্যের লক্ষণ প্রদর্শিত হয়েছে। এরূপে পদার্থের উদ্দেশসূত্রে যে ক্রমে পদার্থগুলি উদ্দিষ্ট হয়েছে সেই ক্রমানুসারেই দ্রব্যভেদের পর গুণের বিভাগ, কর্মের বিভাগ, সামান্যের বিভাগ ও অভাবের বিভাগগুলির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিশেষ অনন্ত ও সমবায় একত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট হওয়ায় তাদের বিভাগ বিষয়ক কোন লক্ষণ প্রদর্শিত হয়নি। এরূপে *সপ্তপদার্থীতে* দ্রব্যাদি পদার্থের

বিভাগগুলির লক্ষণ প্রদর্শনের পর নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, পরমাণু, অবয়ব, অন্ত্যাবয়বী, কার্য, শরীর, শরীরবিষয়ক ভোগাদি, ইন্দ্রিয়, বিষয় প্রভৃতির লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত চতুর্বিধ তৈজস বিষয়ের (ভৌমাদি) লক্ষণও নিরূপিত হয়েছে। এরপর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশরূপ ত্রিবিধ কালের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নিরূপণের পর ক্ষেত্রজ আত্মার লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক তার প্রত্যাত্মনিষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়েছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপরত্বরূপ দশটি গুণের আন্তর্ভেদবিষয়ক লক্ষণ *সপ্তপদার্থীতে* পরিলক্ষিত হয়। এরপর শিবাদিত্য বুদ্ধির স্মৃতি ও অনুভবরূপ ভেদদ্বয়ের লক্ষণ নিরূপণপূর্বক প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অনুমিতি, অনুমান, তদ্বিষয়ক ব্যাপ্ত্যাদি জ্ঞান, দ্বিবিধ অনুমানের স্বরূপ, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের স্বরূপ, হেত্বাভাসত্ব, অসিদ্ধাদি ষড়্বিধ হেত্বাভাসের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ প্রভৃতি নিরূপণ করেছেন। প্রমার স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে সংশয় ও বিপর্যয়রূপ অপ্রমারও স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে এবং অপ্রমাবিষয়ক তর্ক, স্বপ্ন, ঊহ, অনধ্যবসায় প্রভৃতিও নিরূপিত হয়েছে। এছাড়াও সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, প্রত্যভিজ্ঞা, হান, উপাদান, উপেক্ষা প্রভৃতির স্বরূপও লক্ষণপ্রকরণে দৃষ্ট হয়। এরপর সুখ, দ্রবত্ব, সংস্কার প্রভৃতি গুণের আন্ত র্ভেদগুলির স্বরূপ প্রদর্শনের পর শিবাদিত্য ব্যাপক ও অব্যাপকের লক্ষণ প্রদর্শন করেছেন। উদ্দেশপ্রকরণে পঞ্চবিধ কর্মের বিহিতাদি ভেদে পুনরায় যে তিন প্রকার ভাগ প্রদর্শিত হয়েছে লক্ষণপ্রকরণে সেই বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীন কর্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়াও জাতি ও উপাধি, অন্ধকার, জ্ঞানবিষয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতির স্বরূপও লক্ষণপ্রকরণে দৃষ্ট হয়। সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণের স্বরূপ প্রদর্শনের পর *সপ্তপদার্থীতে* মূর্তত্ব, অমূর্তত্ব প্রভৃতির লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। এছাড়াও সামগ্রী, উদ্দেশ প্রভৃতির স্বরূপও লক্ষণ প্রকরণে উক্ত হয়েছে। এরপর পৃথিব্যাদি দ্রব্যে বিদ্যমান বিবিধ গুণসমূহের উল্লেখের পর কর্ম, সামান্য, বিশেষ, নিত্যদ্রব্য, অনিত্যদ্রব্য প্রভৃতির সাধর্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর লক্ষণপ্রকরণেই দ্রব্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ বর্ণনার পর উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থসকল থেকেই পদার্থের পরীক্ষা সাধিত হওয়ায় গ্রন্থে পৃথক্ভাবে পরীক্ষাপ্রকরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এরপর *সপ্তপদার্থীতে* বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ, সমানাধিকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে লক্ষণের স্বরূপ প্রদর্শনের পর উপলক্ষণের স্বরূপ প্রসঙ্গে ব্যধিকরণ, অধিকরণ ইত্যাদির স্বরূপও প্রদর্শিত হয়েছে। এরপর শিবাদিত্য

বিভূত্ব, যুতসিদ্ধি, অযুতসিদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ নিরূপণ করে গ্রন্থের অন্তিম সূত্রে শ্রেয়ঃসাধনরূপে শাস্ত্রের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। শাস্ত্রের প্রয়োজন শুধুই তত্ত্বজ্ঞন নয়। বরং সেই তত্ত্বজ্ঞানকে দ্বার করে অপবর্গ বা মোক্ষপ্রাপ্তিই হল শাস্ত্রের প্রকৃত প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। পরিশেষে গ্রন্থের অন্তিম মঙ্গলাচরণে *সপ্তপদার্থী* নামক আলোচ্য গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার পূর্বক গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে –

"সপ্তদ্বীপা ধরা যাবদ্ যাবৎ সপ্ত ধরাধরাঃ।
তাবৎ সপ্তপদার্থীয়মস্তু বস্তুপ্রকাশিনী।।"[৫]

শিবাদিত্যকৃত *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণ করলে দেখা যায় যে বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে ন্যায়মতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শিবাদিত্য ন্যায়-বৈশেষিক ধারার সম্মিলনাত্মক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও গ্রন্থটির উপস্থাপনরীতি, পদার্থের বিন্যাস প্রভৃতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। *সপ্তপদার্থীতে* উপন্যস্ত বৈশেষিকসম্মত পদার্থগুলির বর্ণনা থেকে একদিকে যেমন পদার্থগুলির স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণা আরও স্পষ্ট হয়, তেমনি অপরদিকে একাদশ দিকের উপস্থাপন, চিত্ররূপ সপ্তম রসের স্বীকার প্রভৃতি নতুন তথ্যের সংযোজনে গ্রন্থটির অভিনবত্ব বিষয়ক ধারণাও স্পষ্ট হয়। ফলে শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের মূল্যায়ণে *সপ্তপদার্থী* যে বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন গ্রন্থ, সেবিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

৫। সপ্ত. অন্তিম মঙ্গলাচরণ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

পদার্থতত্ত্বনিরূপণে *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা

প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমিতি ও প্রমাতা এই চারটি ভারতীয় দর্শনের স্তম্ভস্বরূপ। এরমধ্যে প্রমাণ হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণ। প্রমেয় হল যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। প্রমাতা হল যথার্থ জ্ঞানের কর্তা এবং প্রমিতি হল যথার্থ জ্ঞান। ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যে তাই বলা হয়েছে – "তত্র যস্যেপ্সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। স যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং। যোঽর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ং। যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতসৃষ্বেববম্বিধাসু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে"।[১] এই প্রমাণাদি চারটির বিদ্যমানতাতেই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রথমেই প্রমাণ ও প্রমেয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে নিঃশ্রেয়সলাভের কথা বলা হয়েছে। এই ছয়টি পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলে পরিগণিত হওয়ায় এরা মূলত প্রমেয়ই। সপ্তপদার্থীকার শিবাদিত্য তাই পদার্থের উদ্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন প্রমিতির বিষয় বা প্রমেয়ই হল পদার্থ – 'প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ'।[২] মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত *প্রশস্তপাদভাষ্য* উপলব্ধ প্রাচীন ভাষ্যরূপে এবং *সপ্তপদার্থী* নব্যবৈশেষিক মতাবলম্বী গ্রন্থরূপে বিবেচিত হওয়ায় বৈশেষিক দর্শনে আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনে উভয় গ্রন্থের মধ্যে পদার্থতত্ত্ববিষয়ক কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যা আমার গবেষণাসন্দর্ভের এই অধ্যায়টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১। বা. ভা., ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১ – ১২

২। সপ্ত., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৫

পদার্থতত্ত্ববিষয়ে উভয়গ্রন্থের পর্যালোচনাত্মক বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

❖ দ্রব্য ঃ

বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থের মধ্যে প্রথমেই দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্য বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের তুলনাত্মক সমীক্ষণে দ্রব্যবিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য ভেদ পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

ক। পৃথিবী ঃ

১। *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* উভয় গ্রন্থেই গন্ধবতী পৃথিবীকে নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হলেও **প্রশস্তপাদভাষ্যে** অনিত্য পৃথিবীর ত্রিবিধ ভেদের মধ্যে অন্যতম শরীরকে পুনরায় যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় সেখানে যোনিজ অনিত্য শরীরকে জরায়ুজ ও অণ্ডজ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে শুক্র ও শোণিতের সংযোগের ফলে উৎপন্ন শরীর যোনিজ এবং দেবতা প্রভৃতিদের ধর্মবিশেষের সাথে পার্থিব পরমাণু থেকে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে উৎপন্ন শরীর অযোনিজ আখ্যায় অভিহিত – 'শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজং চ। তত্রাযোনিজমনপেক্ষ্য শুক্রশোণিতং দেবর্ষীণাং শরীরং ধর্মবিশেষসহিতেভ্যো'ণুভ্যো জায়তে।'[৩] সেখানে প্রশস্ত-পাদাচার্য জরায়ু থেকে জাত মনুষ্য, মৃগ প্রভৃতিদের শরীরকে জরায়ুজ বলে এবং পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতিদের শরীরকে অণ্ডজ বলে অভিহিত করেছেন। মনুসংহিতাতেও জরায়ুজাদি শরীরের উল্লেখ পাওয়া যায় –

৩। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য , ২য় ভাগ, পৃ. ৫৪

"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ।।
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবং প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ।"[৪]

পক্ষান্তরে ***সপ্তপদার্থীকার*** শিবাদিত্য নিত্য ও অনিত্য ভেদে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে অনিত্য পৃথিবীকে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে কিন্তু তিনি প্রশস্তপাদাচার্যের ন্যায় পার্থিব শরীরকে যোনিজ বা অযোনিজ এই দুইভাগে ভাগ করেননি – "পৃথিবী নিত্যা অনিত্যা চ। পরমাণুলক্ষণা নিত্যা, কার্যলক্ষণা ত্বনিত্যা। সাঽপি শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপা ।" [৫] ফলে ভাষ্যকার প্রদর্শিত যোনিজ শরীরের ভেদরূপে জরায়ুজ ও অণ্ডজ এই দুইটি শরীরেরও উল্লেখ শিবাদিত্য করেননি।

২। আবার ***প্রশস্তপাদাচার্য*** পার্থিব বিষয়কে মৃৎ, পাষাণ ও স্থাবর এই তিনভাগে ভাগ করেছেন – 'বিষয়স্তু দ্ব্যণুকাদিক্রমেণারব্ধস্ত্রিবিধো মৃৎপাষাণস্থাবরলক্ষণঃ।'[৬] শুধু তাই নয় ভাষ্যকার আলোচ্য তিনটি পার্থিব বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণও প্রদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি ইষ্টক প্রভৃতিকে মৃৎপ্রকাররূপে; উপল, মণি, বজ্র প্রভৃতিকে পাষাণপ্রকাররূপে ও তৃণ, ঔষধি, বৃক্ষ, লতা, বনস্পতি প্রভৃতিকে স্থাবরপ্রকাররূপে নিরূপণ করেছেন – 'তত্র ভূপ্রদেশাঃ প্রাকারেষ্টকাদয়ো মৃৎপ্রকারাঃ। পাষাণা উপলমণিবজ্রাদয়ঃ। স্থাবরাস্তৃণৌষধিবৃক্ষলতাবতানবনস্পতয় ইতি।'[৭]

৪। মনু. ১ / ৪৩ – ৪৪
৫। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৪
৬। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৫৪
৭। তদেব

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** পার্থিব বিষয়রূপে ঘটাদির উল্লেখ করলেও মৃৎ, পাষাণাদি ভেদে পার্থিব বিষয়ের ত্রিবিধ ভেদ প্রদর্শন করেননি।

খ। দিক্ ঃ

নব দ্রব্যের অন্যতম দিক্‌নিরূপণ প্রসঙ্গেও *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে, যেগুলি নিম্নে উপস্থাপন করা হল –

১। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** ভাষ্যকার দশ প্রকার দিক্ স্বীকার করেছেন। ভাষ্যকারের মতে দশটি দিক্ হল পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, পূর্বদক্ষিণ, দক্ষিণপশ্চিম, পশ্চিমোত্তর, উত্তরপূর্ব, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ। সেখানে তিনি দশজন দিক্‌পালের নামানুসারে দশটি দিকের মাহেন্দ্রী, বৈশ্বানরী, যাম্যা, নৈর্ঋতী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী, ব্রাহ্মী ও নাগী এরূপ দশ প্রকার সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন – 'তাসামেব দেবতাপরিগ্রহাৎ পুনঃ দশ সংজ্ঞা ভবন্তি, মাহেন্দ্রী বৈশ্বানরী যাম্যা নৈর্ঋতী বারুণী বায়ব্যা কৌবেরী ঐশানী ব্রাহ্মী নাগী চেতি।'[৮]

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** দিকের একাদশ প্রকার ভেদ প্রদর্শন করেছেন – 'দিগ্ ঐন্দ্রী আগ্নেয়ী যাম্যা নৈর্ঋতী বারুণী বায়বী কৌবেরী ঐশানী নাগী ব্রাহ্মী রৌদ্রী চেত্যেকাদশবিধা।'[৯] শিবাদিত্য রৌদ্রী নামক অতিরিক্ত দিক্‌টি স্বীকার করেছেন যা *প্রশস্ত পাদভাষ্যে* উল্লিখিত হয়নি। এই এগারোটি দিকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিনবর্দ্ধনীতে বলা হয়েছে ঐন্দ্রী হল পূর্বদিক্, আগ্নেয়ী হল অগ্নিকোণ সম্বন্ধীয় পূর্বদক্ষিণ কোণ, যাম্যা হল দক্ষিণ দিক্, নৈর্ঋতী হল নৈর্ঋত দেবতাসম্বন্ধীয় দক্ষিণপশ্চিমকোণ, বারুণী হল পশ্চিম দিক্, বায়বী হল পশ্চিমোত্তর অন্তরালবর্তী বায়ুকোণ, কৌবেরী হল উত্তর দিক্, ঐশানী হল পূর্বোত্তর

৮। তদেব, পৃ. ১৪০
৯। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৯৬

অন্তরালবর্তী ঈশান কোণ, নাগী হল অধোভাগ, ব্রাহ্মী হল ঊর্ধ্বভাগ এবং রৌদ্রী হল মধ্যভাগ বা অন্তরীক্ষ প্রদেশ।[১০] *মিতভাষিণীতে* রৌদ্রী নামক দিক্‌টিকে অন্তরীক্ষপ্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে – 'রৌদ্রী অন্তরিক্ষপ্রদেশঃ।'[১১]

এছাড়াও *প্রশস্তপাদভাষ্যে* 'মাহেন্দ্রী' নামক যে পূর্বদিকের উল্লেখ প্রশস্তপাদাচার্য করেছেন, তাকে শিবাদিত্য 'ঐন্দ্রী' রূপে উল্লেখ করেছেন। আবার *প্রশস্তপাদভাষ্যে* ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বাদিরূপে দিকের দশপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করেছেন, তারপর মাহেন্দ্রী প্রভৃতি ভেদে পূর্বাদি দশটি দিকের দশপ্রকার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। কিন্তু শিবাদিত্য উদ্দেশপ্রকরণে দিকের বিভাগ নিরূপণকালে 'ঐন্দ্রী' প্রভৃতি এগারো প্রকার ভেদ প্রদর্শন করলেও পূর্বাদিরূপে দিকের উল্লেখ করেননি। ফলে কোন দিক্‌ ঐন্দ্র্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

আলোচ্য দ্রব্যদ্বয় ব্যতিরেকে অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে সেরূপ কোন বৈসাদৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি বলে তা দ্রব্যবিষয়ক এই পর্যালোচনায় উপস্থাপন করা হয়নি।

১০। "একেনাধিকা দশ। তাবৎ সঙ্খ্যা বিধাঃ প্রকারা যস্যাঃ সা তথা। ইন্দ্রস্যেয়মৈন্দ্রী, ইন্দ্রো দেবতা অস্যা ইতি বা 'ঐন্দ্রী'। সা চ পূর্বা দিগ্‌ লোকব্যবহ্রিয়মাণা গৃহ্যতে। অগ্নেরিয়মগ্নির্দেবতা'স্যামিতি বা 'আগ্নেয়ী'। সা চ অগ্নিকোণকঃ। যমস্যেয়ং 'যাম্যা' দক্ষিণা দিগিতি। নৈর্ঋতো দেবতা'স্যামিতি 'নৈর্ঋতী' দক্ষিণপশ্চিমান্তরালবর্ত্তী নৈর্ঋতকোণক ইতি। বরুণস্যেয়ং বরুণো দেবতা'স্যামিতি 'বারুণী'। সা চ পশ্চিমেতি সঞ্জ্ঞান্তরা । সমাসঃ সর্বত্র পূর্ববদূহ্যঃ। 'বায়ব্যা' তু পশ্চিমোত্তরয়োরন্ত রালবর্তী বায়ব্যকোণঃ 'কৌবেরী' উত্তরা দিগ্‌ । 'ঈশানী' ঈশানকোণকঃ পূর্বোত্তরয়োরন্তরালবর্ত্তী। 'নাগী' অধোভাগঃ। 'ব্রাহ্মী' ঊর্ধ্বা দিগ্‌। 'রৌদ্রী' দশানামপি দিশাং মধ্যমভাগ ইতি।" – জিন.টী., সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৯৬ – ৯৭

১১। মিত. টী., তদেব, পৃ. ৯৬

❖ গুণ ঃ

বৈশেষিক স্বীকৃত ষট্ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থটি হল গুণ। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে চব্বিশ

প্রকার গুণ স্বীকৃত হয়েছে । এই গুণরূপ পদার্থের আলোচনাকালে *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ে চব্বিশটি গুণ স্বীকৃত হলেও গুণগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উভয় গ্রন্থের মধ্যে কিছু ভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল –

ক । রস ঃ

১। বৈশেষিক সম্মত চতুর্বিংশ গুণের মধ্যে দ্বিতীয় গুণরূপে রস প্রসিদ্ধ। রসনা অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ রস নামে অভিহিত। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে***ও রসকে রসনাগ্রাহ্য গুণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে – 'রসো রসনগ্রাহ্যঃ।' [১২] প্রশস্তপাদাচার্য রসকে জীবন, পুষ্টি, বল ও আরোগ্যের হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শরীরের অবয়ব বৃদ্ধি, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতির সামঞ্জস্য রসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** রসকে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে উল্লেখ করলেও রসের ভাষ্যোক্ত কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। তিনি কেবল 'রসত্বজাতিযোগী রসনগ্রাহ্যো গুণো রসঃ' [১৩] এরূপে রসত্বজাতিবিশিষ্ট রসের উল্লেখ সপ্তপদার্থীতে থাকলেও রসের পুষ্টি প্রভৃতির হেতুরূপে কোন কার্যকারিত্ব শিবাদিত্য প্রদর্শন করেননি।

১২। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ১৯৯
১৩। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৮৪

২। এছাড়া রসের সংখ্যা নিরূপণ প্রসঙ্গে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় ভেদে ছয় প্রকার রসের উল্লেখ পাওয়া যায় – 'রসনাসহকারী মধুরাম্ললবণতিক্তকটুকষায়ভেদভিন্নঃ।'[১৪] এখানে ভাষ্যকার 'ষট্' কথাটির উল্লেখ না করলেও পৃথিবীনিরূপণ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার রসের ষড়্বিধত্ব স্বীকার করেছেন – 'রসঃ ষড়্বিধো মধুরাদিঃ।'[১৫] মধুরাদি রসের সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে ভাষ্যে 'ভেদ' এই কথাটির অবতারণার মাধ্যমে অতিরিক্ত রসের স্বীকার করা হয়নি। বরং মধুরতর, মধুরতম ইত্যাদিরূপে উদ্দিষ্ট ছয়টি রসেরই ভেদের কথা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** রসের উদ্দেশ প্রসঙ্গে মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল, লবণ ও চিত্র এই সাতটি রসের উল্লেখ করেছেন – 'রসোঽপি মধুর-তিক্ত-কটু-কষায়াম্ল-লবণ-চিত্রভেদাৎ সপ্তবিধঃ।'[১৬] এখানে শিবাদিত্য ভাষ্যকারসম্মত মধুরাদি ছয়প্রকার রস স্বীকার করেও অতিরিক্ত চিত্র নামক সপ্তম রসটি স্বীকার করেছেন। *সপ্তপদার্থীর* টীকাকার মাধবসরস্বতী তাঁর *মিতভাষিণী* টিকায় বলেছেন শর্করাদিতে মধুর, নিম্ব প্রভৃতিতে তিক্ত, মরিচাদিতে কটু বা ঝাল, আমলকীতে কষা, আম্র প্রভৃতিতে অম্ল রস উপলব্ধ হয়। লবণরূপ রসটি প্রসিদ্ধ বলে *মিতভাষিণীতে* তার আশ্রয়দ্রব্যের উল্লেখ প্রদর্শিত হয়নি।[১৭] এই প্রসিদ্ধ ছয়টি রস

১৪। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ১৯৯

১৫। তদেব, পৃ. ৫৪

১৬। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১২১

১৭। 'মধুরঃ শর্করাদৌ, তিক্তো নিম্বাদৌ, কটুর্মরিচাদৌ, কষায়, আমলক্যাদৌ, অম্ল আম্রাদৌ, লবণঃ প্রসিদ্ধঃ' – মিত. টী., তদেব

স্বীকারের পর শিবাদিত্য চিত্র নামক যে অতিরিক্ত রসটি স্বীকার করেছেন তার ব্যাখ্যায় *মিতভাষিণীতে* বলা হয়েছে – 'ষড়্রসা হরীতকীতি চিত্ররসানুভবমবলম্ব্যাহ চিত্রভেদাদিতি।'[১৮] অর্থাৎ হরীতকীতে প্রসিদ্ধ ছয়টি রসই অনুভূত হয়। তাই হরীতকী ষড়্রসারূপে খ্যাত। হরীতকীতে মধুরাদি ছয়টি রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয় না, বরং মিলিত ভাবে ছয়টি রসের উপলব্ধি হয় বলে শিবাদিত্য মধুরাদি থেকে পৃথক্ চিত্র নামক রসের অবতারণা করেছেন। ছয়টি রস একার্থসমবায়ে হরীতকীতে অবস্থান করে চিত্র রসের উৎপত্তি ঘটায়। তাই সপ্তম রসরূপে চিত্র রসের স্বীকার যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া রূপের ন্যায় রসও ব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ অবয়বীর সমগ্র অংশ ব্যাপিয়ে থাকে। চিত্রপটে যেমন নীলাদি রূপগুলির পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতি না হয়ে সামগ্রিকভাবে বিচিত্ররূপে পটের অনুভূতি হয়, তেমনি হরীতকীতে এক অংশ মধুর ও অপরাংশ তিক্ত ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রসগুলি উপলব্ধ না হয়ে সমগ্র হরীতকীই চিত্ররসবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয় ।

৩। আবার **ভাষ্যে** রসের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার রসকে রসনাসহকারী গুণরূপে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসনাতে রস থাকে বলেই তার দ্বারা রসের গ্রহণ সম্ভব হয়। জিহ্বা ব্যতিরেকে অন্য ইন্দ্রিয়ে রস অনুপস্থিত বলে জিহ্বাভিন্ন অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রসের গ্রহণ সম্ভব হয় না।

কিন্তু রসনাসহকারীরূপে রসের উল্লেখ ***সপ্তপদার্থীতে*** দৃষ্ট হয় না। ফলে এদিক দিয়ে বিচার করলেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে রসবিষয়ক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

১৮। তদেব

খ । বুদ্ধি ঃ

বৈশেষিক দর্শনে ষড়্বিধ পদার্থের অন্যতম গুণ যে চব্বিশ প্রকার, তা ন্যায়দর্শনেও স্বীকৃত হয়েছে। ন্যায়দর্শনে দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে বুদ্ধিকে স্বীকার করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে কিন্তু গুণরূপে বুদ্ধি স্বীকৃত হয়েছে। এই বুদ্ধিনিরূপণ প্রসঙ্গে *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদগুলি পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নে ক্রমানুসারে উপন্যস্ত হল –

১। **প্রশস্তপাদাচার্য** গুণপ্রকরণে গুণসমূহের বৈধর্ম্য আলোচনাকালে বুদ্ধির স্বরূপ ও তার বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানে বুদ্ধিকে প্রশস্তপাদাচার্য বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে অবিদ্যাকে সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন এই চারভাগে এবং বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক, আর্ষ ও স্মৃতি এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন । সুতরাং ভাষ্যকার সম্মত বুদ্ধির বিভাজনটি নিম্নরূপ ঃ

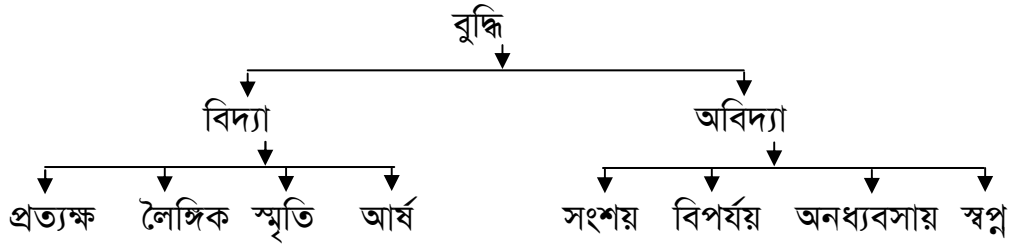

অপরপক্ষে **শিবাদিত্য** কিন্তু বুদ্ধির বিভাজনকালে প্রথমে বুদ্ধিকে স্মৃতি ও অনুভব এই দুই ভাগে ভাগ করার পর অনুভবকে পুনরায় প্রমা ও অপ্রমা এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। এখানে প্রমা যথার্থ জ্ঞান ও অপ্রমা অযাথার্থ জ্ঞানের দ্যোতক। এই প্রমা আবার প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং অপ্রমা সংশয় ও বিপর্যয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। শিবাদিত্য তর্ক,

ঊহ ও অনধ্যবসায়কে সংশয়ের এবং স্বপ্নাদি জ্ঞানকে বিপর্যয়ের অর্ন্তভুক্ত করে অপ্রমার দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন করেছেন। ফলত সপ্তপদার্থীতে প্রদর্শিত বুদ্ধির বিভাজনটি কতকটা নিম্নরূপ –

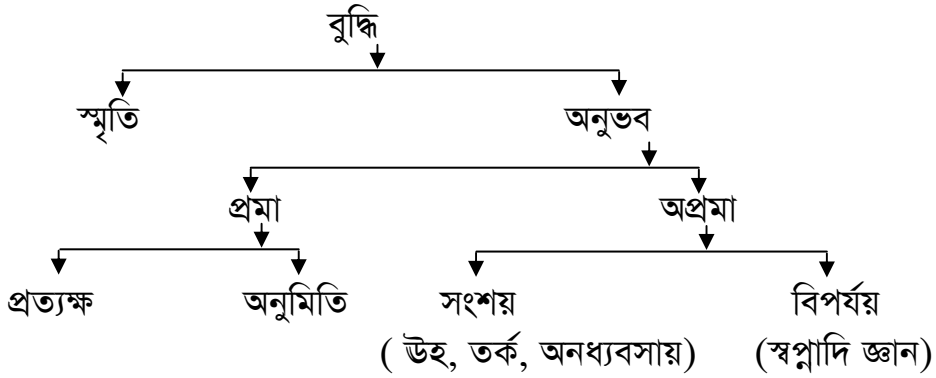

২। প্রত্যক্ষবিষয়ে আলোচনা কালে **প্রশস্তপাদাচার্য** প্রত্যক্ষের করণরূপে ছয়টি ইন্দ্রিয় স্বীকার করেছেন, যথা ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র ও মন। [১৯]

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** সাতটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষকরণত্ব স্বীকারপূর্বক বলেছেন – 'তচ্চেশ্বর-ঘ্রাণ–রসন-চক্ষুঃ-স্পর্শন-শ্রোত্র- মনোলক্ষণম্ ।'[২০] শিবাদিত্য এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বরের অতিরিক্ত প্রত্যক্ষকরণত্ব স্বীকার করেছেন। মিতভাষিণীতে ঈশ্বরের এই প্রত্যক্ষ করণত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষপ্রমার আশ্রয়রূপে ব্যাপ্ত এবং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ প্রমার সাধানরূপে ব্যাপ্ত । তাই ঈশ্বরেরও প্রত্যক্ষপ্রমাকরণত্বরূপে গ্রহণ হয় – 'এবং চ ঈশ্বরে নিত্যা প্রমা সদা বর্ত্ততে ইতি প্রমাঽযোগব্যবচ্ছিন্ন ঈশ্বরোঽপি প্রমাণম্ ।'[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাষ্যে কিন্তু ঈশ্বরের প্রমাকরণত্ব স্বীকৃত হয়নি।

১৯। 'অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্ছোত্রমনাংসি ষট্' – প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৩২২

২০। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৮৭

২১। মিত. টী., তদেব

৩। প্রত্যক্ষবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** সবিকল্পক ও নির্বিকল্পকরূপে প্রত্যক্ষের দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হয়েছে। তার মধ্যে নামজাত্যাদি বৈশিষ্ট্যরহিত প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক আখ্যায় আখ্যাত। ভাষ্যে নব দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল ও তেজের প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যের মহত্ত্ব, অনেকদ্রব্যবত্ত্ব প্রভৃতি বশত আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য পদার্থের সন্নিকর্ষরূপ অসাধারণ কারণ থেকে এবং ধর্মাধর্ম ইত্যাদি সাধারণ কারণ থেকে বস্তুর যে স্বরূপালোচনাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পর বৈশিষ্ট্যাবগাহী বিশিষ্ট যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপে অভিহিত। ভাষ্যে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক উভয় প্রত্যক্ষই যথার্থরূপে স্বীকৃত ।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** প্রত্যক্ষ প্রমাকে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক এই দুই ভাগে ভাগ করলেও তাঁর মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ যেহেতু বিশেষণ বা বিকল্পরহিত, তাই তা শুধুই যথার্থ জ্ঞানরূপে বিবেচিত। কারণ বিশেষণ অংশেই জ্ঞানের ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ্যাংশে নয়। ফলে বিশেষণের অভাব হেতু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ শুধুই প্রমারূপে পরিগণিত। আর সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যেহেতু বিশেষণযুক্ত তাই প্রত্যক্ষটি যখন যথার্থ বস্তুর স্বরূপাবগাহক হয়, তখন তা প্রমারূপে যথার্থ এবং যখন তা বস্তুস্বরূপের যথার্থ অববোধক হয় না, তখন তা অপ্রামারূপে অযথার্থ বলে বিবেচিত হয়।

৪। প্রত্যক্ষ বিষয়ে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** সন্নিকর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষ্যে পৃথিবী, জল ও তেজের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই চারটির সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত থাকে বলে উল্লিখিত হয়েছে। আবার গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের ক্ষেত্রেও আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত থাকে। শব্দরূপ গুণের প্রত্যক্ষে শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্থিত শব্দ, মন ও আত্মা এই তিনটির সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত থাকে। এরূপে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্বাপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, বেগ ও কর্ম এই এগারোটি গুণের প্রত্যক্ষে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত থাকে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই ছয়টি গুণ আত্মবৃত্তি বলে আলোচ্য ছয়টি গুণের প্রত্যক্ষে কেবল আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের প্রয়োজন হয়। গুণের ন্যায় সামান্যের প্রত্যক্ষে বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা এই চারটির সন্নিকর্ষ অসাধারণ কারণ হয়।

শিবাদিত্য কিন্তু তাঁর ***সপ্তপদার্থীতে*** প্রত্যক্ষের আলোচনা কালে ঈশ্বরসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষকরণত্ব স্বীকার করলেও দ্রব্যাদির সন্নিকর্ষ সম্বন্ধে কোন মত প্রদর্শন করেননি।

৫। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** যোগজ ও অযোগজ সন্নিকর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগিগণের ক্ষেত্রে পূর্বালোচিত রীতিতে সন্নিকর্ষ হয় না। ভাষ্যকার যুক্তযোগিদের যোগাভ্যাসের ফলে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মনের দ্বারা স্বাত্মা, পরমাত্মা, আকাশ, কাল প্রভৃতি এবং ওইসব দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্ম, সামান্যাদি প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন। আবার বিশেষভাবে যোগবলসমন্বিত বিযুক্তযোগিগণের বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সন্নিকর্ষবশত ও যোগাভ্যাসজনিত শক্তির প্রভাবে ব্যবহিত, বহু দূরবর্তি পদার্থ ইত্যাদির প্রত্যক্ষের উল্লেখও ভাষ্যে পাওয়া যায়।

ভাষাপরিচ্ছেদেও যোগিগণের যোগজ প্রত্যক্ষের আলোচনা দৃষ্ট হয়। [২২] সেখানে বিশ্বনাথ যোগজসন্নিকর্ষের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যুক্ত ও যুঞ্জান এই দ্বিবিধ যোগীর উল্লেখ করেছেন। [২৩]

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য *সপ্তপদার্থীতে* লৌকিক প্রত্যক্ষের উল্লেখ করলেও যোগজ প্রত্যক্ষের কোন উল্লেখ করেননি।

৬। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের আলোচনাকালে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে কখনও প্রমাণ, কখনও বা প্রমারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমা, তখন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আবার নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ যখন স্বয়ং প্রমারূপে গণ্য হয়, তখন ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে প্রমাণরূপে ধরা হয়। আর যখন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় তখন হান, উপাদান ও উপেক্ষাবুদ্ধিকে প্রমা বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু *প্রশস্তপাদভাষ্যে* হানাদি জ্ঞানের কোন লক্ষণ বা স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি।

অপরপক্ষে **শিবাদিত্য** সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ফলরূপে হানাদি জ্ঞানকে উল্লেখ না করলেও উদ্দেশপ্রকরণে হান, উপদান ও উপেক্ষাবুদ্ধিকে প্রমা ও অপ্রমা উভয়ের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন এবং হানাদি জ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও লক্ষণপ্রকরণে নিরূপণ করেছেন।

২২। "অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা।।" – ভাষা. ৬৩

২৩। "যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।।
যুক্তস্য সর্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।" – ভাষা. ৬৫ – ৬৬

তার মধ্যে হানকে শিবাদিত্য দুঃখের সাধনরূপে, উপদানকে সুখের সাধনরূপে এবং উপেক্ষা বুদ্ধিকে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অসাধকরূপে উল্লেখ করেছেন। শিবাদিত্য হানাদি তিনটি জ্ঞানের যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য উভয়ই স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* হানাদি জ্ঞানকে ভাষ্যকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ফলরূপে স্বীকার করায় আলোচ্য জ্ঞানত্রয় যথার্থরূপেই স্বীকৃত হয়েছে।

৭। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** প্রত্যভিজ্ঞার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাষ্যে চতুর্বিধ বিদ্যার অন্যতমরূপে স্মৃতির উল্লেখ আছে। ভাষ্যে লিঙ্গদর্শনাদি উদ্বোধকের সাহায্যে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ থেকে বা সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলে বর্ণিত। স্মৃতি সাধারণত প্রত্যক্ষ বা শব্দের দ্বারা জ্ঞাত বিষয় বা অনুমিত বিষয়ে হয়ে থাকে বলে ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রত্যক্ষবিষয়ক স্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞা নামে পরিচিত। প্রত্যভিজ্ঞাতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ফলে পূর্বানুভূত বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলে ভাষ্যকার প্রত্যভিজ্ঞাকে আর পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করেননি।

পক্ষান্তরে ***সপ্তপদার্থীতে*** প্রত্যক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যভিজ্ঞার উল্লেখপূর্বক সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। প্রত্যভিজ্ঞার লক্ষণ প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে – 'অতীতাবচ্ছিন্নবস্তুগ্রহণং প্রত্যভিজ্ঞানম্।' [২৪] অর্থাৎ অতীতবিষয়ক বস্তুর জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা। শিবাদিত্যের মতে স্মৃতিতে ভাবনা নামক সংস্কার অসাধারণ কারণরূপে গণ্য হয়। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ অসাধারণকারণ হয় এবং ভাবনাখ্য সংস্কার সাধারণকারণরূপে বিবেচিত হয়। ফলে

২৪। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪৪৫

প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তিতে সংস্কারের সাথে সন্নিকর্ষেরও কারণতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু স্মৃতিতে জ্ঞানটি কেবল সংস্কার থেকেই উৎপন্ন হয়। সেইকারণেই শিবাদিত্য প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তিতে যেহেতু ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত, তাই তিনি প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্নংভট্টও তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় স্মৃতিলক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্মৃতিলক্ষণে 'মাত্র' পদটি গ্রহণের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাতে স্মৃতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয় –'প্রত্যভিজ্ঞায়ামতিব্যাপ্তিবারণায় মাত্রেতি।'[২৫] শিবাদিত্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে যেহেতু প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দ্বিবিধরূপে স্বীকার করেছেন, সেহেতু তাঁর মতে প্রত্যক্ষের অন্ত র্গতরূপে প্রত্যভিজ্ঞাও প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দুই প্রকার ।

৮। **প্রশস্তপাদাচার্য** বিদ্যাপ্রকরণে অনুমান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অনুমিতি জ্ঞানকে লৈঙ্গিক আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। সেখানে ভাষ্যকার লিঙ্গের স্বরূপ প্রসেঙ্গ বলেছেন –'লিঙ্গং পুনঃ যদনুমেয়েন সম্বদ্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্।'[২৬] লিঙ্গের এই স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনটি বিশেষণ উপলব্ধ হয়। তার মধ্যে প্রথম বিশেষণটি (যদনুমেয়েন সম্বদ্ধং) লিঙ্গের পক্ষসত্ত্বের, দ্বিতীয় বিশেষণটি (প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে) সপক্ষসত্ত্বের ও তৃতীয় বিশেষণটি (তদভাবে চ নাস্ত্যেব) বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ত্বের দ্যোতক। ভাষ্যে অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই ধর্মদ্বয়ের উল্লেখ না থাকলেও হেত্বাভাসের আলোচনাকালে সন্দিগ্ধ ও বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের

২৫। তর্ক. দী., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ২৬০

২৬। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ.৩৩২

উল্লেখের দ্বারা আলোচ্য ধর্ম দুটিও সদ্ধেতুর সাধারণ ধর্মরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আবার ভাষ্যে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ হেতুর উল্লেখ না থাকলেও হেতুর স্বরূপ প্রসঙ্গে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বরূপ ত্রিবিধ ধর্মের উপস্থাপন দেখে বোঝা যায় যে কেবলান্বয়ী প্রভৃতি তিনপ্রকার হেতু ভাষ্যকারের সম্মত ছিল।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** যথার্থানুভবের অন্যতমরূপে অনুমিতিপ্রমাকে স্বীকার করেছেন। সেখানে তিনি ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা বিশিষ্ট লিঙ্গের জ্ঞানকে অনুমান বলে স্বীকার করে হেতুর ধর্মরূপে পক্ষধর্মত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্বের উল্লেখ করেছেন। হেতুর এই পঞ্চবিধ ধর্মের ভিত্তিতে *সপ্তপদার্থীতে* কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকীরূপে হেতুর ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনপূর্বক তাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও নিরূপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষের কোন স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু *সপ্তপদার্থীতে* পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

৯। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** ভাষ্যকার লৈঙ্গিক জ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শনের পর অনুমানের দ্বৈবিধ্য প্রদর্শনপূর্বক বলেছেন – 'তত্তু দ্বিবিধম্ – দৃষ্টং সামান্যতো দৃষ্টং চ।' [২৭] অর্থাৎ লৈঙ্গিক জ্ঞান দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। তার মধ্যে যে হেতুর দ্বারা পূর্বে সাধ্য জ্ঞাত হয়ে গেছে বর্তমানে সেই একই হেতুর দ্বারা যদি সাধ্যসাধন করা হয় তাহলে পূর্বজ্ঞাত সাধ্য ও বর্তমানে জ্ঞাপ্য সাধ্য এই দুটি সাধ্যের মধ্যে জাতির অভেদবশত হেতুর দ্বারা

২৭। তদেব

সাধ্যের অনুমানকে দৃষ্টানুমান বলে। যেমন পূর্বে গোত্ববিশিষ্ট গরুতে সাস্নাদিমত্ত্বরূপে লিঙ্গের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত হওয়ার কারণে পরে অন্যত্র সাস্নাদি দেখে যখন গোত্ববিশিষ্ট গরুর অনুমান হয়, তখন তাকে দৃষ্টানুমান বলে। আবার যে হেতুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সাধ্য পূর্বে জ্ঞাত হয়ে গেছে, সেই হেতুতে যদি বর্তমানে জ্ঞাপ্য সাধ্যের অনুমাপকত্ব থাকে, কিন্তু হেতুসামান্য ও সাধ্যসামান্যের মধ্যে জাতির অত্যন্ত ভেদ থাকে অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের জাতি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে সেই হেতুসামান্য থেকে সাধ্যসামান্যের অনুমান সামান্যতোদৃষ্টানুমানরূপে খ্যাত। যেমন কৃষক, বণিক, রাজপুরুষ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমবাসীরা যথাক্রমে কৃষিকর্ম, বানিজ্য, রক্ষণাদির মাধ্যমে শস্য, অর্থ, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি লাভ করে। আবার ঐ বর্ণাশ্রমীদের যাগাদিতেও প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে যাগাদির ফলপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় না। ফলে কৃষকাদির কৃষিকর্মাদিতে প্রবৃত্তির শস্যাদিরূপে ফলপ্রাপ্তি দেখে যখন বর্ণাশ্রমীদের যাগাদি কর্মেরও স্বর্গাদিরূপ ফলপ্রাপ্তি অনুমান করা হয়, তখন তা সামান্যতোদৃষ্টানুমানরূপে পরিগণিত হয়। এরূপে ভাষ্যে অনুমানকে প্রথমে দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে দুইভাগে ভাগ করার পর ভাষ্যকার আলোচ্য ভেদ দুটিকে স্বার্থানুমানরূপে উল্লেখ করেছেন। আর পাঁচটি বাক্যের দ্বারা যখন পুরুষ অপরের নিকট নিজের নিশ্চিত জ্ঞানকে প্রতিপাদন করেন তখন তা পরার্থানুমানরূপে গণ্য হয়। সুতরাং ভাষ্যে বর্ণিত অনুমানের বিভাজনটি কতকটা নিম্নরূপ

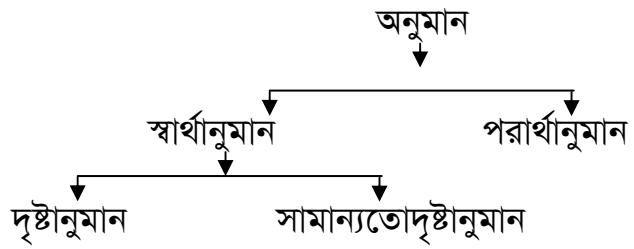

পক্ষান্তরে ***সপ্তপদার্থীর*** উদ্দেশপ্রকরণে লিঙ্গের ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনপূর্বক তদনুযায়ী অনুমিতিকেও কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকীরূপে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরপর আলোচ্য তিনটি অনুমিতিকেই স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে – 'অনুমিতিরপি ত্রিবিধা। লিঙ্গস্য ত্রৈবিধ্যাৎ, কেবলান্বয়ি কেবলব্যতিরেকি অন্বয়ব্যতিরেকি চেতি। তদপি স্বার্থং পরার্থং চ।'[২৮] এর মধ্যে পরার্থানুমানকে শিবাদিত্য শব্দরূপাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন – 'পরার্থত্বং শব্দরূপত্বম্ ।' [২৯] মিতভাষিণীতে শব্দরূপত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'পঞ্চাবয়বোপেতত্বং চ শব্দরূপত্বম্ ।'[৩০] অর্থাৎ পাঁচটি অবয়বযুক্ত বাক্যের দ্বারা পরের নিকট অনুমানবিষয়ক যে উপদেশ করা হয়, তাই পরার্থনুমানরূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং শিবাদিত্য স্বীকৃত অনুমানের বিভাজনটি কতকটা নিম্নরূপ ঃ

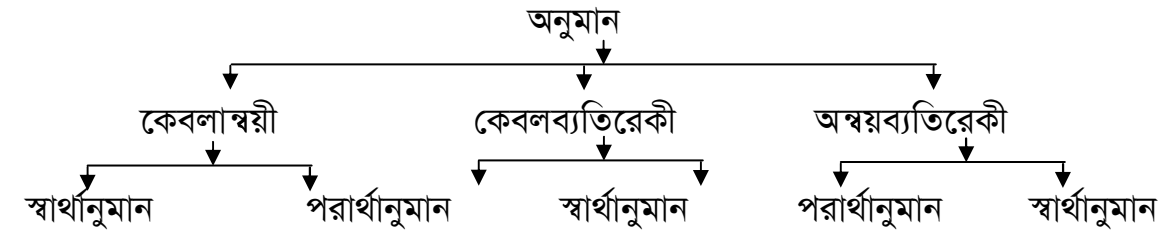

১০। পরার্থনুমানে প্রযুক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্যকে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যাম্নায়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে – ' অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাপদেশনিদর্শনানুসন্ধানপ্রত্যাম্নায়াঃ।'[৩১]

২৮। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১৩৯
২৯। তদেব, পৃ. ৪১৫
৩০। মিত. টী., তদেব
৩১। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৭৬

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রকে[৩২] অবলম্বন করে পঞ্চাবয়ব বাক্যকে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই সংজ্ঞায় অভিহিত করছেন – 'পরার্থাঙ্গানি প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি।' [৩৩]

১১। পরার্থানুমানে অপদেশ আলোচনা প্রসঙ্গে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** অনপদেশ বা দুষ্ট হেতুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যকার মহর্ষি কণাদের স্বীকৃত অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের উল্লেখ করে [৩৪] কণাদোদ্দিষ্ট তিনটি হেত্বাভাসের সাথে অতিরিক্ত অনধ্যবসিত নামক হেত্বাভাসটির উল্লেখ করে মোট চারপ্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে প্রথমেই ভাষ্যে অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার অসিদ্ধ হেত্বাভাসের কোন লক্ষণ প্রদর্শন না করলেও উভয়াসিদ্ধ, অন্যতরাসিদ্ধ, তদ্ভাবাসিদ্ধ ও অনুমেয়াসিদ্ধ ভেদে চতুর্বিধ অসিদ্ধের উদাহরণসহ স্বরূপ আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই নিকট যে হেতু অসিদ্ধ বলে পরিগণিত, তাই উভয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস। যেমন 'অনিত্যঃ শব্দঃ সাবয়বত্বাৎ' – এখানে অবয়বত্বহেতুক শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে শব্দ গুণরূপে পরিগণিত হওয়ায় তা নিরবয়ব পদার্থরূপে বিবেচিত। আবার মীমাংসকদের মতে শব্দ বিভুরূপে পরিগণিত হওয়ায়, নিত্য শব্দ অবয়বরহিতরূপে মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে বাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এবং প্রতিবাদী মীমাংসকগণ, উভয়ের দ্বারাই শব্দের সাবয়বত্ব অস্বীকৃত হওয়ায়, উভয়ের নিকট শব্দের এই সাবয়বত্ব উভয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। অন্যতরাসিদ্ধ হেত্বাভাসে বাদীকর্তৃক প্রযুক্ত হেতু প্রতিবাদীদের দ্বারা অস্বীকৃত হয়। যেমন শব্দের কার্যত্বহেতুক

৩২। 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ' – ন্যা. সূ. ১/১/৩২

৩৩। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ.১৪২

৩৪। "বিপরীতমতো যৎস্যাদেকেন দ্বিতীয়েন বা ।
বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ।।" – প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৩২

শব্দের অনিত্যত্ব সাধনের ক্ষেত্রে কার্যত্ব অন্যতরাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। কারণ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কার্যদ্রব্য অনিত্যরূপে পরিগণিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মীমাংসকদের দ্বারা যেহেতু শব্দের বিভুত্ব স্বীকৃত, সেহেতু মীমাংসকগণ শব্দের কার্যত্ব স্বীকার করেননি। ফলে কার্যত্বের ভিত্তিতে শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে কার্যত্বরূপ হেতুটি অন্যতরাসিদ্ধ হেত্বাভাস। আবার যখন হেতুর দ্বারা সাধ্যানুমানে হেতু নয় এমন বস্তুকে হেতুরূপে কল্পনা করে তার দ্বারা সাধ্যসাধন করা হয় তখন সেই হেতুটি তদ্ভাবাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত হয়। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নির অনুমানে অনেক সময় বর্ণবিশিষ্ট বাষ্পকে ধূমরূপে কল্পনা করে তার দ্বারা অগ্নির সাধন করা হয়। এখানে বস্তুতপক্ষে ধূমই অগ্নির জ্ঞাপক লিঙ্গবিশেষ। ফলে উপন্যস্যমান বাষ্প ধূমরূপে কল্পিত হওয়ায় বর্ণবিশিষ্ট ঐ বাষ্প ধূমভাবের দ্বারা অসিদ্ধ হয় বলে বাষ্পরূপ হেতুটি তদ্ভাবাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে গণ্য হয়। আর যে হেতুর আশ্রয়রূপ পক্ষটি অসিদ্ধ তা অনুমেয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে গণ্য। যেমন 'পার্থিবং দ্রব্যং তমঃ কৃষ্ণরূপবত্ত্বাৎ' – এখানে অন্ধকারের পার্থিব দ্রব্যত্বসাধনে কৃষ্ণরূপবত্ত্বরূপ হেতু প্রয়োগ করা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব অস্বীকৃত। ফলে কৃষ্ণরূপবত্ত্বের আশ্রয়রূপ অন্ধকার অসিদ্ধ হওয়ায় আলোচ্য হেতুটি অনুমেয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** ছয়প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেছেন।[৩৫] সেখানে অসিদ্ধ

৩৫। 'তদাভাসা অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকানধ্যবসিতকালাত্যয়াপদিষ্টপ্রকরণসমাঃ' – সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৬

হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন – 'পক্ষধর্মত্বেনানিশ্চিতত্বমসিদ্ধত্বম্' [৩৬] অর্থাৎ যে হেতুর পক্ষধর্মত্ব বা পক্ষবৃত্তিত্ব অনিশ্চিত, তাই অসিদ্ধ হেত্বাভাস। শিবাদিত্য অসিদ্ধ হেত্বাভাসের কোনপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করেননি। তবে *সপ্তপদার্থীর* টীকাকার মাধবসরস্বতী মিতভাষিণীতে আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যতাসিদ্ধ ভেদে অসিদ্ধের ত্রিবিধ ভেদ উপস্থাপন করেছেন – "স চ পক্ষাভাবাদাশ্রয়াসিদ্ধঃ, পক্ষধর্মতা'ভাবাৎ স্বরূপাসিদ্ধঃ ব্যাপ্ত্যভাবাদ্ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ ইতি ত্রিবিধঃ।"[৩৭] যেখানে হেতুর আশ্রয়রূপ পক্ষটি অসিদ্ধ তা আশ্রয়াসিদ্ধ নামে পরিচিত। যেমন 'গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ' – এখানে পক্ষ গগনারবিন্দ অলীক পদার্থ হওয়ায় আশ্রয়ের অভাব হেতু 'অরবিন্দত্বাৎ' এটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসই অনুমেয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত হয়েছে। যে হেতুর পক্ষধর্মতা অসিদ্ধ, তাকে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যেমন 'শব্দঃ অনিত্যঃ চাক্ষুষত্বাৎ' – এখানে চাক্ষুষত্বরূপ হেতুটি পক্ষ শব্দে অবিদ্যমান। ফলে শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে আলোচ্য হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত হয়। আর পক্ষে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিটি অসিদ্ধ হলে তা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত হয়। যেমন 'বিমতং ক্ষণিকং প্রমেয়ত্বাৎ' এখানে ক্ষণিকত্ব ও প্রমেয়ত্বের ব্যাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় প্রমেয়ত্বের দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদনে আলোচ্য হেতুটি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। আলোচ্য আশ্রয়াসিদ্ধাদি তিনটি স্থলেই পক্ষে হেতুর অবিদ্যমানতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তাই শিবাদিত্য পৃথক্‌ভাবে আশ্রয়াদি ভেদে অসিদ্ধের ভেদ প্রদর্শন না করে হেতুর পক্ষধর্মতাশূন্যতাকে অসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৬। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৪২৫

৩৭। মিত. টী., তদেব, পৃ. ১৪৬

১২। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** সন্ধিগ্ধ হেত্বাভাসের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পক্ষবৃত্ত যে হেতু সমানজাতীয় সপক্ষ ও অসমানজাতীয় বিপক্ষে সাধারণধর্মরূপে বর্তমান থাকে, সেই হেতু পক্ষে সাধ্যের বিদ্যমানতা বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন করে বলে তা সন্দিগ্ধ হেত্বাভাস নামে অভিহিত।[৩৮] যেমন গাছপালায় ঢাকা একটি প্রাণীর শিং দেখে প্রাণীটিকে গরু বলে যখন অনুমান করা হয়, তখন সেই শৃঙ্গিত্বরূপ হেতুটি গোত্ববিশিষ্ট সকল গরুরূপ সপক্ষে এবং গরুভিন্ন মহিষাদি বিপক্ষে বিদ্যমান থাকে বলে সংশয় উৎপন্ন হয় – প্রাণীটি গরু না মহিষ? ফলে শৃঙ্গিত্বরূপ হেতুটি এখানে সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। প্রসঙ্গত ভাষ্যে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া য়ায় না। যখন জ্ঞানটি কোন একটি কোটিতে নিশ্চয় হয় না, তখন তাকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মের দর্শন থেকে অনৈকান্তিকাখ্য উভয়কোটিক জ্ঞান হয়। এরমধ্যে সাধারণ ধর্মের দ্বারা যখন জ্ঞানটি একটি কোটিতে নিশ্চয় হয় না, তখন তাকে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। এই সাধারণ অনৈকান্তিকে একটি কোটিতে জ্ঞানটি নিশ্চয় হয় না বলে উভয় কোটির মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হয়। ফলে সাধারণানৈকান্তিকে হেতুটি সন্দেহজনক হয় বলে তা মূলত সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসই। ফলে সন্দিগ্ধের অন্তর্গত হওয়ায় ভাষ্যকার পৃথক্ ভাবে আর সাধারণ অনৈকান্তিকের উল্লেখ করেননি। আবার অসাধারণ অনৈকান্তিককে ভাষ্যে অনধ্যবসিত হেত্বাভাসরূপে উল্লেখ করায় প্রশস্তপাদভাষ্যে অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাষ্যে অনধ্যবসিত

৩৮। 'যস্তু সন্ননুমেয়ে তৎসমানাসমানজাতীয়য়োঃ সাধারণঃ সন্নেব স সন্দেহজনকত্বাৎ সন্দিগ্ধঃ' –প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ পৃ. ৩৭৭

হেত্বাভাসকে সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ ভাষ্যকারের মতে সাধারণ ধর্মের জ্ঞান থেকেই সংশয় উৎপন্ন হয়, অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান থেকে নয়। তাই অসাধারণধর্মযুক্ত অনধ্যবসিত হেত্বাভাসটি সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত নয়।

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** ছয়প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে অনৈকান্তিক, অনধ্যবসিত ও প্রকরণসম এই তিনটিকেই সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে উল্লেখ করেছেন। যে হেতুর দ্বারা সাধ্য এবং সাধ্যের বিপরীত উভয়ই সাধিত হয়, তাই শিবাদিত্যের মতে সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। যেহেতু অনৈকান্তিকাদি এই তিনটি হেত্বাভাসে সাধ্য ও তার বিপরীত উভয়ই সাধিত হয়, সেহেতু এরা সন্দিগ্ধ পদবাচ্য। এর মধ্যে যে হেতুটি পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষে বিদ্যমান থাকে, সেই হেতু অনৈকান্তিক নামে অভিহিত। যেমন 'পর্বতঃ অগ্নিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ' – এখানে প্রমেয়ত্বটি অগ্নির সপক্ষ রান্নাঘর ও বিপক্ষ জলহ্রদে বিদ্যমান থাকায় সংশয় উৎপন্ন হয় – পর্বতে অগ্নি আছে না নেই ? যাঁরা পাঁচটি হেত্বাভাস স্বীকার করেন তাঁরা সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে অনৈকান্তিকের দুটি ভেদ প্রদর্শন করেন। আর যাঁরা ছয়টি হেত্বাভাস স্বীকার করেন তাঁরা অসাধারণ অনৈকান্তি– ককেই অনধ্যবসিত নামে অভিহিত করে পৃথক্ভাবে উল্লেখ করেন। *সপ্তপদার্থীতে* এই অসাধারণ অনৈকান্তিককে অনধ্যবসিত বলে উল্লেখ করে ষড্বিধ হেত্বাভাস প্রদর্শিত হয়েছে। সাধ্যের অসাধক যে হেতু পক্ষে বর্তমান থাকে তাকেই *সপ্তপদার্থীতে* অনধ্যবসিত হেত্বাভাস বলা হয়েছে। যেমন 'শব্দঃ অনিত্যঃ শব্দত্বাৎ' এখানে শব্দত্বরূপ হেতুটি শব্দের সকল সপক্ষ ও বিপক্ষে অবিদ্যমান

থেকে কেবল শব্দরূপ পক্ষে বিদ্যমান থাকে বলে শব্দত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সাধন সম্ভব হয় না। এখানে হেতুটি কেবল পক্ষে বিদ্যমান হওয়ায় সংশয় হয় – শব্দ নিত্য না অনিত্য ? এইকারণেই শিবাদিত্য অনধ্যবসিত হেত্বাভাসকেও সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে উল্লেখ করেছেন। আবার প্রকরণসম হেত্বাভাসও যুগপৎ সাধ্য ও তদ্বিপরীতকে তুল্যভাবে সাধন করায় তাকেও গ্রন্থকার সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন 'শব্দো নিত্যঃ পক্ষসপক্ষয়োরন্যতরত্বাৎ' , 'শব্দঃ অনিত্যঃ পক্ষসপক্ষয়োরন্যতরত্বাৎ' – এখানে একই হেতুর দ্বারা নিত্য ও অনিত্যরূপ দুটি বিপরীত সাধ্য সমানভাবে সাধিত হয় বলে সংশয় উৎপন্ন হয় – শব্দ নিত্য না অনিত্য ? এইভাবে শিবাদিত্য প্রকরণসম হেত্বাভাসকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করে তাকেও সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসরূপে নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* প্রকরণসম হেত্বাভাসের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রকরণসম হেত্বাভাসে একই হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি সাধ্য সাধন করে বলে এখানেও কোন একটি কোটিতে জ্ঞানটি নিশ্চয় হয় না। প্রকরণসম হেত্বাভাসে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ তুল্যবলসম্পন্ন হওয়ায় কোন একটি পক্ষের অনিবৃত্তিতে উভয়কোটিক সংশয় উৎপন্ন হয় বলে এটি সন্দিগ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্তরূপে ভাষ্যকারের অভিমত।

১৩। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাসে মূলত সাধ্য পক্ষটিতে অনুপস্থিত থাকে। ভাষ্যে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের যে চাতুর্বিধ্য প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে অনুমেয়াসিদ্ধ অন্যতম। সেখানে

অনুমেয় শব্দটি পক্ষ ও সাধ্য এই দুটিরই বাচক। ফলে কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাসে যেহেতু পক্ষটিতে সাধ্যের অসিদ্ধি প্রতীত হয়, তাই তা অনুমেয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্ভুক্তরূপে ভাষ্যকারের অভিমত।

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** কালাত্যয়াপদিষ্ট নামক হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখপূর্বক তার লক্ষণ করেছেন – 'উপজীব্যপ্রমাণনিশ্চিতসাধ্যবিপরীতত্বং কালাত্যয়াপদিষ্টত্বম্'[৩৯] অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের দ্বারা যেখানে সাধ্যাভাবটি নিশ্চিত হয়, সেখানে সাধ্যসাধনের নিমিত্ত যে হেতু প্রয়োগ করা হয়, তা কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাসরূপে পরিগণিত। প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হওয়ায় এটি বাধ বা বাধিত হেত্বাভাসরূপেও পরিচিত।

১৪। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** পরার্থানুমানবিষয়ে আলোচনাকালে উদাহরণ প্রতিপাদক বাক্যকে নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভাষ্যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে দ্বিবিধ নিদর্শন বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন উদাহরণবাক্যের দ্বারা সাধ্যসামান্যের সাথে হেতুসামান্যের অন্বয়মুখী আনুগত্য প্রদর্শিত হয়, তখন তা সাধর্ম্য উদাহরণরূপে এবং সাধ্যাভাবে লিঙ্গাভাব প্রতিপাদক উদাহরণবাক্য বৈধর্ম্য উদাহরণরূপে পরিগণিত । আবার দুষ্ট নিদর্শনবাক্যের প্রয়োগে নিদর্শনাভাসেরও উল্লেখ ভাষ্যে পাওয়া যায়। যা বস্তুত নিদর্শন নয়, কিন্তু নিদর্শনের সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের দ্বারা যখন কেউ তাকে নিদর্শনরূপে প্রদর্শন করে, তখন তা নিদর্শনাভাসরূপে পরিগণিত হয়।

৩৯। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৩৫

নিদর্শনের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে নিদর্শনাভাসও দ্বিবিধরূপে ভাষ্যে পরিগণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** পরার্থানুমানে পঞ্চাবয়ব বাক্যের মধ্যে উদাহরণের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দৃষ্টান্তবচনমুদাহরণম্' [৪০] অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় তাই উদাহরণবাক্যরূপে প্রসিদ্ধ। শিবাদিত্য সেখানে উদাহরণ বাক্যের লক্ষণ প্রদর্শন করলেও তার দ্বৈবিধ্য বিষয়ে কোন মত পোষণ করেননি। এমনকি উদাহরণবাক্যের দোষবত্তাহেতুক উদাহরণাভাসেরও কোন উল্লেখ *সপ্তপদার্থীতে* দৃষ্ট হয় না।

১৫। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** চতুর্বিধ বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞানের অন্যতম হল স্মৃতি। স্মৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে *পশস্তপাদভাষ্যে* বলা হয়েছে লিঙ্গ বা হেতুর দর্শন, ইচ্ছা প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ থেকে বা সংস্কার থেকে স্মৃতির উৎপত্তি হয়। স্মৃত্যুৎপত্তিতে আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ এবং লিঙ্গাদি দর্শন হল নিমিত্তকারণ। স্মৃতির উৎপত্তি বর্ণনার পর ভাষ্যে স্মৃতির চতুর্বিধ কার্যের উল্লেখ পাওয়া যায় – 'শেষানুব্যবসায়েচ্ছানুস্মরণদ্বেষহেতুঃ।'[৪১] অনুমিতি প্রমা ব্যাপ্তিস্মরণের কার্যবিশেষ হওয়ায় শেষানুব্যবসায়কে স্মৃতির কার্য বলা হয়েছে। আবার ইচ্ছাও স্মৃতির কার্যরূপে পরিগণিত হয়। যেমন 'এই ধন আমার সুখের সাধন' এক্ষেত্রে সুখসাধনত্বের স্মৃতি থেকে ধনবিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। আবার পূর্বস্মৃত বিষয়ও পরে স্মৃতির জনক হয়ে থাকে। এরূপে দ্বেষও ক্ষেত্রবিশেষে স্মৃতির কার্য বলে পরিগণিত হয়। যেমন সর্পে দুঃখোৎপাদকরূপে যখন স্মৃতি উৎপন্ন হয় তখন সেই সর্পে দ্বেষরূপ কার্যও উৎপন্ন হয়।

৪০। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৪২০

৪১। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ পৃ. ৪২২ – ৪২৩

পক্ষান্তরে ***সপ্তপদার্থীতে*** স্মৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে 'ভাবনাঽসাধারণকারণজ্ঞানং স্মৃতিঃ'[৪২] অর্থাৎ ভাবনা নামক সংস্কার থেকে জাত যে জ্ঞান, তাই স্মৃতি আখ্যায় আখ্যাত। এখানে স্মৃতির উৎপত্তিতে ভাবনা নামক সংস্কারটি অসাধারণকারণরূপে গণ্য হয়েছে। *সপ্তপদার্থীতে* প্রত্যভিজ্ঞার স্মৃতির মধ্যে অন্তর্ভাব স্বীকৃত না হওয়ায় বোঝা যায় যে কেবলমাত্র সংস্কারজন্য জ্ঞানকেই শিবাদিত্য স্মৃতি বলে অভিহিত করেছেন। এখানে জ্ঞাতব্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* ব্যাখ্যাত স্মৃতি কিন্তু কেবল সংস্কারজন্য নয়। এছাড়া শিবাদিত্য স্মৃতির আলোচনা কালে স্মৃতির বিবিধ প্রকার কার্যের কোন উল্লেখ করেননি।

১৬। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** আর্ষজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদের অবিরোধী পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতা ঋষিগণদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে এবং অতীন্দ্রিয় ধর্মাদিবিষয়ে আত্মা ও মনের সংযোগ থেকে এবং বিশেষ ধর্ম থেকে উৎপন্ন যে প্রাতিভজ্ঞান তাকেই ভাষ্যকার আর্ষজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। নিজ প্রতিভাবলে ঋষিগণ এই জ্ঞানলাভ করেন বলে, একে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান দেবতা ও ঋষিদেরই হতে দেখা যায় বলে ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আর্ষজ্ঞান হয়ে থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি বলল 'কাল আমার ভ্রাতা আসবে – এটি আমার মন বলছে'। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বিষয়ক এই জ্ঞানটি আর্ষজ্ঞানরূপেই বিবেচিত হবে। নৈয়ায়িকগণ আর্ষজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতে যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় এবং আর্ষজ্ঞান পৌরুষেয়, তাই ভাষ্যে আর্ষজ্ঞানের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় । এছাড়া অনেক সময় শব্দ প্রয়োগ ব্যতিরেকেই নিজের বুদ্ধিবলে ঋষিগণ যথার্থ জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে ঋষিগণের অর্জিত এই জ্ঞান শাব্দজ্ঞান ও নয়, আবার অনুমিতি বা প্রত্যক্ষও নয়। বরং স্বপ্রতিভা অর্জিত এই জ্ঞান আর্ষজ্ঞানরূপেই পরিচিত।

পক্ষান্তরে ***সপ্তপদার্থীতে*** আর্ষজ্ঞানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শিবাদিত্যের মতে

৪২। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভাট্টাচার্য, পৃ.৩৭৯

জ্ঞান দুইপ্রকার – পরোক্ষ ও অপরোক্ষ । এরমধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে সমস্তজ্ঞানই পরোক্ষরূপে পরিগণিত। শিবাদিত্য স্মৃতি ও অনুভবাত্মক যে বুদ্ধিদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আর্ষজ্ঞান স্মৃতির অন্তর্গত হবে না, কারণ স্মৃতিকে শিবাদিত্য কেবল সংস্কারজন্য জ্ঞানরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আর্ষজ্ঞান সংস্কারজন্য নয়, বরং প্রাতিভজ্ঞান। আর্ষজ্ঞান যেহেতু অতীন্দ্রিয়বিষয়ক, তাই তা প্রত্যক্ষেরও অন্তর্গত হবে না। ফলে আর্ষজ্ঞানকে অনুমানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিবাদিত্য শাব্দজ্ঞানকেও অনুমানের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপে আর্ষজ্ঞানকে অনুমানের অন্তর্গতরূপে অনুমান করা হলেও শিবাদিত্যকর্তৃক আর্ষজ্ঞান স্বীকৃত কি না এবিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। যেহেতু শিবাদিত্য এই আর্ষজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৭। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** সংশয় অবিদ্যার অন্তর্গতরূপে বর্ণিত হয়েছে। সংশয়ে যেহেতু জ্ঞানটির একটি কোটিতে নিশ্চয় হয় না, তাই সংশয় সর্বত্রই অযথার্থরূপে পরিগণিত হয়। এই সংশয়ের উৎপত্তিতে ভাষ্যকার ত্রিবিধ কারণের উল্লেখ করেছেন। যথা – (১) প্রসিদ্ধ অনেক বিশেষ ধর্মসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যমাত্ররূপ সাধারণ ধর্মের জ্ঞান থেকে, (২) উভয় পদার্থের অসাধারণ ধর্মের স্মরণ থেকে এবং (৩) অধর্ম থেকে সংশয়ের উৎপত্তি হয়। এই তিনটি কারণ সম্মিলিতভাবে সংশয়ের প্রতি কারণ হয়, পৃথক্ পৃথক্ভাবে নয়। ভাষ্যে সংশয়কে আন্তরসংশয় এবং বাহ্যসংশয় ভেদে দ্বিবিধ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ববিষয়ক সংশয় আন্তরসংশয়রূপে পরিগণিত। বাহ্যসংশয় আবার প্রত্যক্ষবিষয়ক ও অপ্রত্যক্ষবিষয়ক ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গলে বৃক্ষ শাখাদির দ্বারা আবৃত একটি শৃঙ্গ দেখে দ্রষ্টার যখন 'প্রাণীটি গরু না গবয়' – এরূপ সংশয় হয়, তখন তা অপ্রত্যক্ষবিষয়ক বাহ্যসংশয়। আবার যখন কোন শুকনো মূঢ়ো গাছ দেখে দ্রষ্টার 'এটা স্থাণু না পুরুষ' এরূপ জ্ঞান হয়, তখন তা প্রত্যক্ষবিষয়ক বাহ্যসংশয়রূপে পরিগণিত হয়।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্যও** অপ্রমারূপে অযথার্থ অনুভবের মধ্যে সংশয়ের উল্লেখ করে তার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'অনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ'[৪৩] অর্থাৎ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই হল সংশয়। যখন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান হয়, তখনই বস্তুর প্রকৃত ধর্ম বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয়। শিবাদিত্য অনবধারণকে সংশয়রূপে উল্লেখ করলেও সংশয়ের উৎপত্তিতে তিনি সাধারণ ধর্মের জ্ঞান, অসাধারণধর্মের জ্ঞান, অধর্ম ইত্যাদিকে কারণরূপে উল্লেখ করেননি। আবার শিবাদিত্য সংশয়ের আন্তর বা বাহ্য ভেদে কোন ভেদও প্রদর্শন করেননি। তবে *সপ্তপদার্থীতে* গ্রন্থকার ঊহ, তর্ক ও অনধ্যবসায়কে সংশয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 'অনিষ্টব্যাপকপ্রসঞ্জনং তর্কঃ।'[৪৪] অর্থাৎ অনিষ্ট ব্যাপকের প্রসঞ্জন হল তর্ক। এখানে শিবাদিত্য প্রসঞ্জনের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'তুল্যত্বেনাভাবয়োঃ প্রত্যভাববচনং প্রসঞ্জনম্ '[৪৫] অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপকের তুল্যত্বকে অপেক্ষা করে ব্যাপ্যাভাব ও ব্যাপকাভাবের মধ্যেও যে তুল্যত্ব কল্পনা করা হয় তাকেই প্রসঞ্জন বলে। যেমন বহ্নির অভাবে ধূমের অভাব প্রসিদ্ধ। কিন্তু অগ্নির অধিকরণে কখনও কখনও ধূমাভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় সকল ধূমাভাবের অধিকরণ বহ্ন্যভাবের অধিকরণ নয়। ফলে ধূমবত্ত্ব ও অগ্নিমত্ত্বের তুল্যত্বকে অপেক্ষা করে যখন ধূমাভাবের দ্বারা অগ্নির অভাবের কল্পনা করা হয় তখন তা তর্করূপে গণ্য হয়। শিবাদিত্যের মতে তর্ক সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত কারণ তর্কেও উভয়কোটির জ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন 'যদি অনগ্নিঃ স্যাৎ তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ' এরূপ বললে একদিকে যেমন অগ্ন্যভাবে ধূমাভাবের জ্ঞান হয়, তেমনি অপরদিকে অগ্নিসত্ত্বে ধূমসত্ত্বরূপ জ্ঞানটিও হয়। ফলে তর্কও উভয়কোটিক হওয়ায় তা সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।[৪৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* ভাষ্যকার তর্কের কোন উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে তর্ক সংশয় নয়। কারণ তর্কে দুটি কোটির জ্ঞান হয় না। তর্কের জ্ঞানটি সংশয়িতও নয়, আবার নিশ্চিতও নয়। তথাপি তর্কিত বিষয়েই

৪৩। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভাট্টাচার্য, পৃ. ৩৮১

৪৪। তদেব, পৃ. ৪৩৭

৪৫। তদেব, পৃ. ৪৩৯

৪৬ । "যদ্যনগ্নিঃ স্যাৎ তর্হি নির্ধূমঃ স্যাদিত্যুক্তে 'যদি' শব্দবলাৎ অগ্ন্যভাবসত্ত্বে ধূমাভাবস্য অগ্নিসত্ত্বে চ ধূমস্য সত্ত্বমিতি ভাবাভাবাত্মককোটিদ্বয়মত্র বিষয় ইতি সংশয়ত্বমিতি ফলিতম্' – মিত. পা. টী., সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৫৮

স্বপক্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়। ফলে তর্ক প্রমার উৎপত্তিতে ব্যাপারস্বরূপ। যাই হোক ভাষ্যে কিন্তু তর্কের পৃথক্ উল্লেখ বা তার স্বরূপ পাওয়া যায় না। তবে *প্রশস্তপাদভাষ্যের কিরণাবলী ও ন্যায়কন্দলী* এই দুটি টীকাতেই তর্ককে সংশয়রূপে স্বীকার করা হয়নি। ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে সংশয়রূপে তর্ক ভাষ্যকারের অভিমত ছিল না।

১৮। ভাষ্যে ঊহ নামক জ্ঞানটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এক কোটির সম্ভবনা প্রবল হলেও ঊহ যেহেতু উভয়কোটিক সংশয়াত্মক জ্ঞানবিশেষ, তাই তা সংশয়েরই অন্তর্গত। এইকারণে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* ঊহের পৃথক্ভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** ঊহের উদ্দেশ ও লক্ষণ নিরূপণ করে ঊহকে সংশয়রূপ অপ্রমার অন্তর্গত করেছেন। সেখানে তিনি এক কোটিক সংশয়াত্মক জ্ঞানকে ঊহরূপে বর্ণনা করেছেন – 'উৎকটৈককোটিকঃ সংশয় ঊহঃ।'[৪৭] যখন 'এটি স্থাণু বা পুরুষ' এরূপ সংশয়ে 'এটি স্থাণু হতে পারে' বা 'এটি পুরুষ হতে পারে ' – এরূপ স্থাণু বা পুরুষ কোন একটি কোটির জ্ঞানটিতে অন্যতরের অপেক্ষায় বেশি জোর দেওয়া হয়, তখন সেই এককোটিক সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানকে ঊহ বলে। ঊহকে উৎকট এককোটিক সংশয় বলা হলেও ঊহতে মূলত দুটি কোটির জ্ঞানই উপলব্ধ হওয়ায় শিবাদিত্য ঊহকে সংশয়ের অন্তর্গতরূপে নির্দেশ করেছেন।

১৯। উপলব্ধ ধর্মীতে যখন কোন ধর্মবিষয়ে অনুপলব্ধকোটিক জ্ঞান হয়, তখন তাকে অনধ্যবসায় বলে। অনধ্যবসায়কে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** চতুর্বিধ অবিদ্যার অন্যতমরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষ্যে অনধ্যবসায়কে সংশয়ের অন্তর্গতরূপে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ সংশয়ে দুটি কোটির জ্ঞানই অনিশ্চিত থাকে। কিন্তু অনধ্যবসায়ে একটি কোটির জ্ঞান অনুপলব্ধিবশত অনিশ্চিত হলেও অপর কোটির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ ও অনুপলব্ধকোটিক এই অনধ্যবসায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান থেকে উৎপন্ন হয় বলে ভাষ্যে অনধ্যবসায়কে প্রত্যক্ষবিষয়ক এবং অনুমানবিষয়করূপে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৪৭। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৪৮

তন্মধ্যে প্রত্যক্ষবিষয়ক অনধ্যবসায় আবার প্রসিদ্ধবিষয় এবং অপ্রসিদ্ধবিষয়ে হয়ে থাকে। এরূপে অনধ্যবসায়ে যেহেতু একপক্ষের জ্ঞান নিশ্চয় হয়, তাই অনধ্যবসায়ের জ্ঞানটি বিপর্যয় হতে পারে না। আবার জাগ্রতকালীন বাহ্যবিষয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনধ্যবসায়ে জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় বলে তা স্বপ্ন থেকেও ভিন্ন। অবশেষে অনধ্যবসায়ে উভয় কোটির সাধারণ ধর্মের অনুপলব্ধিবশত জ্ঞানটি উৎপন্ন। কিন্তু সংশয়ে উভয় কোটির সাধারণ ধর্মের দর্শন ও ধর্মীদ্বয়ের অসাধারণ ধর্মের স্মরণ থেকে সংশয়িত জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়। ফলে অনধ্যবসায় সংশয় থেকেও ভিন্ন। তাই ভাষ্যে সংশয়, বিপর্যয় ও স্বপ্ন থেকে ভিন্ন অনধ্যবসায়ের পৃথক্ অবিদ্যাত্ব নির্ণীত হয়েছে।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** অনধ্যবসায় নামক জ্ঞানটিকে সংশয়ের অন্তর্ভুক্তরূপেই *সপ্তপদার্থীতে* উল্লেখ করেছেন। অনধ্যবসায়ের লক্ষণ নিরূপণাবসরে শিবাদিত্য বলেছেন – 'অনালিঙ্গিতোভয়কোট্যনবধারণজ্ঞানমনধ্যবসায়ঃ'[৪৮] অর্থাৎ অনালিঙ্গিত বা অস্পষ্ট উভয়কোটিক যে সন্দেহাত্মক জ্ঞান, তাই অনধ্যবসায়। সংশয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু উভয় কোটির সংশয়াত্মক জ্ঞানটি স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু অনধ্যবসায়ে জ্ঞাতার একটি কোটির জ্ঞান স্পষ্ট হলেও অপর কোটির জ্ঞানটি অনুপলব্ধিবশত অস্পষ্ট হয়। এরূপে অস্পষ্ট জ্ঞানবিশেষ অনধ্যবসায়. স্পষ্ট সংশয়াত্মক জ্ঞান থেকে ভিন্ন হলেও যেহেতু অনধ্যবসায় উভয়কোটিক জ্ঞান এবং অনধ্যবসায়ে জ্ঞানটির অবধারণ বা নিশ্চয় হয় না, তাই উভয়কোটিক অনিশ্চিয়াত্মকরূপে অনধ্যবসায় সংশয়েরই অন্তর্গত। যেমন 'কিং সংজ্ঞকোঽয়ং বৃক্ষঃ' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হলে জ্ঞাতার বৃক্ষত্ব বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হলেও বৃক্ষের সংজ্ঞা বিষয়ে জ্ঞাতার জ্ঞানটি অস্পষ্ট থাকে। 'কিং'এই পদের দ্বারা সংশয় সূচিত হয়েছে।

২০। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** বিপর্যয় ও স্বপ্নকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে উল্লেখ করে তাদের স্বরূপ ও উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা প্রদর্শিত হয়েছে। তার মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানবাচী এই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমানবিষয়ে হয়ে থাকে বলে ভাষ্যে প্রত্যক্ষবিষয়ক

৪৮। তদেব

ও অনুমানবিষয়করূপে বিপর্যয়ের দ্বিবিধ ভাগ উপলব্ধ হয়।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** নিশ্চয়াত্মক অযাথার্থ জ্ঞানকে বিপর্যয়রূপে উল্লেখ করেছেন – 'অবধারণরূপাতত্ত্বজ্ঞানং বিপর্যয়ঃ।'[৪৯] শিবাদিত্য অযথার্থ অনুভবকে মূলত নিশ্চয়াত্মক ও অনিশ্চয়াত্মকরূপে দুই ভাগে ভাগ করে সংশয়, অনধ্যবসায় প্রভৃতি অনিশ্চয়াত্মক অযথার্থ জ্ঞানকে সংশয়রূপে এবং বিপর্যয়, স্বপ্ন ইত্যাদিকে নিশ্চয়াত্মক অযথার্থ জ্ঞানরূপে বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিপর্যয়ে জ্ঞাতার জ্ঞাত জ্ঞানটি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। পরবর্তীকালে প্রমাণের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানটি বাধিত হলে জ্ঞাতার যথার্থ জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রমাণের দ্বারা বাধিত হওয়ায় পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞাতার মিথ্যাজ্ঞানটি নিশ্চিত থাকে। যেমন শুক্তিকে রজত বলে ভ্রম হলে সেই ভ্রমজ্ঞনে শুক্তিজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞাতার রজতের জ্ঞানটি নিশ্চিত থাকে। ফলে বিপর্যয়ে বাধক জ্ঞানের উপস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত একটি কোটিই নিশ্চিতভাবে অবস্থান করে বলে বিপর্যয় সংশয়ভিন্নরূপে পরিগণিত। শিবাদিত্য বিপর্যয়ের লক্ষণ নিরূপণ করে স্বপ্নকে বিপর্যয়জ্ঞানরূপে উল্লেখ করলেও বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষাদি কোন ভেদ প্রদর্শন করেননি।

২১। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের বাহ্যবিষয় থেকে নিবৃত্তিবশত প্রলীন (নিরিন্দ্রিয়ক) মনের দ্বারা যেন 'আমি দেখছি', 'আমি শুনছি' – ইত্যাকার মানস প্রত্যক্ষকে স্বপ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে – 'উপরতেন্দ্রিয়গ্রামস্য প্রলীনমনস্কস্যেন্দ্রিয়দ্বারেণৈব যদনুভবনং মানসং তৎ স্বপ্নজ্ঞানম্'।[৫০] এরূপ মানস প্রত্যক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ থাকে না। তাই ভাষ্যে ইব পদটি উল্লেখ করা হয়েছে। স্বপ্নের উৎপত্তিতে ভাষ্যে ত্রিবিধ কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা – (১) সংস্কারের পটুত্ববশত, (২) বাতপিত্তাদি ধাতুদোষবশত এবং (৩) অদৃষ্টবশত। এই ত্রিবিধ কারণের প্রভাবে উৎপন্ন স্বপ্নকেও ভাষ্যে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। বস্তুত স্বপ্নের উৎপত্তিতে ত্রিবিধ কারণ যুগপৎ বিদ্যমান থাকলেও পূর্বোক্ত তিনটি কারণ মুখ্য-গৌণভাবে অবস্থান করে স্বপ্নের উৎপত্তি

৪৯। তদেব, পৃ. ৩৮১

৫০। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ২৯৮

ঘটায়। এরূপে উৎপন্ন স্বপ্ন, জাগ্রতকালীন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে ভাষ্যকার স্বপ্নকে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বিপর্যয় বলে স্বীকার করলেও স্বপ্ন যেহেতু একটি পৃথক্ অবস্থায় (প্রলীনমনস্ক অবস্থায়) হয়, তাই স্বপ্নকে ভাষ্যকার বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে উল্লেখ করেননি। ফলে জাগ্রতকালীন দশায় যে মিথ্যাজ্ঞান, তা বিপর্যয়রূপে এবং প্রলীনমনস্ক দশায় যে মিথ্যাজ্ঞান, তা স্বপ্নরূপে আখ্যাত – এটাই ভাষ্যকারের অভিমত।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্যের** মতে স্বপ্ন বিপর্যয় জ্ঞানের প্রকারবিশেষ। কারণ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত সত্তা বা বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না। উপরন্তু স্বপ্নাবসানে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান জাগ্রতকালীন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। শিবাদিত্য নিদ্রাদোষদুষ্ট মানস প্রত্যক্ষকে স্বপ্ন বলেছেন। ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে নিদ্রাকে একটি অবস্থারূপে স্বীকার করা হয়, জ্ঞানরূপে স্বীকার করা হয় না। এই নিদ্রাবস্থাতে উৎপন্ন জ্ঞানই স্বপ্ন। প্রসঙ্গত নিদ্রার লক্ষণ প্রসঙ্গে *সপ্তপদার্থীতে* বলা হয়েছে – 'যোগজধর্মাননুগৃহীতস্য মনসো নিরিন্দ্রিয়প্রদেশাবস্থানং নিদ্রা।'[৫১] অর্থাৎ যোগজ ধর্মের দ্বারা অনুগৃহীত নয় এমন মন যখন বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবিষয়ের থেকে নিবৃত্তিতে নিরিন্দ্রিয় আত্মপ্রদেশে অবস্থান করে, তখন মনের এইরূপ অবস্থানকে নিদ্রা বলে। যোগাভ্যাসের ফলে যোগিগণ নিজের মনকে বহির্জগত থেকে নিবৃত্ত করে নিরিন্দ্রিয় প্রদেশে স্থাপন করতে সক্ষম হন। তাই নিদ্রার স্বরূপ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য যোগজ ধর্মের দ্বারা অননুগৃহীত মনের নিরিন্দ্রিয় অবস্থা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এই স্বপ্নজ্ঞানে বস্তুর যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। কারণ স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়টিই সেখানে অনুপস্থিত। আবার কখনও কখনও বাস্তবে দৃষ্ট বস্তুর স্বপ্নাবস্থায় অন্যস্বরূপে উপলব্ধি হয়। ফলত বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় না বলে স্বপ্নদৃষ্ট জ্ঞান অযথার্থ বা অপ্রমারূপেই বিবেচিত। আবার স্বপ্নাবস্থায় বস্তুর জ্ঞানটি জ্ঞাতার নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হলেও স্বপ্নাবসানে জাগ্রৎকালীন জ্ঞান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে স্বপ্নজ্ঞান শিবাদিত্যের মতে বিপর্যয়ই। ফলে তিনি স্বপ্নকে পৃথক্ভাবে অপ্রমারূপে নির্দেশ না করে বিপর্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন।

৫১। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৪১

শিবাদিত্য স্বপ্নের উৎপত্তিতে ধর্মাধর্ম, সংস্কার, অদৃষ্ট, ধাতুদোষ ইত্যাদি কারণের উল্লেখ করেননি বলে ফলত আলোচ্য কারণগুলির ভিত্তিতে স্বপ্নের কোন প্রকার ভেদও শিবাদিত্যকর্তৃক *সপ্তপদার্থীতে* প্রদর্শিত হয়নি।

২২। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** স্বপ্নান্তিক নামক জ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন কেউ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে স্বপ্নাবস্থাতেই 'এটি দেখেছি' – এরূপে চিন্তা করে, তখন তার এই জ্ঞান পূর্বানুভূত স্বপ্নের শেষে হয় বলে এই জ্ঞানকে স্বপ্নান্তিক বলে। এই স্বপ্নান্তিক জ্ঞান যেহেতু বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপাররহিত, তাই অনেকে একে স্বপ্নেরই প্রকারভেদ বলে উল্লেখ করেন। ভাষ্যকার কিন্তু স্বপ্নান্তিককে স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে স্বপ্নান্তিক জ্ঞান বিষয়ব্যাপারনিবৃত্ত বাহ্যেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুরুষের হলেও যেহেতু তা পূর্বানুভূত স্বপ্নের অনুসন্ধান বা প্রত্যবেক্ষণজাত, তাই তা স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। 'স্বপ্নান্তিকং যদ্যপি উপরতেন্দ্রিয়গ্রামস্য ভবতি তথাপ্যতীতস্য জ্ঞানপ্রবন্ধস্য প্রত্যবেক্ষণাৎ স্মৃতিরেবেতি ভকত্যেষা চতুর্বিধাঽবিদ্যেতি।'[৫২]

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** স্বপ্নান্তিক নামক কোন জ্ঞানের উল্লেখ করেননি। শিবাদিত্য যেহেতু নিদ্রাদোষদুষ্ট মানস প্রত্যক্ষকে স্বপ্নরূপে অভিহিত করেছেন, তাই তাঁর মতে স্বপ্নান্তিকজাতীয় জ্ঞানগুলি নিদ্রাবস্থাতে অন্তঃকরণরূপ মনের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে তা স্বপ্নেরই অন্তর্গত।

আলোচ্য দুই গ্রন্থের পর্যালোচনায় গুণ বিষয়ক আরও বৈসাদৃশ্য থাকলেও সেগুলি আমার কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হয়নি বলে তাদের উপস্থাপন এখানে করা হয়নি।

৫২। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ২৯৯

❖ কর্ম ঃ

প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী উভয়গ্রন্থেই উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চবিধ কর্মের উল্লেখ পাওয়া গেলেও গ্রন্থদ্বয়ের পর্যালোচনায় আলোচ্য পঞ্চবিধ কর্মের বিভাজনবিষয়ক সূক্ষ্ম ভেদ দৃষ্ট হয় যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল ঃ

প্রশস্তপাদভাষ্যে উৎক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ কর্মের স্বরূপ আলোচনার পর আলোচ্য উৎক্ষেপণাদি পাঁচটি কর্মকেই সৎপ্রত্যয়কর্ম ও অসৎপ্রত্যয়কর্মরূপে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রযত্নপূর্বক কর্মানুষ্ঠান সৎপ্রত্যয় এবং অপ্রযত্নপূর্বক কর্মানুষ্ঠান অসৎপ্রত্যয়রূপে পরিগণিত –

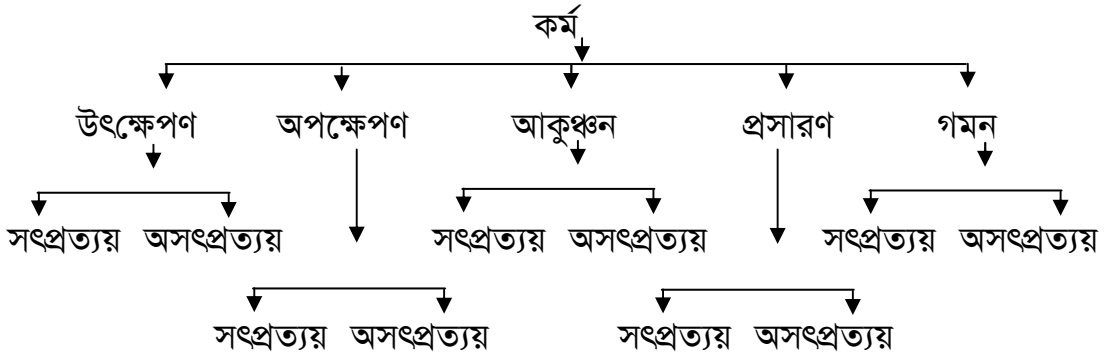

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** উৎক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ কর্মকে প্রযত্নপূর্বক ও অপ্রযত্নপূর্বকরূপে বিভক্ত না করে বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীন ভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন। শাস্ত্রবিহিত পুণ্যহেতু উৎক্ষেপণাদি বিহিতরূপে ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপহেতু উৎক্ষেপণাদি নিষিদ্ধরূপে পরিগণিত। আর যা বিহিতও নয় ও নিষিদ্ধও নয় তা উদাসীনরূপে পরিগণিত। অতএব সপ্তপদার্থীতে কর্মের যেরূপ বিভাজন প্রদর্শিত হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

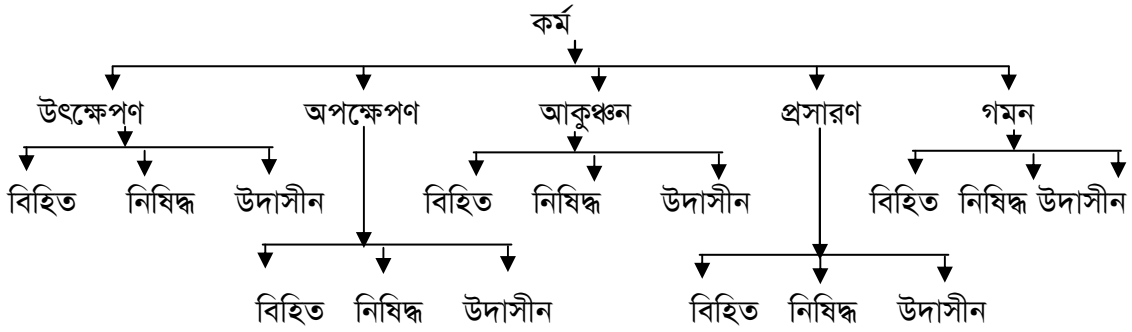

❖ সামান্য ঃ

'সমানানাং ভাবঃ সামান্যম্' এরূপ বুৎপত্তি অনুসারে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে সাধারণ ধর্মটির ভিত্তিতে পদার্থগুলির মধ্যে অনুগতাকার জ্ঞান অর্থাৎ একাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই বৈশেষিক দর্শনে সামান্য পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়। সামান্য নিরূপণ প্রসঙ্গে *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কিছু ভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নে আলোচনা করা হল –

১। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** পর এবং অপর ভেদে দুই প্রকার সামান্য স্বীকার করা হয়েছে। এই দ্বিবিধ সামান্যের যে সাধর্ম্য ভাষ্যে প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সামান্যের যথার্থ স্বরূপটি বোধগম্য হয়। ভাষ্যে উক্ত সামান্যের স্বরূপটি হল – 'স্ববিষয়সর্বগতমভিন্নাত্মকমনেকবৃত্তি একদ্বিবহুষ্বাত্মস্বরূপানুগমপ্রত্যয়কারি স্বরূপাভেদেনাধারেষু প্রবন্ধেন বর্তমানমনুবৃত্তি প্রত্যয়কারণম্।' [৫৩]

পক্ষান্তরে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে লক্ষণপ্রকরণে বলেছেন – 'সামান্যং নিত্যমেকমনেকসমবেতম্'[৫৪] অর্থাৎ নিত্য যে পদার্থ অনেক আশ্রয়ে সমবায়সম্বন্ধে

৫৩। প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ৫১২
৫৪। সপ্ত., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৫১

বিদ্যমান এবং যা সংখ্যায় একরূপে পরিগণিত তাকেই সামান্য বলা হয়। সামান্য সংখ্যায় অনন্ত হলে তা অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হতে পারবে না। তাই সামান্যকে শিবাদিত্য একরূপে উল্লেখ করেছেন। সামান্যকে নিত্য বলা হয়েছে কারণ সামান্যের আশ্রয় বিনষ্ট হলেও সামান্যের বিনাশ ঘটে না। যেমন গোব্যক্তির নাশ হলেও গোত্ব অবিনষ্ট থাকে বলে প্রলয়ের পর সৃষ্টিকালে পুনরায় 'এটি গরু', 'এটি গরু' এরূপ অনুগতাকার জ্ঞান হতে পারে। শিবাদিত্য সামান্যের লক্ষণনিরূপণ প্রসঙ্গে সামান্যকে অনুগতপ্রত্যয়কারীরূপে উল্লেখ না করলেও যেহেতু গ্রন্থকার সংখ্যায় একরূপে পরিগণিত সামান্য অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে বলে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু বোঝা যায় যে সামান্য অনেক আশ্রয়ের অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয়। ফলে শিবাদিত্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সামান্যের অনুগতপ্রত্যয়কারিত্ব উক্ত না হলেও লক্ষণে উক্ত একত্ব ও অনেক সমবেতত্বরূপ পদ দুটির মাধ্যমে সামান্যের পরোক্ষভাবে অনুগতপ্রত্যয়ের জ্ঞান হয়।

২। পূর্বোক্ত আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য এখন শিবাদিত্যের মতটি পূর্বে উপস্থাপন করে তার সাপেক্ষে প্রশস্তপাদভাষ্যের মতটি পরে উপস্থাপন করা হচ্ছে। **শিবাদিত্য** উদ্দেশপ্রকরণে সামান্যকে জাতি ও উপাধি এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন – 'সামান্যং জাতিরূপমুপাধিরূপং চ।'[৫৫] অনেক সময় কোন কোন ধর্মকে সামান্যরূপে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন পাচকত্ব, লেখকত্ব প্রভৃতি। এই সকল ধর্ম কিন্তু আসলে জাতি নয়। এরা উপাধি বিশেষ। জাতিরূপ সামান্য কিন্তু গমন প্রভৃতি ক্রিয়াকে অপেক্ষা না করে স্বস্বরূপে নিজ আশ্রয়ে স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে এবং কোন পরিস্থিতিতেই জাতিরূপ সামান্যের পরিবর্তন ঘটে না। যেমন দ্রব্যত্ব প্রভৃতি

৫৫। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ.১৯১

জাতি সর্বকালে সর্বাবস্থাতে অপরিবর্তিত থেকে 'এটি দ্রব্য' এরূপ অনুগতাকার জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটায়। উপাধিরূপ সামান্য কিন্তু ক্রিয়াসাপেক্ষ। যেমন সমস্ত পাচকদের মধ্যে 'এই ব্যক্তি পাচক' 'এই ব্যক্তি পাচক' এরূপ অনুবৃত্তি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পাচকত্বরূপ জ্ঞানটিকে আলোচ্য অনুবৃত্তিজ্ঞানের জনক বলা হয়। কিন্তু এই পাচকই যখন পচনক্রিয়া ত্যাগ করে পঠন ক্রিয়া, লেখন ক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই পাচক যথাক্রমে পাঠক, লেখক ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং পাচকও পচনক্রিয়া ত্যাগের মাধ্যমে অপাচক বলে গণ্য হওয়ায় পাচকত্বরূপ সামান্যটি পাকক্রিয়াসাপেক্ষ। শিবাদিত্য এই জাতি এবং উপাধিরূপ সামান্যের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেছেন সত্তা, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ইত্যাদি হল জাতিরূপ সামান্য এবং পাচকত্ব প্রভৃতি হল উপাধিরূপ সামান্য – 'জাতিরূপং সত্তাদ্রব্যগুণকর্মত্বাদি। উপাধিরূপং পাচকত্বাদি।'[৫৬] এরূপে উপাধিরও সামান্যত্ব স্বীকারপূর্বক শিবাদিত্য জাতি ও উপাধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'নির্বাধকং সামান্যং জাতিঃ। সবাধকং সামান্যমুপাধিঃ'[৫৭] অর্থাৎ যে সামান্যটি নির্বাধক অর্থাৎ সামান্যবিষয়ক কোন বাধক যে সামান্যে থাকে না, তাকে জাতিরূপ সামান্য বলা হয় এবং যে সামান্য সবাধক বা কোন বাধকের দ্বারা বাধিত, সেটি উপাধিরূপ সামান্য বলে বিবেচিত। যেমন পূর্বোক্ত পাচকের পাচকত্বরূপ সামান্যটি সেই পাচকেরই লেখনক্রিয়াসাপেক্ষ লেখকত্বরূপ সামান্যের দ্বারা বাধিত হয় বলে পাচকত্ব উপাধিরূপ সবাধক সামান্য। এরূপে দ্রব্যত্ব বা গুণত্ব অপর কোন সামান্যের দ্বারা বাধিত হয় না

৫৬। তদেব
৫৭। তদেব, পৃ. ৪৫৮

বলে তা জাতিরূপ নির্বাধক সামান্যরূপে বিবেচিত অর্থাৎ যেটি দ্রব্য সেটি সর্বদা দ্রব্যরূপেই বা যেটি গুণ সেটি সর্বদা গুণরূপেই পরিগণিত। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে নির্বাধক জাতিরূপ সামান্যই পদার্থরূপে বিবেচিত হয়। *সপ্তপদার্থীতে* আলোচিত উপাধিরূপ সামান্যটি কিন্তু আসলে পদার্থ নয়, বরং ধর্মবিশেষ। ফলে শিবাদিত্য নিত্য, এক ও অনেক সমবেতরূপে যে সামান্যের নির্দেশ করেছেন তা বস্তুত নির্বাধক জাতিরূপ সামান্যেরই লক্ষণ।

পক্ষান্তরে, ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** উপাধিরূপ সামান্যের কোন উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে সামান্যরূপে উক্ত পদার্থটি আসলে নির্বাধক জাতিবিশেষই। উদয়নাচার্য *কিরণাবলীতে* জাতির বাধক প্রসঙ্গে বলেছেন –

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।।" [৫৮]

অর্থাৎ একত্ববৃত্তি, তুল্যত্ব, সাঙ্কর্য, অনবস্থা, স্বরূপনাশ ও সম্বন্ধাভাব এই ছয়টি জাতির বাধকরূপে পরিচিত। এর মধ্যে একব্যক্তিকত্ব বা একত্ববৃত্তি জাতির বাধকরূপে পরিগণিত হয়েছে, কারণ একটি মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত সামান্য অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হতে পারে না। অনুগতাকার জ্ঞান হতে গেলে অন্ততপক্ষে দুইটি আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন আকাশ একটি মাত্র দ্রব্যরূপে পরিগণিত হওয়ায় আকাশে আকাশত্বরূপ সামান্য স্বীকার করলে তা ভিন্নাশ্রয়ের অভাবে অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হতে পারবে না। ফলে একত্ববৃত্তি আকাশের আকাশত্বরূপ জাতি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এরূপ তুল্যত্ব জাতির বাধক। যেমন কলসত্ব

৫৮। কিরণা., সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম – পৃ. ১৬১

ও ঘটত্ব এই দুটিই ঘটরূপ ধর্মীকে আশ্রয় করে থাকে। ফলে কলসত্ব ঘটের সমনীয়ত হওয়ায় অর্থাৎ ঘট ও কলসত্ব একই বলে পরিগণিত হওয়ায় কলসত্বের জ্ঞানটি তুল্যত্বরূপ ধর্মের দ্বারা বাধিত হয়। আবার সাঙ্কর্য জাতির জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যে দুটি ধর্ম পরস্পরের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকে, সেই দুটি ধর্ম যদি একই অধিকরণে অবস্থান করে, তাহলে ধর্মদুটি পরস্পর সঙ্কর বলে গণ্য হবে। যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব। বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বই হল ভূতত্ব। যেমন ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলি পৃথিবী, জল, তেজ প্রভৃতিতে থাকে বলে পৃথিব্যাদি পাঁচটি দ্রব্যে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বরূপ ভূতত্ব বিদ্যমান। আবার পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বকে মূর্তত্ব বলে। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা বিভুপরিমাণ বলে অর্থাৎ সর্বমূর্তদ্রব্যসংযোগীরূপে গণ্য হয় বলে এই চারটি দ্রব্য অমূর্ত বলে স্বীকৃত। এখানে আকাশে যেমন মূর্তত্বের অভাব আছে তেমনি ভূতত্বও আছে। ফলে ভূতত্ত্ব ও মূর্তত্ব পরস্পরের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকল। আবার পৃথিবী প্রভৃতি চারটিতে আলোচ্য ধর্মদ্বয়ের একাধিকরণ্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব সাঙ্কর্যবশত জাতির বাধক। আবার সামান্যে সামান্য স্বীকার করলে অনবস্থারূপ দোষ দেখা দেয়। এইজন্য সামান্যে সামান্যত্বরূপ জাতিটি অনবস্থাদোষবশত জাতির বাধক বলে পরিগণিত। এরূপে রূপহানিও জাতির বাধকরূপে বর্ণিত হয়েছে। রূপ অর্থাৎ স্বরূপ, তার হানি হয় বলে রূপহানি জাতির বাধকবিশেষ। বিশেষ পদার্থের স্বরূপ হল স্বতোব্যাবৃত্তত্ব। বিশেষে যদি বিশেষত্বরূপ সামান্য স্বীকার করা হয়, তাহলে বিশেষের স্বরূপের হানি ঘটবে। কারণ বিশেষ হল ব্যাবর্তক জ্ঞানের কারণবিশেষ, আর সামান্য

হল অনুগতাকার জ্ঞানের জনকবিশেষ। ফলে উভয়জ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ বলে বিশেষের বিশেষত্বরূপ সামান্যটি সবাধক। আবার সমবায়ে যদি সমবায়ত্বরূপ সামান্য স্বীকার করা হয় তাহলে সেই সমবায়ত্ব সমবায়ে কোন সম্বন্ধে থাকবে ? এরূপ প্রশ্নের উৎপত্তিতে সংযোগসম্বন্ধকে সমবায়ত্বের সম্বন্ধরূপে স্বীকার করা যাবে না। কারণ সংযোগ অনিত্য, আর সমবায় নিত্য। আবার সমবায় সংখ্যায় এক হওয়ায় অপর সমবায়রূপ সম্বন্ধও স্বীকার করা যাবে না। ফলে সম্বন্ধের অভাববশত সমবায়ে সমবায়ত্বরূপ সামান্যটি সবাধক। এইরূপ বাধকযুক্ত সামান্য ভাষ্যকারের সম্মত নয় বলে *প্রশস্তপাদভাষ্যে* কেবল নির্বাধক জাতিরূপ সামান্যেরই স্বীকার পরিলক্ষিত হয়।

৩। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ সামান্য স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে সত্তারূপ সামান্যটিকে পরসামান্য বলে স্বীকার করা হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে 'এটি সৎ' এরূপে অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয় যে সামান্য, তাই সত্তা নামে পরিচিত। 'সতো ভাবঃ সত্ত্বম্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সৎ বা অস্তিত্বের যে ভাব বা স্বরূপ, তাই সত্ত্ব বা সত্তা নামে পরিচিত। সুতরাং সত্তা সামান্যের দ্বারা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম যে অস্তিত্ববান, তাই দ্যোতিত হয়। সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে সামান্য স্বীকার করলে অনবস্থা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয় বলে দ্রব্য, গুণ ও কর্মেই সামান্য স্বীকার করা হয়। যেহেতু এই সত্তাসামান্যের দ্বারা দ্রব্যত্বাদি তিনটিই দ্যোতিত হয়, তাই সত্তা কেবল অনুগতাকার জ্ঞানেরই জনক হয়ে থাকে। 'পর' শব্দের অর্থ হল অধিকপরিমাণ এবং অপর শব্দের অর্থ হল ন্যূনপরিমাণ। *তর্কসংগ্রহের দীপিকা* টীকায় অন্নংভট্ট বলেছেন – 'পরমধিকদেশবৃত্তি। অপরং

ন্যূনদেশবৃত্তি।'[৫৯] সত্তারূপ সামান্যের দ্বারা মিলিতভাবে দ্রব্যত্বাদির জ্ঞান হয় বলে তা পৃথক্ পৃথক্ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতির জ্ঞান থেকে অধিক স্থান অধিকার করে থাকে বলে পর এই নামে অভিহিত। সামান্য যে শুধুই অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয়, তা নয়। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সামান্যের দ্বারা দ্রব্যত্ব যে গুণত্ব থেকে পৃথক্, তাও বোধগম্য হয়। ফলে সামান্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাবর্তকরূপেও পরিগণিত হয়। এই ব্যাবর্তকত্ব বিশেষ নামক পদার্থের ধর্মরূপে গণ্য হয়। যা নিজের আশ্রয়ে অবস্থান করে স্বভিন্ন পদার্থ থেকে স্বাশ্রয়কে বিশেষিত করে, তাই বিশেষ নামে পরিচিত। দ্রব্যত্বরূপ সামান্যটি একদিকে যেমন পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্যে অবস্থান করে 'এটি দ্রব্য', 'এটি দ্রব্য' এরূপ অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয়, তেমনি অপরদিকে গুণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি থেকে দ্রব্যত্বকে পৃথক্রূপে বিশেষিত করতেও সমর্থ হয়। এরূপে গুণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি ব্যাবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানোৎপত্তিহেতুক বিশেষরূপেও পরিগণিত হয়। কিন্তু সত্তারূপ সামান্য এরূপ ব্যাবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানের জনক না হওয়ায় কেবল অনুবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানোৎপত্তিহেতুক শুধুই সামান্যরূপে পরিগণিত হয়। ভাষ্যকারের মতে পরসামান্য ব্যতিরেকে যাবতীয় সামান্য অপর আখ্যায় অভিহিত। কারণ তা পর সামান্য অপেক্ষা অল্পস্থান ব্যাপিয়ে অবস্থান করে। এরূপে ভাষ্যে সত্তারূপ পরসামান্য কেবল সামান্যরূপে এবং দ্রব্যত্বাদি অপরসামান্য সামান্য ও বিশেষ উভয়রূপেই পরিগণিত হয়েছে। এখানে পূর্বপক্ষী আপত্তি করতে পারেন যে অপরসামান্যের এই 'বিশেষ' আখ্যা সঠিক নয়। কারণ অনুগতাকার জ্ঞানোৎপাদকত্বরূপ সামান্যের স্বরূপ স্বতোব্যাবর্তকত্বরূপ বিশেষের স্বরূপ থেকে সম্পূর্ণ

৫৯। তর্ক. দী., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী , পৃ. ৫১

ভিন্ন ও বিরুদ্ধ। ফলে দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের একত্রাবস্থান সম্ভব না হওয়ায় অপরসামান্যের 'বিশেষ' আখ্যা যুক্তিসঙ্গত নয়। এরূপ আপত্তির খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা যায় যে দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপরসামান্যের স্বাশ্রয়ব্যাবর্তকরূপে যে ব্যবহার দৃষ্ট হয় তা প্রকৃতপক্ষে সামান্যের গৌণ ব্যবহার। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সামান্যের অনুগতাকার জ্ঞানরূপেই মুখ্য ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে মুখ্যবৃত্তিতে দ্রব্যত্বাদি সামান্য হলেও গৌণবৃত্তিতে এদের বিশেষরূপে ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। এরূপে অপর সামান্য যে যুগপৎ সামান্য ও বিশেষরূপে পরিগণিত হতে সমর্থ, তা সিদ্ধ হল।

পক্ষান্তরে **শিবাদিত্য** জাতিরূপ নির্বাধক সামান্যকে পর, অপর ও পরাপর ভেদে তিন ভাগে ভাগ করেছেন – 'সামান্যং পরম্ অপরং পরাপর চেতি ত্রিবিধম্ ।'[৬০] তার মধ্যে যে সামান্যের মধ্যে অধিকদেশবৃত্তিত্ব বর্তমান তাই পরসামান্যরূপে আখ্যাত। পরসামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য বলেছেন 'ব্যাপকমাত্রং সামান্যং পরম্' [৬১] অর্থাৎ যে সামান্য শুধুই ব্যাপকরূপে অবস্থান করে, তাকে পরসামান্য বলা হয়। বলভদ্রের 'সন্দর্ভ' টীকায় ব্যাপকত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ব্যাপকমাত্রমিতি জাত্যন্তরাব্যাপ্যমিত্যর্থঃ।'[৬২] লক্ষণে মাত্র শব্দের গ্রহণের দ্বারা পরসামান্য যে কখনও ব্যাপ্যরূপে পরিগণিত হয় না, তাই দ্যোতিত হয়েছে। যেমন ধূমানুমানের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে অগ্নি থাকলেও অগ্নির সমস্ত অধিকরণে আবশ্যিকভাবে ধূম নাও থাকতে পারে। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। ফলে অগ্নি ধূম অপেক্ষা অধিক স্থান

৬০। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৫০
৬১। তদেব, পৃ. ৩২৬
৬২। সন্দ. টী., তদেব, পৃ. ৩২৭

ব্যাপিয়ে থাকে বলে অগ্নি ব্যাপকরূপে এবং ধূম অগ্নির তুলনায় ন্যূনদেশবৃত্তিত্বহেতুক ব্যাপ্যরূপে পরিগণিত হয়। এরূপে যে সামান্য অপরাপর সামান্যের অপেক্ষয় অধিকদেশবৃত্তিত্বহেতুক কেবলই ব্যাপক, কখনও কোন সামান্যের অপেক্ষা ব্যাপ্য হয় না, তাই পরসামান্যরূপে অভিহিত। সত্তারূপ সামান্যটি পৃথক্ পৃথক্ভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যত্বাদির অপেক্ষায় অধিকদেশবৃত্তিত্ববশত কেবলই ব্যাপকরূপে পরিগণিত হওয়ায় তা পরসামান্যরূপে গণ্য হয়। অপদিকে অন্য সামান্যের অপেক্ষায় যে সামান্য অল্পস্থান অধিকার করে কেবল ব্যাপ্যরূপেই পরিগণিত হয়, তাই অপরসামান্যরূপে অভিহিত – 'ব্যাপ্যমাত্রং সামান্যমপরং।'[৬৩] যেমন 'ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্য ঘট, পট প্রভৃতিতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। এই ঘটত্ব প্রভৃতি দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অল্পস্থান জুড়ে অবস্থান করে। দ্রব্যত্বের একটি অংশমাত্ররূপে ঘটত্ব বিবেচিত হয়। এই ঘটত্ব দ্রব্যত্ব অপেক্ষা ব্যাপ্য, কারণ ঘটমাত্রই দ্রব্যবিশেষ, কিন্তু দ্রব্যমাত্রই ঘট নয়। আবার ঘটত্ব অপর কোন সজাতীয় সামান্য অপেক্ষা অধিক স্থান জুড়ে অবস্থান করে না বলে, তা শুধুই ব্যাপ্যরূপে পরিগণিত হয়। এরূপ ব্যাপ্যমাত্রবৃত্তি সামান্য অপরসামান্যরূপে পরিগণিত। আবার যে সামান্যের অধিকদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপকত্ব ও ন্যূনদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্যত্ব উভয়ই বিদ্যমান, সেই সামান্য পরাপর সামান্যরূপে পরিগণিত – 'ব্যাপ্যব্যাপকোভয়রূপং সামান্যং পরাপরম্ ।'[৬৪] পরাপর এই নামটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে আলোচ্য সামান্যের মধ্যে পরত্ব ও অপরত্ব উভয় ধর্মেই বিদ্যমান। যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব ইত্যাদি একদিকে যেমন সত্তারূপ পরসামান্যের অপেক্ষায় অল্পস্থান জুড়ে

৬৩। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩২৬
৬৪। তদেব

থাকায় অপর বলে পরিগণিত হয় তেমনি অপরদিকে পৃথিবীত্ব, রূপত্ব, উৎক্ষেপণত্ব ইত্যাদি থেকে অধিকস্থান ব্যাপিয়ে থাকায় পৃথিব্যাদির অপেক্ষায় পর বলে গণ্য হয়। এরূপ পৃথিবীত্ব দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অপর এবং ঘটত্বাদি অপেক্ষা পর বলে গণ্য হয়। এরূপ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ের ধর্মবিশিষ্ট সামান্যই পরাপর নামে অভিহিত।

❖ অভাব ঃ

বৈশেষিক সূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যজনিত তত্ত্বজ্ঞান থেকে যখন নিঃশ্রেয়সের উৎপত্তির কথা বলেছেন তখন পদার্থের উদ্দেশ প্রসঙ্গে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থের উল্লেখ করলেও অভাব পদার্থের কোন উল্লেখ পদার্থের উদ্দেশ সূত্রে উপলব্ধ হয় না।[৬৫] কিন্তু তার মানে এই নয় যে মহর্ষি কণাদ অভাব পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কারণ অভাব মহর্ষি কণাদের অস্বীকৃত হলে বৈশেষিক সূত্রের বিভিন্ন স্থলে অভাবের উল্লেখ থাকত না। কিন্তু 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ,'[৬৬] 'ন তু কার্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ'[৬৭] ইত্যাদি সূত্রে অভাবের উল্লেখ দেখে অনুমান করা যায় যে অভাব পদার্থের অস্তিত্ব মহর্ষি কণাদের সম্মত ছিল। পদার্থের উদ্দেশ প্রসঙ্গে এই অভাব পদার্থের উল্লেখ নিয়ে *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কিছু ভেদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

৬৫। 'ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্' – বৈ. সূ. – ১/১/৪

৬৬। বৈ. সূ. – ১ / ২ / ১

৬৭। বৈ. সূ. – ১ / ২ / ২

১। ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** মহর্ষি কণাদকে অনুসরণ করে পদার্থের উদ্দেশ প্রসঙ্গে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৮] এখানে ভাষ্যকার অভাবের উল্লেখ করেননি বলে মনে হতে পারে অভাব পদার্থটি ভাষ্যকারের সম্মত নয়। কিন্তু অনুল্লেখের অর্থ অস্বীকার নয়। *প্রশস্তপাদভাষ্যের* টীকাকার উদয়নাচার্য *কিরণাবলী* তে বলেছেন যে অভাব যেহেতু প্রতিযোগীর নিরূপণ সাপেক্ষ, তাই পদার্থের উদ্দেশকালে ভাষ্যকার অভাবের উল্লেখ করেননি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অভাব তুচ্ছ পদার্থ বলে পরিগণিত হওয়ায় তা ভাষ্যকারকর্তৃক উল্লিখিত হয়নি।[৬৯] নিঃশ্রেয়সে অভাবের উপযোগীতা স্বীকার করা হয়। এই নিঃশ্রেয়সের উপযোগী দ্রব্যাদি অন্যান্য ছয়টি ভাবপদার্থের ন্যায় অভাব নিঃশ্রেয়সের উপযোগীরূপে অবশ্যই স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি নিঃশ্রেয়সহেতুকরূপে অভাবের উপযোগিতা থাকে, তাহলে পদার্থের বিভাগ আলোচনাকালে উক্ত বিভাগে অভাবের অন্তর্ভুক্তি না হওয়ায় ভাষ্যকারকৃত পদার্থের বিভাগটি ন্যূনতাদোষে দুষ্ট হয় না কি ? এর উত্তরে বলা যায় যে পদার্থের বিভাগে উদ্দিষ্ট ছয়টি পদার্থ প্রতিযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু অভাব প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ বলে অভাবকে দ্রব্যাদির সাথে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন যখন বলা হয় 'এটি ঘট' বা 'এটি পট' তখন এরূপ ভাবপদার্থের জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন বলা হয় 'ঘট নেই' বা 'পট নেই' তখন এরূপ অভাবাত্মক জ্ঞানটি প্রতিযোগী ঘট বা পটকে ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না,

---

৬৮। "দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ" – প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৯

৬৯। "অভাবস্তু স্বরূপবানপি পৃথক্ নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ। ন তু তুচ্ছত্বাৎ।" – কিরণা., সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পৃ. ৩৮

বরং ঘট প্রভৃতিকে আশ্রয় করেই ঘটাদির অভাবাত্মক জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়। ফলে স্বতন্ত্র ভাবপদার্থগুলির সাথে প্রতিযোগী সাপেক্ষ অভাব পদার্থের একই সঙ্গে উল্লেখ সমীচীন নয় বলে দ্রব্যাদির সাথে অভাবকে ভাষ্যকার উল্লেখ করেননি। আবার প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বকে যদি অভাবের অনুল্লেখের কারণরূপে ধরা হয়, তাহলেও আশঙ্কা হতে পারে যে বৈশেষিক শাস্ত্রে এমন অনেক পদার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা প্রতিযোগীর নিরূপণকে অপেক্ষা করে। শাস্ত্রে (উদ্দেশসূত্রে) সেই সব পদার্থের উল্লেখ আছে, অথচ অভাব পদার্থের উল্লেখ নেই। অতএব যদি প্রতিযোগিনিরূপণসাপেক্ষত্বকে অভাবের অনুল্লেখের কারণ ধরা হয়, তাহলে ওইসব পদার্থেরও উদ্দেশসূত্রে উল্লেখ অসঙ্গত হয়ে পড়বে। যেমন গুণরূপে যে সংযোগ ও বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও তাদের প্রতিযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রতিযোগিনিরূপনসাপেক্ষত্ববশত সংযোগ ও বিভাগের উল্লেখও অসমীচীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে সংযোগ বা বিভাগের নিরূপণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগীটি সংযোগ ও বিভাগের বিরোধী নয়। সংযোগ ও বিভাগের নিরূপণে তাদের সম্বন্ধিদ্বয়ের নিরূপণই অপেক্ষিত থাকে। এই সম্বন্ধিদ্বয় সংযোগ ও বিভাগের অবিরোধী। কিন্তু অভাব নিরূপণে যে প্রতিযোগী অপেক্ষিত থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে অভাবের বিরোধী। সুতারাং পদার্থের উদ্দেশকালে অভাব উল্লিখিত হয় নি, কারণ অভাব বিরোধী প্রতিযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। আর সংযোগ ও বিভাগ তাদের অবিরোধী সম্বন্ধিদ্বয়কে অপেক্ষা করে। তাই উদ্দেশসূত্রে তাদের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আবার

বিরোধিপ্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণীয়ত্বের সমর্থনে অভাব ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ উপলব্ধ না হওয়ায় আলোচ্য হেতুটিকে অভাবের অনুল্লেখের কারণ বলে মনে নাও হতে পারে। তাই বলা যায় যে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের উল্লেখের দ্বারাই অভাবপদার্থ উল্লিখিত হওয়ায় পৃথক্‌ভাবে অভাবের আর উদ্দেশ সাধন করা হয়নি। কারণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ থেকে দ্রব্যাদি যে পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এরূপ পরস্পরের স্বরূপভেদ অন্যোন্যাভাবরূপে খ্যাত। ফলে দ্রব্যাদির উল্লেখের মাধ্যমেই অভাব দ্যোতিত হওয়ায় অভাবের আর পৃথকরূপে উল্লেখ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। আবার যে দুটি পদার্থ পরস্পর অভিন্ন বলে পরিগণিত হয়, তাদের একটির উল্লেখের মাধ্যমে অপরটি উল্লিখিত হতে পারে। যেমন পুষ্প ও কুসুম পরস্পর অভিন্ন বলে পুষ্পের উল্লেখের দ্বারা কুসুমেরও উল্লেখ হয়। কিন্তু এরূপ পদার্থ ও তাদের অন্যোন্যাভাব অভিন্ন নয় বলে দ্রব্যাদির উল্লেখের দ্বারা অন্যোন্যাভাবরূপে অভাবের উল্লেখ সম্ভব নয়। ফলে পুনরায় অভাবের অনুল্লেখবশত অস্বীকারের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাই আলোচ্য আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত বলা যায় যে অভাব যদি ভাষ্যকারের অসম্মত হত, তাহলে ভাষ্যে 'অভাব' – এই কথাটির উল্লেখই থাকত না। কিন্তু ভাষ্যে অভাব কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭০] সাধারণত ভাবপদার্থের দ্বারা বিশেষিত হয়েই অভাব আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় বলে ভাষ্যে প্রথমে ভাবপদার্থসকল উল্লিখিত হয়েছে এবং পরে স্থানবিশেষে অভাব পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অভাব পদার্থের খণ্ডন বিষয়ক কোন মত ভাষ্যে প্রদর্শিত হয়নি বলে অভ্যুপগম

৭০। 'তদভাববচনাদণুপরিমাণম্' – প্রশস্ত., সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, ২য় ভাগ, পৃ. ১৫৯

সিদ্ধান্তের দ্বারা বুঝে নিতে হবে যে অভাব ভাষ্যকারের অভিমত ছিল। তাছাড়া পদার্থের উদ্দেশ প্রসঙ্গে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের সাথে ভাববিরোধী অভাবপদার্থের উল্লেখ সমীচীন হত না বলেও ভাষ্যকার দ্রব্যাদির সাথে অভাবের উল্লেখ করেননি বলে অনুমান করা যেতে পারে। উপরন্তু দুঃখদির অভাবরূপ মোক্ষ সর্বদর্শনসম্মত। নিঃশ্রেয়সে উপযোগীতাবশত অভাবের পদার্থত্ব কিরণাবলীতেও স্বীকৃত হয়েছে – 'তেন দ্রব্যাদীনাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভাং তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্ সংগ্রহো নিঃশ্রেয়সং সাধয়তি যতোঽতঃ প্রেক্ষাবতামুপাদেয় ইতি তাৎপর্যম্ ।'[৭১]

অপরপক্ষে **শিবাদিত্য** পদার্থের উদ্দেশসূত্রে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের সাথে একই সঙ্গে অভাবেরও নামোল্লেখ করেছেন – 'তে চ দ্রব্য- গুণ–কর্ম–সামান্য–বিশেষ–সমবায়াভাবাখ্যাঃ সপ্তৈব।'[৭২] শুধু তাই নয় সেখানে তিনি প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে চতুর্বিধ অভাবের ভেদও প্রদর্শন করেছেন – 'অভাবস্তু প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবান্যোন্যাভাবাত্যন্তা ভাবলক্ষণশ্চতুর্বিধঃ।'[৭৩] অভাব নিরূপণ প্রসঙ্গে শিবাদিত্যও অভাবকে প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন – 'প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ।'[৭৪] যার অভাব, তাকে প্রতিযোগী বলে। যেমন ঘটাভাবে যেহেতু ঘটের অভাব প্রতিপাদিত হয়, তাই ঘট হল ঘটাভাবের প্রতিযোগী। আর অভাবের অধিকরণ অনুযোগীরূপে পরিগণিত। যেমন পটে ঘটাভাব দ্যোতিত হয়

৭১। কিরণা., সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পৃ. ৩৮ – ৩৯
৭২। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪
৭৩। তদেব, পৃ. ৬১
৭৪। তদেব, পৃ. ২৬০

বলে পট হল ঘটাভাবের অনুযোগী। মিতভাষিণীতে স্বাভাববিরহাত্মাকে প্রতিযোগী বলে উল্লেখ করে প্রতিযোগীর অধীনস্থ জ্ঞানকে অভাব বলে স্বীকার করা হয়েছে – 'স্বাভাববিরহাত্মা প্রতিযোগী। প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনং জ্ঞানং যস্য স তথা। অধীনত্বং জন্যত্বম্ ।'[৭৫] স্বশব্দের দ্বারা যদি ঘট গৃহীত হয়, তাহলে স্বাভাব হল ঘটাভাব। আর স্বাভাববিরহ হল ঘট। কারণ ঘটাভাবের অভাব ঘটরূপেই পরিগণিত। এরূপ স্বাভাববিরহাত্মক প্রতিযোগীকে আশ্রয় করে উৎপন্ন জ্ঞানই অভাব। এরূপে অভাবকে প্রতিযোগিসাপেক্ষজ্ঞানরূপে স্বীকার করেও নিঃশ্রেয়সে অভাবের উপযোগীতা স্বীকারপূর্বক শিবাদিত্য পদার্থের উদ্দেশসূত্রে ভাবপদার্থের সাথে একই সারিতে অভাবের উল্লেখ করে মোট সাতটি পদার্থ স্বীকার করেছেন।

২। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে এখানে সপ্তপদার্থীর মতটি পূর্বে উপস্থাপন করে তার সাপেক্ষে প্রশস্তপাদভাষ্যের ভেদটি পরে প্রদর্শন করা হয়েছে। অভাবের ভেদ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য ***সপ্তপদার্থীতে*** প্রাগভাব প্রভৃতি যে চারটি ভেদ স্বীকার করেছেন, তার মধ্যে যে অভাবের অন্ত বা শেষ সম্ভব হলেও, আদি বা আরম্ভ যার অনির্দিশ্য, সেই অভাব প্রাগভাব নামে পরিচিত।[৭৬] এই অভাব উৎপত্তির পূর্বে প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে থাকে। কিন্তু প্রতিযোগী উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাগভাব অন্তর্হিত হয়। তাই বলা হয়েছে প্রাগভাবের অন্ত বা শেষ আছে। কেননা প্রতিযোগীর উৎপত্তিকালে প্রাগভাবটি বিনষ্ট হয় (শেষ হয়)। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে অনন্ত–

৭৫। মিত. টী., তদেব

৭৬। 'অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ' – তদেব, পৃ. ৩৩০

কাল ধরে প্রাগভাবটি উপলব্ধ হয় বলে এই অভাবের আদি বা আরম্ভ নির্দেশ করা যায় না। বস্তুত সম্ভাব্য বা বস্তুর ভাবী অস্তিত্বের পরিচয় প্রাগভাবের দ্বারা গৃহীত হয়। যেমন 'ঘটো ভবিষ্যতি' এখানে প্রতিযোগী ঘটের ভাবী অস্তিত্ব কল্পনার মধ্যে দিয়ে দ্যোতিত হচ্ছে যে বর্তমানে ঘটটি অনুপস্থিত অর্থাৎ বর্তমানে ঘটাভাব রয়েছে। এই প্রাগভাবটি ঘটের সমবায়িকারণ মৃত্তিকাতে অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান থাকায় তা অনাদি এবং ঘটোৎপত্তির মাধ্যমে ঘটাভাবটি বিনষ্ট হওয়ায় সান্ত। এই প্রাগভাবের ঠিক বিপরীত অভাবটি হল প্রধ্বংসাভাব। যে অভাবের আদি নির্দেশ করা গেলেও অন্ত বা শেষ যার অনির্দিশ্য, তাকে প্রধ্বংসাভাব বলে। প্রধ্বংসাভাবের লক্ষণরূপে সপ্তপদার্থীতে বলা হয়েছে – 'সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসাভাবঃ।'[৭৭] প্র অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস বা বিনাশ, যার থেকে কখনও উৎপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেই বিনাশ অনন্তকাল যাবৎ বিদ্যমান হয় বলে তাকে প্রধ্বংসাভাব বলে। উৎপত্তির পর প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে কোন কিছুর আঘাতবশত প্রতিযোগীর যদি বিনাশ ঘটে, তাহলে সেই নষ্ট প্রতিযোগী থেকে সেই প্রতিযোগীর পুনরুৎপত্তি আর সম্ভব হয় না বলে বিনাশের পর প্রতিযোগীর অভাবটি প্রধ্বংসাভাব নামে পরিচিত। যেমন ঘটে কোন কিছুর আঘাতবশত যখন কপালদ্বয় ভেঙে যায়, তখন সেই কপালদ্বয় থেকে ঘটের আর পুনরুৎপত্তি সম্ভব হয় না । ফলে বিনষ্ট ওই কপালদ্বয়ে যে ঘটাভাব, তা অনন্তকাল যাবৎ বিদ্যমান হওয়ায় প্রধ্বংসাভাবরূপে পরিগণিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাগভাব ও প্রধ্বঃসাভাব উভয়ই অনিত্য। আবার ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালেই যে অভাব নিত্যরূপে বিরাজ করে, তাকে অত্যন্তাভাব বলে। সপ্তপদার্থীতে

৭৭। তদেব

অত্যন্তাভাবের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'অনাদিরনন্তঃ সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ।'[৭৮] প্রাগভাবে অনাদিত্ব থাকলেও অনন্তত্বাভাবে তা অনিত্য বলে পরিগণিত হয়। এরূপে প্রধ্বংসাভাবে অনন্তত্ব থাকলেও আদিমত্ত্বহেতুক তা অনিত্য। কিন্তু অত্যন্তাভাবে অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব উভয়ই বিদ্যমান বলে তা নিত্যরূপে পরিগণিত হয় অর্থাৎ যে অভাব প্রতিযোগীতে পূর্বে বিদ্যমান ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে – এরূপ ত্রৈকালিক অভাব অত্যন্তাভাব নামে পরিচিত এবং তা উৎপত্তি ও বিনাশহীন বলে নিত্য বলেও বিবেচিত। সংসর্গ শব্দের দ্বারা সম্বন্ধকে বোঝান হয়েছে। সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে অনুযোগীতে প্রতিযোগীর নিষেধ যদি ত্রৈকালিক হয়, তাহলে তা অত্যন্তাভাবরূপে গণ্য হয়। যেমন আত্মাতে রূপাভাব। এখানে সমবায় সম্বন্ধে অনুযোগী আত্মাতে প্রতিযোগী রূপের অভাব ত্রৈকালিক অর্থাৎ আত্মাতে পূর্বেও রূপ ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আবার 'শশশৃঙ্গ নেই' – এখানে সংযোগ সম্বন্ধে অনুযোগী শশকে প্রতিযোগী শৃঙ্গের ত্রৈকালিক অভাব অত্যন্তাভাব নামে পরিচিত। এই অত্যন্তাভাব সাধারণত 'নাস্তি' – এই শব্দের দ্বারা দ্যোতিত হয়। ত্রিকালসম্পর্কিত এই অত্যন্তাভাবকে তাই তর্কসংগ্রহে – 'ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোঽত্যন্তাভাবঃ'[৭৯] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব বস্তুর নিষেধ করে, কিন্তু অত্যন্তাভাব বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধের নিষেধকরূপে পরিগণিত। যেমন 'শশশৃঙ্গো নাস্তি' – এখানে শশক ও শৃঙ্গের নিষেধ হয়নি, বরং শশক ও শৃঙ্গের সংযোগরূপ সম্বন্ধের নিষেধ হয়েছে।

৭৮। তদেব

৭৯। তর্ক., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ৬০০

চতুর্থ অভাব অন্যোন্যাভাব তাদাত্ম্যনিষেধকরূপে পরিগণিত। 'স এব আত্মা (স্বরূপং) যস্য স তদাত্মা, তদাত্মনো ভাবঃ তাদাত্ম্যম্' – এরূপ বুৎপত্তি অনুসারে তাদাত্ম্য শব্দের অর্থ হল অভেদ বা ঐক্য। এই অভেদ বা ঐক্যের নিষেধ করা হয় যে অভাবে, তাকে অন্যোন্যাভাব বলে। শিবাদিত্য তাই সপ্তপদার্থীতে অন্যোন্যভাবের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'তাদাত্ম্যনিষেধোঽন্যোন্যাভাবঃ।' [৮০] তাদাত্ম্য একটি সম্বন্ধবিশেষ। অনুযোগীতে প্রতিযোগীর বা প্রতিযোগীতে অনুযোগীর পারস্পরিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধের যে নিষেধ করা হয়, তাই অন্যোন্যাভাবরূপে পরিগণিত। যেমন 'ঘটঃ পটো নেতি' – এখানে ঘটের সাথে পটের স্বরূপের ভেদ থাকায় উভয়ের তাদাত্ম্য সম্ভব নয়। সুতরাং ঘটে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পটের অভাব এবং পটেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটের অভাব আছে। আলোচ্য উদাহরণে পটাভাবের অধিকরণরূপে অনুযোগী ঘট এবং পটাভাবের প্রতিযোগী পট, আর বিপরীতক্রমে ঘটাভাবের অনুযোগী পট এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট – এরা পরস্পর স্বভাববিরুদ্ধ বলে উভয়ের তাদাত্ম্য বা ঐক্যভাবের নিষেধ দ্যোতক অভাব অন্যোন্যাভাবরূপে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধের নিষেধক হল অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব হল তাদাত্ম্যসম্বন্ধের নিষেধক। ঘটে তাদাত্ম্য সম্বন্ধেই পটাভাব প্রতীত হয়, কারণ ঘটে পট সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। এরূপে অভাবের চতুর্বিধ ভেদের পরিচয় সপ্তপদার্থীতে পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে ***প্রশস্তপাদভাষ্যে*** অভাবের প্রাগভাব ইত্যাদি কোনপ্রকার ভেদ উক্ত হয় নি। যদিও প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার উদয়নাচার্য কিরণাবলীতে বলেছেন যে ভাষ্যে

৮০। সপ্ত., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৩০

পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের উল্লেখের মাধ্যমে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এবং তাদের বৈধর্ম্য আলোচনার মাধ্যমে অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবের পরিচয় পাওয়া যায় – 'উৎপত্তিবিনাশচিন্তায়াং প্রাগভাবধ্বংসাভাবয়োর্বৈধর্ম্যে চেতরেতরাভাবাত্যন্তাভাবয়োস্তত্র তত্র নিদর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ।'[৮১] প্রশস্তপাদভাষ্যের সৃষ্টিসংহারপ্রকরণে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারা জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ বর্ণিত হয়েছে। এই ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের প্রাগভাব দ্যোতিত হয়েছে তেমনি অপরদিকে বিনাশকালে পৃথিব্যাদি চারটি ভূতের বিনাশে তাদের প্রধ্বংসাভাবও দ্যোতিত হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ভূতসমূহের উৎপত্তিতে পূর্বে বিদ্যমান ভূতগুলির অভাবের নাশে অনাদি ও সান্তরূপ প্রাগভাবের এবং বিনাশকালে ভূতসমূহের বিনাশে সাদি ও অনন্তরূপ প্রধ্বংসাভাবের (কারণ বিনষ্ট ভূতগুলি থেকে পুনরায় পৃথিব্যাদি চতুর্ভূত উৎপন্ন হয় না) পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ভাষ্যের সাধর্ম্যবৈধর্ম্যপ্রকরণে উল্লিখিত পদার্থসমূহের বৈধর্ম্য যেমন একদিকে পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পরিক ভেদের পরিচয় দেয়, তেমনি অপরদিকে একটি পদার্থে অপর পদার্থের অসাধারণ ধর্মের ত্রৈকালিক অনুপস্থিতিরও ইঙ্গিত দেয়। ফলে যখন বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে দ্রব্যকে গুণ থেকে পৃথক্‌রূপে নির্দেশ করা হয় তখন দ্রব্য ও গুণের অভেদ বা তাদাত্ম্যের নিষেধ বোধগম্য হওয়ায় তাদাত্ম্যনিষেধকরূপে অন্যোন্যাভাবের বোধও অতিসহজে হয়ে থাকে। আবার যখন বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে দ্রব্য গুণাদি থেকে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হয়, তখন গুণাদির বিশেষ ধর্মের ত্রৈকালিক অভাব যে দ্রব্যে আছে, তাও প্রতিপন্ন হয়। নতুবা দ্রব্য গুণ হয়ে যেত বা গুণাদির দ্রব্যত্বাপত্তি ঘটত। কিন্তু তা হয় না। দ্রব্য চিরকাল

৮১। কিরণা., সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পৃ. ৩৮ – ৩৯

গুণাদিভিন্নরূপেই পরিগণিত হয়। ফলে বৈধর্ম্যের দ্বারা অত্যন্তাভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপে ভাষ্যে বর্ণিত পদার্থগুলির বিচারে প্রাগভাবাদি চতুর্বিধ অভাবের বোধ হলেও ভাষ্যকার পৃথক্‌ভাবে অভাবের ভেদগুলির উল্লেখ ভাষ্যে করেননি।

বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থদ্বয়ের পর্যালোচনায় *প্রশস্তপাদভাষ্য ও সপ্তপদার্থী* নামক গ্রন্থ দুটির মধ্যে সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোন ভেদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি বলে আলোচ্য দুই পদার্থবিষয়ক কোন আলোচনা আমি আমার গবেষণাসন্ধর্ভের আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপন করিনি।

উপসংহার

প্রশস্তপাদভাষ্য ও *সপ্তপদার্থী* এই দুটি গ্রন্থই বৈশেষিক দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদের সূত্রাবলীকে উপজীব্য করেই বৈশেষিকদর্শন প্রসার লাভ করেছে। সেই বৈশেষিকসূত্রাবলীর প্রাচীন ভাষ্যরূপে *প্রশস্ত পাদভাষ্যই* আমাদের হস্তগত হয়। প্রশস্তপাদভাষ্যের পূর্বে বৈশেষিকসূত্র অবলম্বনে রচিত *রাবণভাষ্যের* নাম পাওয়া গেলেও *রাবণভাষ্য* আমাদের হস্তগত হয় না। ফলে কণাদের সূত্রগুলির উপর রচিত প্রাচীন ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থরূপে *প্রশস্তপাদভাষ্য* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কণাদের সূত্রসমূহের উপর যত টীকা, টিপ্পনী রচিত হয়েছে তার থেকে অনেকবেশি টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি *প্রশস্ত– পাদভাষ্যকে* অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে *প্রশস্তপাদভাষ্য* বৈশেষিকদর্শনের আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত। অপরদিকে শিবাদিত্যের সপ্তপদার্থী গ্রন্থটিতে ন্যায়বৈশেষিক সম্মিলিত ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সপ্তপদার্থীকে উপজীব্য করেই বিশ্বনাথের *ভাষাপরিচ্ছেদ,* কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা,* লৌগাক্ষিভাস্করের *তর্ককৌমুদী,* অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে, যেখানে ন্যায়মতাদর্শের সাথে মিশ্রিতভাবে বৈশেষিকমতাদর্শ প্রদর্শিত হয়েছে। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক সম্মিলিত ধারার প্রথম প্রকাশ যেহেতু *সপ্তপদার্থীতে* পরিলক্ষিত হয় সেহেতু *সপ্তপদার্থীও* ন্যায়-বৈশেষিক ধারার আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হওয়ায় যোগ্য। তাই *প্রশস্ত– পাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের পদার্থতত্ত্ববিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই পদার্থতত্ত্বকে নিঃশ্রেয়সের হেতুরূপে

উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়গ্রন্থের পর্যালোচনাত্মক গবেষণাতে লব্ধ তথ্যগুলির মধ্যে যেগুলি আমার মনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে কতিপয় তথ্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

প্রথমতঃ *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের পর্যালোচনায় পার্থিব শরীরের যোনিজ ও অযোনিজরূপ ভেদটি ভাষ্যে পরিলক্ষিত হলেও *সপ্তপদার্থীতে* তার উলেখ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ উভয়গ্রন্থের দিক্‌সম্পর্কিত পর্যালোচনায় *প্রশস্তপাদভাষ্যে* দশটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে *সপ্তপদার্থীতে* এগারোটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ *প্রশস্তপাদভাষ্যে* অনধ্যবসায় ও স্বপ্নের পৃথক্ পৃথক্ উলেখ পরিলক্ষিত হলেও *সপ্তপদার্থীতে* অনধ্যবসায় ও স্বপ্নকে যথাক্রমে সংশয় ও বিপর্যয়রূপে উলেখ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ আর্ষরূপ প্রাতিভজ্ঞানের পরিচয় *প্রশস্তপাদভাষ্যে* পাওয়া গেলেও আলোচ্য জ্ঞানসম্পর্কিত কোন তথ্যের উলেখ *সপ্তপদার্থীতে* পাওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ *প্রশস্তপাদভাষ্যে* পরার্থানুমান বিষয়ক পঞ্চাবয়ববাক্য প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যাম্নায়রূপে অভিহিত হলেও *সপ্তপদার্থীতে* আলোচ্য পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ-উপনয়-নিগমনরূপে পরিগণিত। আবার ভাষ্যে অসিদ্ধাদি চারটি হেত্বাভাসের উলেখ থাকলেও *সপ্তপদার্থীতে* ছয়টি হেত্বাভাসের উলেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ উভয়গ্রন্থেই উৎক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ কর্মের পরিচয় পাওয়া গেলেও ভাষ্যে পাঁচটি কর্মকে সৎপ্রত্যয় ও অসৎপ্রত্যয়রূপে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু *সপ্তপদার্থীতে* পঞ্চবিধ কর্মকে বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীনভেদে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সপ্তমতঃ সামান্যের পর্যালোচনায় *প্রশস্তপাদভাষ্যে* পর ও অপর নামক দ্বিবিধ সামান্যের উলেখ থাকলেও *সপ্তপদার্থীতে* পর, অপর ও পরাপররূপ ত্রিবিধ সামান্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টমতঃ ভাষ্যের পর্যালোচনায় প্রাগভাবাদি অভাবের আভাস পাওয়া গেলেও *প্রশস্ত-পাদভাষ্যে* অভাবের স্বরূপ বা তার বিভাগ সম্পর্কিত মতের স্পষ্ট উলেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু *সপ্তপদার্থীতে* অভাবের পদার্থত্ব স্বীকারপূর্বক তার স্বরূপ ও তার বিভাজনসম্পর্কিত মতের স্পষ্ট উলেখ পাওয়া যায়।

সুতরাং *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* এই গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনে একদিকে যেমন গ্রন্থদুটির মৌলিকতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে উভয়গ্রন্থে বর্ণিত পদার্থগুলির সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের বিচারে পদার্থগুলির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণাও সুদৃঢ় হয়। ফলে এরূপ গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রসারলাভ করায় *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থের পদার্থতত্ত্ববিষয়ক আলোচ্য তুলনাত্মক গবেষণাটি উলেখযোগ্যরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহঃ*। সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় সংস্করণ)।

উদয়নাচার্য। *কিরণাবলী*। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ), প্রথম খণ্ড।

উদয়নাচার্য। *কিরণাবলী*। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০ (প্রথম সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড।

উদয়নাচার্য। *কিরণাবলী*। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১ (প্রথম সংস্করণ), তৃতীয় খণ্ড।

উদয়নাচার্য। *কিরণাবলী*। সম্পা. শিবচন্দ্র সার্বভৌম, কলকাতা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১১।

উপনিষদ্। সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০ (অখণ্ড সংস্করণ)।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী / সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬১ (চতুর্থ প্রকাশ), তৃতীয় ভাগ।

কেশবমিশ্র । *তর্কভাষা* । সম্পা. গঙ্গাধর কর, কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী), ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ), প্রথম খণ্ড ।

কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ । সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), প্রথম খণ্ড ।

ন্যায়দর্শন। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৪ (পঞ্চম প্রকাশ), ১৯৮১ (প্রথম প্রকাশ), প্রথম খণ্ড।

ন্যায়দর্শন। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫ (তৃতীয় মুদ্রণ), ১৯৮৪ (প্রথম সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড।

ন্যায়দর্শন। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৭ (তৃতীয় মুদ্রণ), তৃতীয় খণ্ড।

ন্যায়দর্শন। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৯৮৮ (প্রথম মুদ্রণ), চতুর্থ খণ্ড।

ন্যায়দর্শন। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৯৮৯ (প্রথম মুদ্রণ), পঞ্চম খণ্ড।

পাণিনি। *অষ্টাধ্যায়ী* । সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ)।

প্রশস্তপাদভাষ্যম্ । সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, কলকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১০ (তৃতীয় সংস্করণ), প্রথম ভাগ।

প্রশস্তপাদভাষ্যম্ । সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২০০০ (প্রথম প্রকাশ), দ্বিতীয় ভাগ।

প্রশস্তপাদভাষ্যম্ । সম্পা. শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, কলিকাতা ঃ আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম, ১৯৮৮ (প্রথম সংস্করণ), প্রথম ভাগ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৮৮ (প্রথম সংস্করণ)।

বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* । সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ।

বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* । সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৫৪।

বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* । সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, কলিকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় সংস্করণ) ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ । সম্পা. দূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলিকাতা ঃ দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় সংস্করণ), চতুর্থ ভাগ।

বেদান্তদর্শনম্ । সম্পা. স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, কলকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), প্রথম অধ্যায়।

বৈদিক পাঠসংকলন । সম্পা. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ঃ সদেশ, ২০১১ (চতুর্থ সংস্করণ) ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ)।

মনুসংহিতা । সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ঃ সদেশ, ২০০৮ (সপ্তম সংস্করণ), সপ্তম অধ্যায়।

মহর্ষি কণাদ। *বৈশেষিকদর্শনম্* । অনু. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ঃ বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মহর্ষি কপিল। *সাংখ্যদর্শনম্* । সম্পা. দূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলকাতা ঃ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

মাধবাচার্য। *সর্বদর্শনসংগ্রহঃ*। সম্পা. উমাশঙ্কর শর্মা, বারাণসী ঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০০৪।

শঙ্করমিশ্র। *বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*। সম্পা. সেখ সাবির আলি, কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ)।

শিবাদিত্য। *সপ্তপদার্থী* (মিতভাষিণী – পদার্থচন্দ্রিকা – সন্দর্ভসহিতা)। সম্পা. অমরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ঃ মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাব্‌লিশিং হাউস লিমিটেড্, ১৯৩৪।

শিবাদিত্য। *সপ্তপদার্থী* (মিতভাষিণী – পদার্থচন্দ্রিকা – সন্দর্ভ-জিনবর্দ্ধনী-সহিতা)। সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ)।

শ্রীহর্ষ । *নৈষধচরিতম্* । অনু. করুণাসিন্ধু দাস, কলকাতা ঃ নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮৩।

শ্রৌতপাঠ । সম্পা. শুক্লা সেন, কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০৪ (প্রথম প্রকাশ)।

সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থাবলী ঃ-

Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*. Delhi : Motilal Banarsidass, 1922 (1st Ed.), 1975 (1st Ind. Ed.), Vol. 1.

Indian Philosophy. By Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, New Delhi : Oxford University Press, 1923 (1st Ed.), Vol. - I

Jha, Ganganath. *Manusmriti*. with the *Manubhasya* of Medhatithi, Delhi : Motilal Banarsidass publishers, 1920.

Nyayasutras. Ed. Prabal Kumar Sen, with Ramabhadra Sarvabhauma's *Nyayarahasya* and Janakinatha Cudhamani's *Anviksikitattvavivarana*, Kolkata : The Asiatic Society, 2003, Vol. I.

Sharma, Chandradhar. *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2003 (reprint).

The Twelve Principal Upanisads. Ed. E. Roer, New Delhi : D. K. Print World (p) Ltd., 1931 (2nd Ed.), 1906 (1st Ed.`), Vol. II.